মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭ - ১৯১২)

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭ - ১৯১২)
১২৫৪ সালের ২৮শে কার্তিক মোতাবেক ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বরে নদীয়া জেলার গৌরী নদীর তীরবর্তী "লাহিনী পাড়া গ্রামে, মাতামহ মুন্সী জিনাতুল্লার বাটীতে, বিবি দৌলতন্নেসার গর্ভে" মীর মর্শারফ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মীর মুয়াজ্জম হোসেন। মর্শারফ ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয় পরে প্রথম সন্তান। রাজ-কার্যে যোগ্যতা ও পারদর্শিতার জন্য এঁরা 'মীর' উপাধি পান। প্রকৃতপক্ষে বংশ-পরিচয়ের উপাধি হল 'সৈয়দ'।

বিষাদ সিন্ধু (উপন্যাস)

মহানবী (সঃ) এর দৌহিত্রদ্বয় হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত হোসেন (রঃ) এর চরম বিয়োগান্তক পরিণতি নিয়ে মীর মশাররফ হোসেন এর অমর উপন্যাস **"বিষাদ সিন্ধু"**। এর তিনটি পর্ব - **"মহরম পর্ব, "উদ্ধার পর্ব", ও এজিদ বধ পর্ব"** প্রকাশিত হয় যথাক্রমে **১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯১** ইং সালে।

উপক্রমণিকা

যখন আরব-গগনে ইসলাম-রবি মধ্যাকাশে উদিত, সমস্ত আরব-ভূমি ইসলাম-গৌরবে গৌরবান্বিত এবং সকলেই সেই প্রভু হজরত মোহাম্মদের পদানত হইয়াছে; সেই সময় একদা পবিত্র ঈদো সব-দিনে হজরত মোহাম্মদ প্রধান প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। এমন সময় তদীয় দৌহিত্র অর্থা মহাবীর হযরত আলী-এর দুই পুত্র-হজরত হাসান ও হোসেন বালকসুলভ আগ্রহবশতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে মাতামহের নিকট বসনভূষণ প্রার্থনা করিলেন।

হজরত স্নেহবশে দুই ভ্রাতার গণ্ডস্থলে চুম্বন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রূপ বসনে তোমরা সন্তুষ্ট হইবে?" হজরত হাসান সবুজ রঙের ও হজরত হোসেন লালরঙের বসন প্রার্থনা করিলেন। তন্মুহূর্তেই স্বর্গীয় প্রধান দূত জিবরাইল, প্রভু মোহাম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া পরম কার□ণিক পরমেশ্বরের আদেশবাক্য কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইল। প্রভু মোহাম্মদ ক্ষণকাল ম্লানমুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া নিতান্তই ভয়াকুল হইলেন। কী কারণে প্রভু এরূপ চিন্তিত হইলেন, কেহই তাহা কিছু স্থির কর□তে না পারিয়া বিষন্ন-নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

পবিত্র বদনের মলিনভাব দেখিয়া সকলের নেত্রই বাষ্প-পরিপ্লুত হইল। কিন্তু কেহই জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। প্রভু মোহাম্মদ শিষ্যগণের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা হঠা এরূপ দুঃখিত ও বিষাদিত হইয়া কাঁদিতেছ কেন?"

শিষ্যগণ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর অগোচর কী আছে? ঘনাগমে কিংবা নিশাশেষে পূর্ণচন্দ্র হঠা মলিনভাব ধারণ করিলে তারাদলের জ্যোতিঃ তখন কোথায় থাকে? আমরা আপনার চির-আজ্ঞাবহ। অকস্মা প্রভুর পবিত্র মুখের মলিনভাব দ□খিয়াই আমাদের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। যতক্ষণ আপনার সহাস্য আস্যের ঈদৃশ বিসদৃশ ভাব বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ ততই আমাদের দুঃখবেগ পরিবর্ধিত হইবে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি, সামান্য বাত্যাঘাতে পর্বত কম্পিত হয় নাই, সামান্য বায়ুপ্রবাহেও মহাসমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই। প্রভ□! অনুকম্পা-প্রকাশে শীঘ্র ইহার হেতু ব্যক্ত করিয়া অল্পমতি শিষ্যগণকে আশ্বস্ত করুন।"

প্রভু মোহাম্মদ নম্রভাবে কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে কাহারো সন্তান আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইবে। হাসানকে বিষপান করাইয়া মারিবে এবং হোসেনকে অস্ত্রাঘাতে

নিধন করিবে, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ আজ দুই ভ্রাতা আমার নিকট সবুজ ও লাল রঙের বসন প্রার্থনা করিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ নির্বাক্ হইলেন। কাহারো মুখে একটিও কথা সরিল না। তাঁহাদের কণ্ঠ ও রসনা ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিল। কিছুকাল পরে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর অবিদিত কিছুই নাই। কাহার সন্তানের দ্বারা এরূপ সাংঘাতিক কার্য সংঘটিত হইবে, শুনিতে পাইলে তাহার প্রতিকারের উপায় করিতে পারি। যদি তাহা ব্যক্ত না করেন, তবে আমরা অদ্যই বিষপান করিয়া আত্মবিসর্জন করিব। যদি তাহাতে পাপগ্রস্ত হইয়া নারকী হইতে হয়, তবে সকলেই অদ্য হইতে আপন আপন পত্নীগণকে একেবারে পরিত্যাগ করিব। প্রাণ থাকিতে আর স্ত্রী-মুখ দেখিব না, স্ত্রীলোকের নামও করিব না।"

প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "ভাই সকল! ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে বাধা দিতে এ জগতে কাহারো সাধ্য নাই; তাঁহার কলম রদ করিতে কাহারো ক্ষমতা নাই। তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তবে তোমরা-অবশ্যম্ভাবী ঘটনা স্মরণ করিয়া কেন দুঃখিত থাকিবে? নিরপরাধিনী সহধর্মিণীগণের প্রতি শাস্ত্র-বহির্ভূত কার্য করিয়া অবলাগণের মনে কেন ব্যথা দিবে? তাহাও তো মহাপাপ! তোমাদের কাহারো মনে দুঃখ হইবে বলিয়াই আমি তাহার মূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে ইতস্তত করিতেছি। নিতান্ত পক্ষে যদি শুনিতে বাসনা হইয়া থাকে, বলিতেছি-শ্রবণ কর। তোমাদের মধ্যে এই প্রিয়তম মাবিয়ার এক পুত্র জন্মিবে; সেই পুত্র জগতে এজিদ্ নামে খ্যাত হইবে; সেই এজিদ্ হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইয়া প্রাণবধ করাইবে। যদিও মাবিয়া এ পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই, তথাপি সেই অসীম জগদ্বিধান জগদীশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইবার নহে, কখনোই হইবে না। সেই অব্যক্ত সুকৌশলসম্পন্ন অদ্বিতীয় প্রভুর আদেশ কখনোই ব্যর্থ হইবে না।"

মাবিয়া ধর্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জীবন থাকিতে বিবাহের নামও করিব না; নিজে ইচ্ছা করিয়া কখনো স্ত্রীলোকের মুখ পর্যন্ত দেখিব না।"

প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "প্রিয় মাবিয়া! ঈশ্বরের কার্য,-তোমার মত ঈশ্বরভক্ত লোকের এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তাঁহার মহিমার পার নাই, ক্ষমতার সীমা নাই, কৌশলের অন্ত নাই।" এই সকল কথার পর সকলেই আপন আপন বাটীতে চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পর একদা মাবিয়া মূত্রত্যাগ করিয়া কুলুখ (কুলুখ-ঢিল, পানির পরিবর্তে ঢিল ব্যবহার করা শাস্ত্রসঙ্গত) লইয়াছেন, সেই কুলুখ এমন অসাধারণ বিষসংযুক্ত ছিল যে, তিনি বিষের যন্ত্রণায় ভূতলে গড়াগড়ি দিতে দিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। বন্ধুবান্ধব সকলের কর্ণেই মাবিয়ার পীড়ার

সংবাদ গেল। অনেকরূপ চিকি□ সা হইল; ক্রমশ বৃদ্ধি ব্যতীত কিছুতেই যন্ত্রণার হ্রাস হইল না। মাবিয়ার জীবনের আশায় সকলেই নিরাশ হইলেন। ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয় প্রভু মোহাম্মদের কর্ণগোচর হইল, তিনি মহাব্যস্তে মাবিয়ার নিকটে আসিয়া ঈশ্বরের নাম করিয়া বিষসংযুক্ত স্থানে ফু□ কার প্রদানে উদ্যত হইলেন।

এমন সময় স্বর্গীয় দূত আসিয়া বলিলেন, "হে মোহাম্মদ, কী করিতেছ? সাবধান! সাবধান! ঈশ্বরের নাম করিয়া মন্ত্রপূত করিয়ো না। এ সকলই ঈশ্বরের লীলা। তোমার মন্ত্রে মাবিয়া কখনোই আরোগ্যলাভ করিবে না। সাবধান! ইহার সমুচিত ঔষধ স্ত্রী-সহবাস। স্ত্রী-সহবাসমাত্রেই মাবিয়া বিষম বিষ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। উহা ব্যতীত এ বিষের যন্ত্রণা নিবারণের ঔষধ জগতে আর দ্বিতীয় নাই।" এই কথা বলিয়া স্বর্গীয় দূত অন্তর্হিত হইলেন।

প্রভু মোহাম্মদ শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! এ রোগের ঔষধ নাই। ইহজগতে ইহার উপযুক্ত চিকি□ সা নাই। একমাত্র উপায় স্ত্রী-সহবাস। যদি মাবিয়া স্ত্রী-সহবাস করিতে সম্মত হন, তবেই প্রাণরা হইতে পারে।" মাবিয়া স্ত্রী-সহবাসে অসম্মত হইলেন। 'আত্মহত্যা মহাপাপ' প্রভু কর্তৃক এই উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। পরিশেষে সাব্যস্ত হইল যে, অশীতিবর্ষীয়া কোন বৃদ্ধা স্ত্রীকে শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিবেন। কার্যেও তাহাই ঘটিল। বিষম রোগ হইতে মাবিয়া মুক্ত হইলেন। জীবন রক্ষা হইল।

অসীম করুণাময় পরমেশ্বরের কৌশলের কণামাত্র বুঝিয়া উঠা মানবপ্রকৃতির সাধ্য নহে। সেই অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা স্ত্রী কালক্রমে গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। মাবিয়া পূর্ব হইতে স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, যদি পুত্র হয়, তখনই তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু পুত্রের সুকোমল বদনমণ্ডলের প্রতি একবার নয়ন-গোচর করিবামাত্রই বৈরীভাব অন্তর হইতে একেবারে তিরোহিত হইল। হৃদয়ে সুমধুর বা□ সল্যভাবের আবির্ভাব হইয়া তাঁহার মন আকর্ষণ করিল। তখন পুত্রের প্রাণ হরণ করিবেন কি, নিজেই পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আপন প্রাণ হইতেও তিনি এজিদেক অধিক ভালবাসিতে লাগিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু সময়ে সময়ে সেই নিদারুণ হৃদয়বিদারক বাক্য মনে করিয়া নিতান্তই দুঃখিত হইতেন। কিছুদিন পরে মাবিয়া দামেস্ক নগরে স্থায়ীরূপে বাস করিবার বাসনা প্রভু মোহাম্মদ ও মাননীয় আলীর নিকটে প্রকাশ করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আরো বলিলেন, "এজিদের কথা আমি ভুলি নাই। হাসান-হোসেনের নিকট হইতে তাহাকে দূরে রাখিবার অভিলাষেই আমি মদিনা পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিতেছি।"

মাননীয় আলী সরলহৃদয়ে সন্তুষ্টচিত্তে জ্ঞাতি-ভ্রাতা মাবিয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া নিজ অধিকৃত দামেস্ক নগর তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "মাবিয়া দামেস্ক কেন, এই জগৎ হইতে অন্য জগতে গেলেও ঈশ্বরের বাক্য লঙ্ঘন হইবে না।" মাবিয়া লজ্জিত হইলেন, কিন্তু পূর্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। অল্পদিবসের মধ্যে তিনি সপরিবারে মদিনা পরিত্যাগ করিয়া দামেস্ক নগরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রজাপালন ও ঈশ্বরের উপাসনায় অধিকাংশ সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু মোহাম্মদ হিজরি ১১ সনের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার বেলা সপ্তম ঘটিকার সময় পবিত্র-ভূমি মদিনায় পবিত্র দেহ রাখিয়া স্বর্গবাসী হইলেন।

প্রভুর দেহত্যাগের ছয় মাস পরে বিবি ফাতেমা (প্রভুকন্যা, হাসান-হোসেনের জননী, মহাবীর আলীর সহধর্মিণী) হিজরি ১১ সনে পুত্র ও স্বামী রাখিয়া জান্নাত (বেহেশ্তের নাম) বাসিনী হইলেন। মহাবীর হজরত আলী হিজরি ৪০ সনের রমজান মাসের চতুর্থ দিবস রবিবারে দেহত্যাগ করেন। তৎ পরেই মহামান্য ইমাম হাসান মদিনার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ধর্মানুসারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। দামেস্ক নগরে এজিদ্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরিবর্ণিত ঘটনা শুরু হইল।

উদ্ধার পর্ব

প্রথম প্রবাহ

অশ্ব ছুটিল। হোসেনের অশ্ব বিকট চি□ কার করিতে করিতে সীমারের পশ্চা□ পশ্চা□ ছুটিল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ্, অলীদ প্রভৃতি অশ্বলক্ষ্যে অবিশ্রান্ত শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। সুতীক্ষ্ণ তীর অশ্বশরীর ভেদ করিয়া পার হইল না, কিন্তু শোণিতের ধারা ছুটিল। কে বলে পশুহৃদয়ে বেদনা নাই? কে বলে মানুষের জন্য পশুপ্রাণ কাঁদিয়া আকুল হয় না?-মানুষের ন্যায় পশুর প্রাণ ফাটিয়□ যায় না?-বাহির হয় না? অশ্ব ফিরিল। কিছুদূর যাইয়া শরসংযুক্ত শরীরে হোসেনের দুল্‌দুল্ (অশ্বের নাম) সীমারের পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিল।

তীর চলিতেছে! এখন অশ্বের বক্ষে, গ্রীবাদেশে তীক্ষ্ণতর তীর ক্রমাগত বিঁধিতেছে; কিন্তু অশ্বের গতি মুহূর্তের জন্য থামিতেছে না। মহাবেগে প্রভু হোসেনের শিরশূন্য দেহ-সন্নিধানে আসিয়া পদ হইতে স্কন্ধ, স্কন্ধ হইতে পদ পর্যন্ত নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া আবার মস্তকলক্ষ্যে ছুটিবার উদ্যোগ করিতেই বিপক্ষগণে নানা কৌশলে অশ্বকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অশ্বশ্রেষ্ঠ দুল্‌দুল্ সকলই দেখিতেছে, বোধ হয় অনেক বুঝিতেও পারিতেছে। ধরা পড়িলে তাহার পরিণামদশা যে কী হইবে তাহাও বোধ হয় ভাবিতেছে। প্রভু হোসেন যে পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন, সেই পৃষ্ঠে প্রভুহন্তা কাফেরগণকে লইয়া আজীবন পাপের বোঝা বহন করিতে হইবে, এ-কথা কি সেই প্রভুভক্ত বাক্‌শক্তিবিহীন পশুর অন্তরে উদয় হইয়াছিল? সীমারের দিকে আর ছুটিল না। হোসেনের মৃত শরীরের নিকটেও আর রহিল না। বাধা, কৌশল অতিক্রম করিয়া-মহাবেগে হোসেনের শিবিরাভিমুখে দৌড়িয়া চলিল। সকলেই দেখিল, দুল্‌দুলের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ, মারওয়ান, ওমর এবং আর-আর যোধগণ অশ্বের পশ্চা□ পশ্চা□ হোসেনশিবিরাভিমুখে বেগে ছুটিল। শিবিরমধ্যে বীর বলিতে আর কেহ নাই। একমাত্র জয়নাল আবেদীন। হোসেনের উপদেশক্রমে পরিজনেরা জয়নালকে বিশেষ সাবধানে গোপনভাবে রাখিয়াছেন। হাসনেবানু কাসেমদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ের জ্বলন্ত হুতাশনে শোণিতের আহুতি দিতেছেন। সখিনা মৃত পতির পদপ্রান্তে ধুলায় লুটাইয়া অচেতনভাবে পড়িয়া রহিয়াছে! যিনি যেখানে যেভাবে ছিলেন, তিনি সেইখানে সেইভাবেই আছেন। কাহারো মুখে কোন কথা নাই। নীরব!-

চতুর্দিক নীরব! কিন্তু আকাশ, পাতাল, বায়ু ভেদ করিয়া যে একটি রব হইতেছে, বোধ হয় শোক-তাপ-পিপাসায় কাতরতা-প্রযুক্ত এতক্ষণ কেহই সে রব শুনিতে পান নাই। সাহারবানুর মন, চক্ষু, কর্ণ, চিন্তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন দিকে। হঠা শিহরিয়া উঠিল। আবার শুনিলেন-স্পষ্ট শুনিলেন। বন, উপবন, গগন, বায়ু, পর্বত, প্রান্তর ভেদ করিয়া রব হইতেছে, "হায় হোসেন! হায় হোসেন!! হায় হোসেন!!!"

সাহারবানুর মোহতন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মুখে বলিয়া উঠিলেন, "হায়! এ কী হইল? কী ঘটিল? কে বলিতেছে? চতুর্দিক হইতে কেন রব হইতেছে? ও রব কেন হইতেছে? নাম উচ্চারণে কেন হায় হায় করিতেছে? হায়! হায়! কী নিদারুণ কথা? হায় রে আবার সেই রব! আবার সেই অন্তরভেদী হায়! হায় রব!!

"এ-কী কথা! য সকল পবিত্র বসন, পবিত্র অস্ত্র পবিত্রভাবে ভক্তিসহকারে অঙ্গে ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কী কোন সন্দেহ হইতে পারে? ঐ অশ্বপদশব্দ! কে শিবিরাভিমুখে আসিতেছে? কাহার অশ্ব? হায় রে! এ কাহার অশ্ব?" সাহারবানু শিবিরদ্বারদেশে যাইতেই রক্তমাখা শরীরে হোসেনের অশ্ব শিবিরে প্রবেশ করিল। "ভগ্নী! কপাল পুড়িয়াছে! আমাদের কপাল পুড়িয়াছে! দেখ অশ্ব দেখ, দুল্‌দুলের তীর-সংযুক্ত শরীর দেখ, রক্তের প্রবাহ দেখ।" বলিতে বলিতে সাহারবানু অচেতনভাবে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। আর-আর পরিজনেরা শূন্যপৃষ্ঠ দুল্‌দুল্-সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত, আঘাতে-আঘাতে র্জর্জ এব শোণিতের ধারা দেখিয়া, মর্মভেদী আর্তনাদ,-কেহ-বা হতচেতন অবস্থায় বিকট চি কার করিয়া, অচেতনভাবে ধরাশায়ী হইলেন। দুল্‌দুল্ কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। হোসেনের প্রিয়তম অশ্বপ্রাণ বায়ুর সহিত মিশিয়া অনন্ত আকাশে চলিয়া গেল।

এদিকে মারওয়ান, ওমর, অলীদ, জেয়াদ প্রভৃতি যোধগণ উগ্রমূর্তিতে, বিকট শব্দে "কই জয়নাল? কোথা সখিনা?" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে কিঞ্চি দূরে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহাদের শরীর হঠা শিহরিয়া উঠিল, বীরহৃদয় কাঁপিয়া গেল। ভয়ের সঞ্চার হইল।-কী মর্মভেদী দৃশ্য!

বীরবল আবদুল ওহাবের খণ্ডিত দেহ, কাসেমের মৃত্যুশয্যা, হোসেনের অশ্ব ও পতিপ্রাণা সখিনার পতিভক্তির চিহ্ন দেখিয়া বীরগণ স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। মন্ত্রীপ্রবর মারওয়ান একদৃষ্টে সখিনার প্রতি অনেকক্ষণ পর্যন্ত চাহিয়া মৃত-কি-জীবিত কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। কিঞ্চি অগ্রসর হইয়া দেখিল, সখিনাবিবি স্বামী-পদ দু'খানি বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া মন-

প্রাণ যেন ঈশ্বরে ঢালিয়া দিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পতি-দেহ বিনির্গত পবিত্র শোণিতে পবিত্র দেহ রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। মৃত দেহে চন্দন, আতর ও কর্পূরের ব্যবস্থা আছে। সখিন□র অঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চিত হইয়া জীবন্তভাবে যেন দয়াময়ের নিকট স্বামীর মঙ্গলকামনায় আত্মবিসর্জন করিয়া রহিয়াছে।

মারওয়ান আরো একটু অগ্রসর হইল। সখিনাকে ধরিয়া তুলিবে, আশা করিয়া হস্ত বিস্তার করিতেই, যেন মৃত শরীরে হঠা∏ জীবাত্মার সঞ্চার হইল। যেন স্বর্গীয় দূত জিবরাইল মর্তে আসিয়া সখিনার কানে কানে বলিয়া গেলেন, "সখিনা! তুমি না সাধ্বী, সতী? পরপুরুষ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত, এখনো স্বামী-চিন্তা! এখনো স্বামী-শোক! অবলা-অবয়ব পরপুরুষের চক্ষে পড়িলে মহাপাপ। নিজে ইচ্ছা করিয়া দেখাইলে আরো পাপ! তুমি বীরদুহিতা, বীরজায়া। ছি ছি, সখিন□! তোমার এতো ভ্রম! ছি ছি! সাবধান হও!"

সখিনা ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখে চাহিতেই দেখিলেন, অপরিচিত যোধ-সকল চারিদিকে ছুটোছুটি করিতেছে, যে যাহা পাইতেছে লইতেছে। হঠা∏ দুল্‌দুলের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। হজরত ইমাম হোসেনের প্রিয় অশ্ব দুল্‌দুল্ মৃত্তিকায় শায়িত, সমুদয় অঙ্গে তীক্ষ্ণতর তীরবিদ্ধ, তীর-সকল অশ্বশরীর বিদ্ধ করিয়া কতক মৃত্তিকাসংলগ্ন কতক শরীরোপরি পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতি শরের মুখ হইতে শোণিতধারা ছুটিয়া,-শ্বেত অশ্ব ঘোর লোহিতে র িত হইয়াছে! সখিনা একদৃষ্টে অশ্বের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পূর্বকথা স্মরণ হইল। চক্ষু ঊর্ধ্বে উঠ□ল, মুখভাব ভিন্ন ভাব ধারণ করিল। সজোরে কাসেমের কটিদেশ হইতে খঞ্জর লইয়া মহারোষে বলিতে লাগিলেন,-

"ওরে! কাফেরগণ! বুঝিয়াছি, সেই সাহসে শিবিরে আসিয়াছিস্? সেই সাহসে অত্যাচার করিতে আসিয়াছিস্? ওরে! আমরা অসহায়া হইয়াছি, সেই সাহসে? আমরা নিরাশ্রয়া, ওরে! সেই সাহসে? পুরুষ বীর আর কেহ নাই, ওরে নরাধমেরা সেই সাহসে? ভুলিলাম! ভুলিলাম! এখন প্রাণসখা কাসেমকে ভুলিলাম! ভুলিলাম কাসেম! তোমায় এখন ভুলিলাম! নারীজীবনের উদ্দেশ্য দেখাইতে তোমাকে এখন ভুলিলাম! কাসেম! ঐ পিতার অশ্ব, সমুদয় অঙ্গে তীরবিদ্ধ। রক্তে রঞ্জিত, মৃত্তিকায় শায়িত। আর কথা কী? আর আশা কী? এখন সখিনার আর আশা কি? কাসেম চাহিয়া দেখ! প্রাণাধিক কাসেম! দেখ চাহিয়া, এই দেখ সখিনার হাতে তোমার খঞ্জর!!"

মারওয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রে বিধর্মী কাফের! তুই এখানে কেন? দূর হ! সখিনার সম্মুখ হইতে দূর হ! তুই কী আশায় এখানে আসিয়াছিস্? দূর হ কাফ□র, দূর হ! এ পবিত্র শিবির হইতে দূর হ! ঐ দেখ! যদি চক্ষু থাকে, তবে ঐ দেখ। শূন্যে চাহিয়া দেখ-সাহানা বেশ! সেই নয়নমনমুগ্ধকারী সাহানা বেশ! লোহিত রঞ্জিত সেই সাহানা বেশ! সেই সাহানা বেশ।

শত্রু-অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সাহানা বেশ! ওরে নরাধম বর্বর! চণ্ডালের অমৃত আশা? শয়তানের বেহেস্তে আশা? ঘোর নারকীর জান্নাতে আশা? মহাপাতকীর হুরে আশা! দেখ! এই দেখ-যার প্রাণ তার নিকটে, যেখানে কাসেম, সেইখানে সখিনা-রক্তমাখা সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর-কাসেমের হস্তের খড়্গ-এই বলিয়া হস্তস্থিত খঞ্জর সুকোমল বক্ষে সজোরে বসাইয়া পৃষ্ঠ পার করিয়া দিলেন। হায় রে রুধির ধারা! খঞ্জরের অগ্রভাগ বহিয়া বহিয়া শোণিতের ধারা ছুটিল। সখিনা কাসেমের মৃতদেহ পার্শ্বে অর্ধমুকুলিত ছিন্নলতার ন্যায় ধরাশায়িনী হইলেন! (সতী-সাধ্বী সখিনার আত্মঘাতিনী হওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রমতে অনৈক্য আছে।)

মারওয়ান নিস্তব্ধ! অন্য অন্য যোধগণ, যাহারা সখিনার-সাধ্বী সতী সখিনার কীর্তি স্বচক্ষে দেখিল, তাহারা সকলেই নিস্তব্ধ এবং স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। পদপরিমাণ ভূমিও অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইলেন না।

মারওয়ান বলিতে লাগিল, "ভ্রাতৃগণ! হোসেন পরিবারের প্রতি কেহ কোন প্রকার অত্যাচার করিয়ো না। সাবধান তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কোন কথা মুখে আনিয়ো না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বচক্ষেই তো দেখিলে? কী অসীম সাহস! কী অসীম ক্ষমতা! কী আশ্চর্য! বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখ, ইঁহাদের এখনকার ভাবভঙ্গি-মনের ভাবগতিক বড় ভয়ানক! সাবধানে কথাবার্তা কহিবে। দেখ, ভাবটি সহজ ভাব নহে! দেখিলেই বোধ হয়, ইঁহারা সন্তোষসহকারে কোথায় যেন যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন। দুঃখের চিহ্নমাত্র নাই। বিয়োগ শোক, বেদনা, যন্ত্রণা ইঁহাদের অন্তরের বিন্দুপরিমাণ স্থানও যেন অধিকার করিতে পারে নাই। সকলের হাতেই এক-একখানি শাণিত অস্ত্র। তরবারি, খঞ্জর, কাটারি, ছোরা, যে যাহা পাইয়াছে লইয়াছে। ধন্য রে আরবীয় নারী! তোমর□ই ধন্য! পতি-পুত্র বিয়োগ-বেদনা ভুলিয়া সমরসাজে শত্রুসম্মুখীন! ধন্য তোমরা! ভ্রাতাগণ! আমাদের বীরত্বে ধিক্! অস্ত্রে ধিক্! নারীহস্তে অস্ত্র দেখিয়া কি আর এ-সকল অস্ত্র ধরিতে ইচ্ছা করে? ইঁহারা আমাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করুন বা না-করুন, আমরা কিছুই বলিব না। ছি ছি! অবলা কুলস্ত্রীর সহিত যুদ্ধ করিতে অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করি নাই। ভ্রাতৃগণ! তোমরা আর কোন কথা বলিয়ো না, সকলেই স্ব-স্ব অস্ত্র কোষে আবদ্ধ কর। যাহা বলিবার আমিই বলিতেছি।"

মারওয়ান অবনতমস্তকে বলিতে লাগিলেন, "সাধ্বী সতী দেবিগণ! আমরা মহারাজ এজিদের আজ্ঞাবহ এবং চিরানুগত দাস। মহারাজের আদেশে আমরাই কারবালা ক্ষেত্রে হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলাম। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। আমরা জয়লাভ করিয়াছি। আমরাই আপনাদের সুখতরী আজ মহারাজ এজিদের আদেশাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিষাদ-সিন্ধুতে ডুবাইয়াছি। আজিকার অস্ত্রের সহিত আপনাদের স্বাধীনতা-সূর্য একেবারে চির-অস্তমিত হইয়াছে। এখন আপনারা মহারাজ এজিদ-সৈন্য-

হস্তে চির-বন্দি। বন্দির প্রতি অত্যাচার-অবিচার কাপুরুষের কার্য। বরং আপনাদের জীবন রক্ষার প্রতি সর্বদা আমাদের দৃষ্টি থাকিবে। ক্ষুন্ন পিপাসা নিবারণহেতু যদি কোন দ্রব্যের অভাব হইয়া থাকে, বলুন, আমি সে অভাব ম□চন করিতে প্রস্তুত আছি।"

সকলেই নীরব! কাষ্ঠপুত্তলিকাবন্ন নীরব! স্পন্দহীন জড়বন্ন নীরব! অনিমেষে নীরব! কেবল অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "জল! জল! জল! আমরা তোমাদের নিকট জল চাহি; দয়া করিয়া এক পাত্র জল দাও-"

মারওয়ান অতি অল্প সময়মধ্যে ফোরাতজলে অনেকের তৃষ্ণা-নিবারণ করিলেন। কিন্তু যাহাদের অন্তরে পতি-পুত্র-ভ্রাতা-বিয়োগজনিত শোকাগ্নি প্রচণ্ডবেগে হু-হু শব্দে জ্বলিতেছে-শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে সেই মহা-অগ্নির জ্বলন্ত শিখা মহাতেজে নির্গত হইয়া জীয়ন্ত জীবন জ্বালাইতেছিল, তাহাদের নিকট জলের আদর হইল না। ফোরাতজলে সে জ্বলন্ত আগুন নির্বাণ হইল না; বরং আরো সহস্রগুণ জ্বলিয়া উঠিল!

মারওয়ান একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বন্দিগণ! শিবিরস্থ বন্দিগণ! প্রস্তুত হও। যুদ্ধাবসানে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিতপক্ষকে রাখিবার বিধি নাই। প্রস্তুত হও, তোমরা মহারাজ এজিদের বন্দি-মারওয়ানের হস্তে; শ□ঘ্র প্রস্তুত হও। এখনই দামেস্ক যাইতে হইবে।"

দ্বিতীয় প্রবাহ/ ১

রে পথিক! রে পাষাণহৃদয় পথিক! কী লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ? কী আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে-হায়! এ খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি? সীমার! এ শিরে তোমার আবশ্যক কি? হোসেন তোমার কী করিয়াছিল? তুমি তো আর জয়নাবের রূপে মোহিত হইয়াছিলে না? জয়নাব ইমাম হাসানের স্ত্রী। হোসেনের শির তোমার বর্শাগ্রে কেন? তুমিই-বা সে শির লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে এত বেগে দৌড়াইতেছ কেন? যাইতেছই-বা কোথায়? সীমার! একটু দাঁড়াও। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও! কার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয়? কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে? একটু দাঁড়াও। এ শিরে তোমার স্বার্থ কি? খণ্ডিত শিরে প্রয়োজন কি? অর্থ? হায় রে অর্থ! হায় রে পাতকী অর্থ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতা-ভগ্নীতে কলহ, রাজা-প্রজায় বৈরীভাব, বন্ধু-বান্ধবে বিচ্ছেদ। বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জন,

বিনাশ, এ সকল তোমার জন্য। সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি। তোমার কী মোহিনীশক্তি! কী মধুমাখা বিষসংযুক্ত প্রেম, রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেই তোমার জন্য ব্যস্ত,-মহাব্যস্ত-প্রাণ ওষ্ঠাগত। তোমারই জন্য-কেবলমাত্র তোমারই কারণে-কত জনে তীর, তরবারি, বন্দুক, বর্শা, গোলাগুলি অকাতরে বক্ষ পাতিয়া বুকে ধরিতেছে। তোমারই জন্য অগাধ জলে ডুবিতেছে। ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে, পর্বতশিখরে আরোহণ করিতেছে, রক্ত, মাংসপেশী, পরমাণু সংযোজিত শরীর! ছলনে! তোমারই জন□য শূন্যে উড়াইতেছে। কী কুহক! কী মায়া!! কী মোহিনীশক্তি!!! তোমার কুহকে কে না পড়িতেছে? কে না ধোঁকা খাইতেছে? কে না মজিতেছে? তুমি দূর হও, তুমি দূর হও! কবির কল্পনার পথ হইতে একেবারে দূর হও। কবির চিন্তাধারা হইতে একেবারে সরিয়া যাও! তোমার নাম করিয়া কথা কহিতে অঙ্গ শ□হরিয়া উঠে! তোমারই জন্য প্রভু হোসেন সীমারহস্তে খণ্ডিত।-রাক্ষসী! তোমারই জন্য খণ্ডিত শির বর্শাগ্রে বিদ্ধ।

সীমার অবিশ্রান্ত যাইতেছে। দিনমণি মলিনমুখ, অস্তাচল গমনে উদ্যোগী। সীমারের অন্তরে নানা ভাব; তন্মধ্যে অর্থ-চিন্তাই প্রবল; চির-অভাবগুলি আশু মোচন করাই স্থির। একাই মারিয়াছি, একাই কাটিয়াছি, একাই যাইতেছি, একাই পাইব, আর ভাবনা কী? লক্ষ টাকার অধিকারীই আমি। চিন্তার কোন কারণই নাই। নিশাও প্রায় সমাগত। যাই কোথা? বিশ্রাম না করিলেও আর বাঁচি না। নিকটস্থ পল্লীতে কোন গৃহীর আবাসে যাইয়া নিশাযাপন করি। এ তো সকলই মহারাজ এজিদ্ নামদ□রের রাজ্যভুক্ত, অধীন ও অন্তর্গত। সৈনিক বেশ, হস্তে বর্শা, বর্শাগ্রে মনুষ্যশির বিদ্ধ, ভয়ানক রোষের লক্ষণ। কে কী বলিবে? কার সাধ্য-কে কী করিবে?

সীমার এক গৃহীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে নিশাযাপন করিবেন জানাইলেন। বর্শাবিদ্ধ খণ্ডিত শির অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ব□ঝি রাজসংক্রান্ত কেহ-বা হয় মনে করিয়া গৃহস্বামী আর কোন কথা বলিলেন না। সাদরে সীমারকে স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, পথশ্রান্তি দূরীকরণের উপকরণ আদি ও আহারীয় দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ভক্তিসহকারে আতিথ্য-সেবা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়! যদি অনুমতি করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

সীমার বলিল- "কি কথা?"

"কথা আর কিছু নহে, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আর এই বর্শা-বিদ্ধ-শির কোন্ মহাপুরুষের?"

"ইহার অনেক কথা। তবে তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। মদিনার রাজা হোসেন, যাঁহার পিতা আলী এবং মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা যাঁহার জননী, এ তাঁহারই শির। কার্‌বালা প্রান্তরে, মহারাজ

এজিদ্-প্রেরিত সৈন্য সহিত সমরে পরাস্ত হইয়া এই অবস্থা। দেহ হইতে মস্তক ভিন্ন করিয়া মহারাজের নিকট লইয়া যাইতেছি, পুরস্কার পাইব। লক্ষ টাকা পুরস্কার। তুমি পৌত্তলিক, তোমার গৃহে নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্তি আছ দেখিয়াই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। মোহাম্মদের শিষ্য হইলে কখনো তোমার গৃহে আসিতাম না। তোমার আদর-অভ্যর্থনাতেও ভুলিতাম না, তোমার আহারও গ্রহণ করিতাম না।"

"হাঁ, এতক্ষণে জানিলাম, আপনি কে? আর আপনার অনুমানও মিথ্যা নহে। আমি একেশ্বরবাদী নহি। নানা প্রকার দেব-দেবীই আমার উপাস্য। আপনি মহারাজ এজিদের প্রিয় সৈন্য, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কিন্তু বর্শা-বিদ্ধ-শির এ প্রকারে না রাখিয়া আমার নিকটে দিলে ভাল হইত। আমি আজ রাত্রে আপন তত্ত্বাবধানে রাখিতাম। প্রাতে আপনি যথা ইচ্ছা গমন করিতেন। কারণ যদি কোন শত্রু আপন র অনুসরণে আসিয়া থাকে, নিশীথ সময়ে কৌশলে কি বলপ্রয়োগে এই মহামূল্য শির আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কি আপনার ক্লান্তিজনিত অবশ অলসে, ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইলে আপনার অজ্ঞাতে এই মহামূল্য শির,- আপাততঃ যাহার মূল্য লক্ষ টাকা-যদি কেহ লইয়া যায়, তবে মহাদুঃখের কারণ হইবে, আম কে দিন, আমি সাবধানে রাখিব, আপনি প্রত্যূষে লইবেন। আমার তত্ত্বাবধানে রাখিলে আপনি নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিবেন।"

সীমারের কর্ণে কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্তাব শ্রবণমাত্রেই সম্মত হইল। গৃহস্বামী হোসেন-মস্তক সম্মানের সহ ত মস্তকে লইয়া বহুসমাদরে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিল। পথশ্রান্তিহেতু সীমারের কেবল শয়ন বিলম্ব; যেমনই শয়ন অমনই অচেতন।

গৃহস্বামী বাস্তবিক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শিষ্য ছিলেন না। নানা প্রকার দেব-দেবীর আরাধনাতেই সর্বদা রত থাকিতেন। উপযুক্ত তিন পুত্র এবং এক স্ত্রী। নাম, "আজর।" (হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লার পিতার নামও আজর বোৎপরস্ত ছিল। ইনি সে আজর নহেন।)

সীমারের নিদ্রার ভাব জানিয়া, আজর স্ত্রীপুত্রসহ হোসেনের মস্তক ঘিরিয়া বসিলেন এবং আদ্যন্ত সমুদয় ঘটনা বলিলেন!

যে ঘটনায় পশুপক্ষীর চক্ষের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই দেহ-বিচ্ছিন্ন হোসেন-মস্তক দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হউন, ইসলাম ধর্মবিদ্বেষীই হউন, এ নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হউন? পিতাপুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেন-শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

আজর বলিলেন, "মনুষ্যমাত্রেই এক উপকরণে গঠিত এবং এক ঈশ্বরের সৃষ্ট। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সে-ও সর্বশক্তিমান ভগবানের লীলা। ইহাতে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, কেবল মূঢ়তার লক্ষণ! ইমাম হাসান-হোসেনের প্রতি এজিদ্ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহা মনে করিলে হৃদয়মাত্রেরই তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়। সে দুঃখের কথায় কোন্ চক্ষু না জলে পরিপূর্ণ হয়? মানুষের প্রতি এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হউক আর না-হউক, জাতীয় জীবন বলিয়াও কী প্রাণে আঘাত লাগে না? সাধু পরম ধার্মিক, বিশেষ ঈশ্বরভক্ত, মহাপুরুষ মোহাম্মদের হৃদয়ের অংশ, ইঁহাদের এই দশা? হায়! হায়!! সামান্য পশু মারিলে কত মানুষ কাঁদিয়া গড়াগড়ি যায়-বেদনায় অস্থির হয়, আর মানুষের জন্য মানুষ কাঁদিবে না! ধর্মের বিভেদ বলিয়া, মানুষের বিয়োগে মানুষ মনোবেদনায় বেদনা বোধ করিবে না? যন্ত্রণা অনুভব করিবে না? যে ধর্মই কেন হউক না, পবিত্রতা রক্ষা করিতে, ত∏ কার্যে যোগ দিতে কে নিবারণ করিবে? মহাপুরুষ মোহাম্মদ পবিত্র, হাসান পবিত্র, হোসেনের মস্তক পবিত্র, সেই পবিত্র মস্তকের এত অবমাননা? যুদ্ধে হত হইয়াছে বলিয়াই কী এত তাচ্ছিল্য? জগ∏ কয় দিনের? এজিদ্! তুই কী জগতে অমর হইয়াছিস্? জীবনশূন্য দেহের সদ্গতির সংবাদ শুনিয়া কী তোর চ□র-জ্বলন্ত রোষাগ্নি নির্বাণ হইত না? তোর আকাঙ্ক্ষা কি যুদ্ধ-জয়ের সংবাদ শুনিয়া মিটিত না? হোসেনপরিবারের মহা ক্রন্দনের রোল সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া অনন্তধামে অনন্তরূপে প্রবেশ করিয়া অনন্ত শোক বিকাশ করিতেছে! ঈশ্বরের আসন টলিতেছে!-তোর মন কী এতই কঠিন যে জীবনশূন্য শরীরে শত্রুতা সাধন করিতে ত্রুটি করিতেছিস্ না! তোকে কোন্ ঈশ্বর গড়িয়াছিল জানি না; কী উপকরণে তোর শরীর গঠিত, তাহাও বলিতে পারি না। তুই সামান্য লোভের বশবর্তী হইয়া কী কাণ্ড করিলি! তোর এই অমানুষিক কীর্তিতে জগ∏ কাঁদিবে, পাষাণ গলিবে! এই মহাপুরুষ জীবিত থাকিলে এই মুখে কত শত প্রকারে ঈশ্বরের গুণ-কীর্তন-কত কাল ঈশ্বরের মহত্ব প্রকাশ হইত, তাহার কী ইয়ত্তা আছে? তুই অসময়ে মহাঋষি হোসেনের প্রাণহরণ করিয়াছিস্, কিন্তু তোর পিতা ইমাম বংশের ভিন্ন নহেন; তাঁহার হৃদয় এমন কঠিন প্রস্তরে গঠিত ছিল না! তাঁহার ঔরসে জন্মিয়া তোর এ কি ভাব? রক্ত, মা□স, বীর্যগুণ আজ তোর নিকট পরাস্ত হইল। মানব শরীরের স্বাভাবিক গুণ আজ বিপরীত ভাব ধারণ করিল। তাই যাহাই হউক, আজরের এই প্রতিজ্ঞা-জীবন থাকিতে হোসেন-শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিবে না; যত্নের সহিত, আদরের সহিত, ভক্তিসহকারে সে মহাপ্রান্তর কারবালায় লইয়া যাইয়া, শিরশূন্য দ□হের সন্ধান করিয়া সদ্গতির উপায় করিবে; প্রাণ থাকিতে এ শির আজর ছাড়িবে না।"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "এই হোসেন, বিবি ফাতেমার অঞ্চলের নিধি, নয়নের পুত্তলি ছিলেন। হায়! হায়! তাঁহার এই দশা! এ জীবন থাক্ বা যাক্, প্রভাত হইতে-না-হইতে আমরা এই পবিত্র মস্তক লইয়া কার্‌বালায় যাইব। শেষে ভাগ্যে যা থাকে হইবে?"

পুত্রেরা বলিল, "আমাদের জীবন পণ, তথাপি কিছুতেই সৈনিকহস্তে এ মস্তক প্রত্যর্পণ করিব না। প্রাতে সৈনিককে বিদায় করিয়া সকলে একত্রে কার্‌বালায় যাইব।"

পুনরায় আজর বলিতে লাগিলেন, "ধার্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বরভক্তের মন এক, আত্মা এক। ধর্ম কী কখনো দুই হইতে পারে? সম্বন্ধ নাই, আত্মীয়তা নাই, কথায় বলে-রক্তে রক্তে লেশমাত্রও যোগাযোগ নাই, তবে তাহার দুঃখে তোমাদের প্রাণে আঘাত লাগিল কেন? বল দেখি, তাঁহার জন্য জীবন উ॥ সর্গ করিলে কেন? ধার্মিক-জীবন কাহার না আদরের? ঈশ্বর-প্রেমিক কাহার-না যত্নের? তোমাদের কথা শুনিয়া, সাহস দেখিয়া, প্রাণ শীতল হইল। পরোপকারব্রতে জীবনপণ কথাটা শুনিয়াও কর্ণ জুড়াইল। তোমাদের সাহসেই গৃহে থাকিলাম। প্রাণ দিব, কিন্তু শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিব না।"

পরস্পর সকলেই হোসেনের প্রসঙ্গ লইয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কার্‌বালা প্রান্তরে যে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা জগ॥ দেখিয়াছে। নিশাদেবী জগ॥ কে আবার নূতন ঘটনা দেখাইতে, জগ॥ -লোচন রবিদেবকে পূর্ব গগন-প্রান্তে বসাইয়া নিজে অন্তর্ধান হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। জগ॥ কল্য দেখিয়াছে, আজ আবার দেখুক-নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ দেখুক-পবিত্র জীবনের যথার্থ প্রণয়ী দেখুক-সাধু-জীবনের ভক্তি দেখুক-ধর্মে দ্বেষ, ধর্মে হিংসা, মানুষের শরীরে আছে কি-না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখুক-ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, জায়া, পরিজন বিয়োগ হইলে লোকে কাঁদিতে থাকে, জীবনকে অতি তুচ্ছজ্ঞানে, জীবন থাকিতেই জীবলীলা ইতি করিতে ইচ্ছা করে। পরের জন্য যে কাঁদিতে হয় না, প্রাণ দিতে হয় না, তাহারও জ্বলন্ত প্রমাণ আজ দেখুক, শিক্ষা করুক। সহানুভূতি কাহাকে বলে? মানুষের পরিচয় কী? মহাশক্তিসম্পন্ন হৃদয়ের ক্ষমতা কী? নশ্বর জীবনে অবিনশ্বর কী? আজ ভাল করিয়া দেখুক।

জগ॥ জাগিল। পূর্বগগন লোহিত রেখায় পরিশোভিত হইল। স□মার শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিল। সজ্জিত হইয়া বর্শাহস্তে দণ্ডায়মান-এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ও হে! আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। আমার রক্ষিত মস্তক আনিয়া দাও, শীঘ্র যাইব।"

আজর বহির্ভাগে আসিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার নামটি কি শুনিতে চাই। আর তুমি ক□ন্ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব তাহাও জানিতে চাই। ভাই, রাগ করিয়ো না; ধর্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি, বিধি-ব্যবস্থা ইহার কিছুতেই এ-কথা পাওয়া যায় না যে, শত্রুর মৃতশরীরেও শত্রুতা সাধন করিতে হয়। বন্য পশু এবং অসভ্য জাতিরাই গতজীবন শত্রু-শরীরে নানাপ্রকার

লাঞ্ছনা দিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। ভ্রাতঃ! তোমার রাজা সুসভ্য, তুমিও দিব্য সভ্য; এ অবস্থায় এ পশু-আচার কেন, ভাই?"

"রাত্রে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পরিপূর্ণ করিয়াছি, সুতরাং সীমারের বর্শা হইতে রক্ষা পাইলে। সাবধান! ও-সকল হিতোপদেশ আর কখনো মুখে আনিয়ো না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক। ভাই সাহেব! বিড়ালতপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলবী জগতে অনেক আছে,-অনেক দেখিয়াছি,-আজও দেখিলাম। তোমার ধর্ম-কাহিনী, তোমার রাজনৈতিক উপদেশ, তোমার যুক্তি, কারণ, বিধি-ব্যবস্থা সমুদয় তুলিয়া রাখ। ধর্মাবতারের ধূর্ততা, চতুরতা সীমারের বুঝিতে আর বাকী নাই; ও-কথায় মহাবীর সীমার ভুলিবে না। আর এ মোটা কথাটা কে না বুঝিবে যে, হোসেনের মস্তক তোমার নিকট রাখিয়া যাই, আর তুমি দামেস্কে যাইয়া মহারাজের নিকট বাহাদুরি জানাইয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ কর। যদি ভাল চাও, যদি প্রাণ ব□ □চাইতে ইচ্ছা কর, যদি কিছুদিন জগতের মুখ দেখিতে বাসনা হয়, তবে শীঘ্র হোসেনের মাথা আনিয়া দাও।"

"ওরে ভাই! আমি তোমার মত স্বার্থপর অর্থলোভী নহি। আমি দেবতার নাম করিয়া বলিতেছি, অর্থলালসায় হোসেন-মস্তক কখনোই দামেস্কে লইয়া যাইব না। টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, উচ্চহৃদয়ে টাকার ঘাত-প্রতিঘাত নাই। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম, সুনাম, যশঃকীর্তি, পরদুঃখে কাতরতা, এই সকল মহামূল্য রত্নের নিকট টাকার মূল্য কি রে ভাই!"

"ওহে ধার্মিকবর! আমি ও-সকল কথা অনেক জানি। টাকা যে জিনিস, তাহাও ভাল করিয়া চিনি। মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন; কিন্তু জগ□ এমনই ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকিলে তাহার স্থান কোথাও নাই, সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই, ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট কথাটার প্রত্যাশা নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে, বল তো জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসারও আশা নাই; কাহারো নিকট সম্মান নাই। টাকা না থাকিলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তেও টাকা। জগতে টাকারই খেলা। টাকা যে কি পদার্থ, তাহা তুমি চেন বা না-চেন, আমি বেশ চিনি। আর তুমি নিশ্চয় জানিয়ো, আমি নেহাত মূর্খ নহি, আপন লাভালাভ বেশ বুঝিতে পারি। যদি ভাল চাও, যদি আপন প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে শীঘ্র খণ্ডিত মস্তক আনিয়া দাও! রাজদ্রোহীর শাস্তি কি?-ওরে পাগল! রাজদ্রোহীর শাস্তি কি, তাহা জান?"

"রাজ-বিদ্রোহীর শাস্তি আমি বিশেষরূপে জানি। দেখ ভাই! তোমার সহিত বাদ-বিসম্বাদ ও কৌশল করিতে আমার ইচ্ছামাত্র নাই। তুমি মহারাজ এজিদের সৈনিক, আমি তাঁহার অধীনস্থ প্রজা, সাধ্য কি রাজকর্মচারীর আদেশ অবহেলা করি! একটু অপেক্ষা কর, খণ্ডিত শির আনিয়া দিতেছি, মস্তক পাইলেই তো ভাই তুমি ক্ষান্ত হও?"

"হাঁ, মস্তক পাইলেই আমি চলিয়া যাই, ক্ষণকালও এখানে থাকি না।-আর ইহাও বলিতেছি- মহারাজের নিকট তোমার ভাল কথাই বলিব। আমাকে আদর-আহ্লাদে স্থান দিয়াছ, অভ্যর্থনা করিয়াছ, সকলই বলিব। হয়তো ঘরে বসিয়া কিছু পুরস্কারও পাইতে পার। শীঘ্র শির আনিয়া দাও।"

দ্বিতীয় প্রবাহ/ ২

আজর স্ত্রীপুত্রগণের নিকট যাইয়া বিষন্নভাবে বলিলেন, "হোসেনের মস্তক রাখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক-পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না; আমি তোমাদের সহায়ে সৈনিক-পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা এই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আমি স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি; আবার সেও বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে; এ অবস্থায় উহার প্রাণবধ করিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার সহিত নরহত্যা পাপপঙ্কিলে ডুবিতে হয়। রাজঅনুচর, রাজকর্মচারী, রাজাশ্রিত লোককে, প্রজা হইয়া প্রাণে মারা, সে-ও মহাপাপ। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, নিজ মস্তক স্কন্ধোপরি রাখিয়া হোসেনের মস্তক সৈনিকহস্তে কখনোই দিব না। তোমরা ঐ খড়্গ দ্বারা আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈনিকের হস্তে দাও, সে বর্শায় বিদ্ধ করুক। খণ্ডিত শির প্রাপ্ত হইল তিলার্ধ কালও এখানে থাকিবে না বলিয়াছে। তোমরা যত্নের সহিত হোসেনের মস্তক কারবালায় লইয়া, দেহ সন্ধান করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিবে, এই আমার শেষ উপদেশ। সাবধান, কেহ ইহার অন্যথা করিয়ো না!"

আজরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সায়াদ বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আমরা ভ্রাতৃদ্বয় বর্তমান থাকিতে আপনার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইবে? এ কী কথা! আমরা কি পিতার উপযুক্ত পুত্র নহি? আমাদের অন্তরে কি পিতৃভক্তির কণামাত্রও স্থান পায় নাই! আমরা কি এমনই নরাকার পশু যে স্বহস্তে পিতৃমস্তক ছেদন করিব? ধিক্ আমাদের জীবনে! ধিক্ আমাদের মনুষ্যত্বে! যে পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের মুখ দেখিয়াছি; মানুষের পরিচয়ে মানুষের সহিত মিশিয়াছি, সেই পিতার শির যে-

কারণে দেহ বিচ্ছিন্ন হইবে সে-কারণের উপকরণ কি আমরা হইতে পারিব না? পিতঃ! আর বিলম্ব করিবেন না, খণ্ডিত-মস্তক প্রাপ্ত হইলেই যদি সৈনিক-পুরুষ চলিয়া যায়, তবে আমার মস্তক লইয়া তাহার হস্তে প্রদান করুন। সকল গোল মিটিয়া যাউক।"

"ধন্য সায়াদ! তুমি ধন্য! জগতে তুমিই ধন্য! পরোপকারব্রতে তুমিই যথার্থ দীক্ষিত! তোমার জন্ম সার্থক। আমারও জীবন সার্থক। যে উদরে জন্মিয়াছ, সে উদরও সার্থক প্রাণাধিক! জগতে জন্মিয়া পশুপক্ষীদিগের ন্যায় নিজ উদর পরিপোষণ কর□য়া চলিয়া গেলে মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে?" ইহা বলিয়াই আজর দোলায়মান খড়্গ টানিয়া লইয়া হস্ত উত্তোলন করিলেন।

পরের জন্য-বিশেষ খণ্ডিত মস্তকের জন্য-আজর, হৃদয়ের হৃদয়-আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ জ্যেষ্ঠ পুত্রের গ্রীবা লক্ষ্যে খড়্গ উত্তোলন করিলেন। পিতার হস্ত উত্তোলনের ইঙ্গিত দেখিয়া সায়াদ গ্রীবা নত করিলেন, আজরের স্ত্রী চক্ষু মুদিত করিলেন। কবির কল্পনা-আঁখি ধাঁধা লাগিল, বন্ধ হইল। সুতরাং কি ঘটিল, কি হইল, লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না!

উঃ! কী সাহস! কী সহ্যগুণ! দেখ রে! পাষণ্ড এজিদ! হৃদয় দেখ। পরোপকারব্রতে পিতার হস্তে সন্তানের বধ দেখ্! দেখ রে সীমার! তুইও দেখ! মনুষ্যজীবনের ব্যবহার দেখ! খড়্গ কম্পিত হইল, রঞ্জিত হইল, পরোপকার আর মৃতশিরের স□ কারহেতু প্রাণাধিক পুত্রশোণিতে আজ পিতার হস্ত রঞ্জিত হইল, লৌহ-নির্মিত খড়্গ কাঁপিয়া স্বাভাবিক ঝন্‌ঝন্ রবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, কিন্তু আজরের রক্ত-মাংসের শরীর হেলিল না, শিহরিল না-মুখমণ্ডল মলিন হইল না! ধন্য রে পরোপকার! ধন্য রে হৃদয়!!

এদিকে সীমার বর্শাহস্তে বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া মহাচি□ কার করিয়া বলিতেছে, "খণ্ডিত শির হস্তে না করিয়া যে আমার সম্মুখে আসিবে, তাহার মস্তক ধুলায় লুণ্ঠিত হইবে, অথচ হোসেনের মস্তক লইয়া যাইব।"

আজর খণ্ডিত শির হস্তে করিয়া সীমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে সীমার মহাহর্ষে শির বর্শায় বিদ্ধ করিতে যাইয়া দেখিল যে, সদ্যকর্তিত শোণিত রঞ্জিত রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে। আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, "এ কী? তুমি উন্মাদ হইয়া এ কী করিলে? এ মস্তক লইয়া আমি কী করিব? লক্ষ টাকা প্রাপ্ত আশয়ে হোসেন-মস্তক গোপন করিয়া কাহাকে বধ করিলে? তোমার মত নরপিশাচ অর্থলোভী তো আমি কখনো দেখি নাই! আহা এই বুঝি তোমার হিতোপদেশ! এই বুঝি তোমার পরোপকারব্রত! ওরে নরাধম! এই বুঝি তোমার সাধুতা? কী প্রবঞ্চক! কী পাষণ্ড! ওরে নরপিশাচ আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস?"

"ভ্রাতঃ! আমি ঠকাইতে আসি নাই। তুমিই তো বলিয়াছ যে, খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইবে। এখন এ কী কথা-এক মুখে দুই কথা কেন ভাই?"

"আমি কি জানি যে তুমি একজন প্রধান দস্যু! টাকার লোভে কাহার কী সর্বনাশ করিবে কে জানে?"

"তুমি কি পুণ্যফলে হোসেন-মস্তক কাটিয়াছিলে ভাই? মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইবে-কথা ছিল, এখন বিলম্ব কেন? আমার কথা আমি রক্ষা করিলাম; এখন তোমার কথা তুমি ঠিক রাখ।"

"কথা কাটিলে চলিবে না। যে মস্তকের জন্য কাবালা প্রান্তরে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, যে মস্তকের জন্য মহারাজ এজিদ্ ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, যে মস্তকের জন্য চতুর্দিকে 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' রব হইতেছে, সেই মস্তকের পরিবর্তে এ কী?-ইহাতে আমার কী লাভ হইবে? তুমি আমার প্রদত্ত মস্তক আনিয়া দাও।"

"ভাই! তুমি তোমার কথা ঠিক রাখিলে না, ইহাই আমার দুঃখ। মানুষের এমন ধর্ম নহে।"

সীমার মহা গোলযোগে পড়িল। একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "এ শির এখানেই রাখিয়া দাও, আমি খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব, পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম। আন দেখি, এবারে হোসেন-শির না আনিয়া আর কি আনিবে? আন দেখি!"

আজরের মুখভাব দেখিয়াই মধ্যম পুত্র বলিলেন, "পিতঃ! চিন্তা কী? আমরা সকলেই শুনিয়াছি, খণ্ডিত-মস্তক পাইল□ই সৈনিকপ্রবর চলিয়া যাইবেন। অধম সন্তান এই দণ্ডায়মান হইল, খড়্গ হস্তে করুন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মহাপুরুষ হোসেনের শির দামেস্করাজের ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতে দিব না।"

আজর পুনরায় খড়্গ হস্তে লইলেন, যাহা হইবার হইয়া গেল। শির লইয়া সীমারের নিকট আসিলে সীমার আরো আশ্চর্য□ন্বিত হইয়া মনে মনে বলিল, "এ উন্মাদ কী করিতেছে!" প্রকাশ্যে বলিল, "ওহে পাগল! তোমার এ পাগলামি কেন? আমি হোসেনের শির চাহিতেছি।"

"এ কী কথা! ভ্রাতঃ! তোমার একটি কথাতেও বিশ্বাসের লেশ নাই! ধিক্ তোমাকে!"

পুনরায় সীমার বলিল, "দেখ ভাই! তুমি হোসেনের শির রাখিয়া কি করিবে? এক মস্তকের পরিবর্তে দুইটি প্রাণ অনর্থক বিনাশ করিলে, বল তো ইহারা তোমার কে?"

"এ দুইটি আমার সন্তান।"

"তবে তো তুই বড় ধূর্ত ডাকাত। টাকার লোভে আপনার সন্তান স্বহস্তে বিনাশ করিতেছ! ছি ছি! তোমার ন্যায় অর্থপিশাচ জগতে আর কে আছে? তুমি তোমার পুত্রের মস্তক ঘরে রাখিয়া দ□ও, শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনয়ন কর, নতুবা তোমার নিস্তার নাই।"

"ভ্রাতঃ! আমার গৃহে একটি মস্তক ব্যতীত আর নাই, আনিয়া দিতেছি, লইয়া যাও।"

"আরে হাঁ হাঁ, সেইটিই চাহিতেছি; সেই একটি মস্তক আনিয়া দিলেই আমি এখনই চলিয়া যাই।"

আজর শীঘ্র শীঘ্র যাইয়া যাহা করিলেন, তাহা লেখনীতে লেখা অসাধ্য। পাঠক! বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন। এবারে সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের শির লইয়া আজর সীমারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "আমি এতক্ষণ অনেক সহ্য করিয়াছি। পিশাচ! আমার সঙ্কিত শির লইয়া তুই পুরস্কার লইবি? তাহা কখনোই পরিবি না!"

"আমি পুরস্কার চাহি না। আমার লক্ষ লক্ষ বা লক্ষাধিক লক্ষ মূল্যের তিনটি মস্তক তোমাকে দিয়াছি। ভাই! তবু তুমি এখান হইতে যাইবে না?"

"ওরে পিশাচ! টাকার লোভ কে সম্বরণ করিতে পারে? হোসেনের শির তুই কী জন্য রাখিয়াছিস্? তোর সকলই কপট। শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনিয়া দে!"

"আমি হোসেনের মস্তক তোমাকে দিব না। এক মস্তকের পরিবর্তে তিনটি দিয়াছি, আর দিব না,- তুমি চলিয়া যাও।"

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "তুই মনে করিস্ না যে হোসেন-মস্তক মহারাজ এজিদের নিকট লইয়া যাইয়া পুরস্কার লাভ করিবি। এই যা, একেবারে দামেস্কে চলিয়া যা!" সীমার সজোরে আজরের বক্ষে বর্শাঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিল এবং বীরদর্পে আজরের শয়ন গৃহের দ্বারে যাইয়া দেখিল, সুবর্ণ পাত্রোপরি হোসেনের মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে, আজরের স্ত্রী খড়্গহস্তে তাহা রক্ষা করিতেছেন। সীমার এক লম্ফে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হোসেনের মস্তক পূর্বব□ বর্শাবিদ্ধ করিয়া আজরের স্ত্রীকে বলিল, "তোকে মারিব না, ভয় নাই সীমার-হস্ত কখনোই স্ত্রী-বধে উত্তোলিত হয় নাই; কোন ভয় নাই।"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "আমার আবার ভয় কি! যাহা হইবার হইয়া গেল। এই পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্বহারা হইলাম, আর ভয় কি? মনের আশা পূর্ণ হইল না-হোসেনের শির কারবালায় লইয়া যাইয়া স□ কার করিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ। তোমাকে আমার কিছুই ভয় নাই। আমাকে তুমি কি অভয় দান করিবে?"

"কি অভয় দান করিব? তোকে রাখিলে রাখিতে পারি, মারিলে এখনই মারিয়া ফেলিতে পারি।"

"আমার কি জীবন আছে? আমি তো মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনোই চাহি না।"

"তুই আমার অনুগ্রহ চাহিস না? সীমারের অনুগ্রহ চাহিস না? আরে পাপিয়সী! তুই স্বচক্ষেই তো দেখিলি, তোর স্বামীকে কি করিয়া মারিয়া ফেলিলাম। তুই স্ত্রীলোক হইয়া আমার অনুগ্রহ চাহিস না?"

এই বলিয়া সীমার বর্শাহস্তে আজরের স্ত্রীর দিকে যাইতেই, আজরের স্ত্রী খড়্গহস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখিতেছিস! ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম, দেখিতেছিস্? তিনটি পুত্রের রক্তে আজ এই খড়্গ রঞ্জিত করিয়াছি; পরপর আঘাতে স্পষ্টতঃ তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। পামর! নিকটে আয়, চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি।"

সীমার একটু সরিয়া দাঁড়াইল। আজরের স্ত্রী বলিল, "ভয় নাই, তোকে মারিয়া আমি কি করিব। আমার বাঁচিয়া থাকা আর না-থাকা সমান কথা। তবে দেখিতেছি, এই খড়্গে তিন পুত্র গিয়াছে, আর ঐ বর্শাতে তুই আমার জীবন-সর্বস্ব পতির প্রাণ বিনাশ করিয়াছিস্।" এই কথা বলিতে বলিতে আজর-স্ত্রী সীমারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন। সীমারের হস্তস্থিত বর্শ□য় বাধা লাগিয়া দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগিল। বর্শাবিদ্ধহোসেন মস্তক বর্শাচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবামাত্র আজর-স্ত্রী ক্রোড়ে করিয়া বেগে পলাইতে লাগিলেন; কিন্তু সীমার বামহস্তে সাধ্বী সতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সজোরে ক্রোড় হইতে হোসেন-শির কাড়িয়া লইল। আজরের স্ত্রী তখন একেবারে হতাশ হইয়া নিকটস্থ খড়্গ দ্বারা আত্মবিসর্জন করিলেন, সীমারের বর্শাঘাতে মরিতে হইল না। সীমার হোসেন-শির পূর্বব□ বর্শায় বিদ্ধ করিয়া দামেস্কাভিমুখে চলিল।

তৃতীয় প্রবাহ

সময়ে সকলই সহ্য হয়। কোন বিষয়ে অনভ্যাস থাকিলে বিপদকালে তাহার অভ্যাস হইয়া পড়ে, মহা সুখের শরীরেও মহা কষ্ট সহ্য হইয়া থাকে-এ কথার মর্ম হঠা□ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। পরাধীন জীবনে সুখের আশা করাই বৃথা। বন্দি অবস্থায় ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ বিবেচনা করাও নিষ্ফল। চতুর্দিকে নিষ্কোষিত অসি, ত্বরি□ গতি বিদ্যুতের ন্যায় বর্শাফলক, সময়ে সময়ে চক্ষে ধাঁধা দিতেছে। বন্দিগণ মলিনমুখ হইয়া দামেস্কে যাইতেছে, কাহার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে! সকলেরই একমাত্র চিন্তা জয়নাল আবেদীন। এজিদ্ সকলের মস্তক লইয়াও যদি জয়নালের প্রতি দয়া করে, তাহা হইলেও সহস্র লাভ। দামেস্ক নগরের নিকটবর্তী হইলেই, সকলেই এজিদ-ভবনে আনন্দধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সীমার হোসেনের শির লইয়া পূর্বেই আসিয়াছে, কাজেই আনন্দের লহরী ছুটিয়াছে, নগরবাসী উ□ সবে মাতিয়াছে। মহারাজ এজিদের জয়, দামেস্করাজের জয়-ঘোষণা মুহূর্তে মুহূর্তে ঘোষিত হইতেছে। নানা বর্ণে রঞ্জিত পতাকারাজি উচ্চ উচ্চ মঞ্চে উড্ডীয়মান হইয়া মহাসংগ্রামের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। আজ এজিদ্ আনন্দসাগরে সন্তোষ-তরঙ্গে সভাসদ্বৃন্দ সহিত মনপ্রাণ ভাসাইয়া দিয়াছেন। বন্দিগণ রাজপ্রাসাদে আনীত হইল, দ্বিগুণরূপে আনন্দ-বাজন□ বাজিয়া উঠিল। এজিদ্ যুদ্ধবিজয়ী সৈন্যদিগকে আশার অতিরিক্ত পুরস্কৃত করিলেন। শেষে মনের উল্লাসে ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। অবারিত দ্বার,-যাহার যত ইচ্ছা লইয়া মনের উল্লাসে রাজাদেশে আমোদ-আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইল। অনেকেই আমোদে মাতিল।

হাসনেবানু, সাহারবানু, জয়নাব, বিবি ফাতেমা (হোসেনের অল্পবয়স্কা কন্যা), এবং বিবি ওম্মে সালেমা (ওম্মে সালেমা হজরত মোহাম্মদের ষষ্ঠ স্ত্রী) প্রভৃতিকে দেখিয়া এজিদ্ মহাহর্ষে হাসি হাসি মুখে বলিতে লাগিলেন, "বিবি জয়নাব! এখন আর কার বল বলুন? বিধবা হইয়াও হোসেনের বলে এজিদেক ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, এখন সে হ□সেন কোথা? আর হাসানই-বা কোথা? আজি পর্যন্তও কি আপনার অন্তরের গরিমা চক্ষের ঘৃণা অপরিসীম ভাবেই রহিয়াছে? আজ কার হাতে পড়িলেন, ভাবিয়াছেন কি? দেখুন দেখি চেষ্টায় কি না হয়? ধন, রাজ্য, রূপ তুচ্ছ করিয়াছিলেন; একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, রাজ্যে কি না হইল? বিবি জয়নাব! মনে আছে? সেই আপনার গৃহ নিকটস্থ রাজপথ? মনে করুন যেদিন আমি সৈন্য-সামন্ত লইয়া মৃগয়ায় যাইতেছিলাম, আপনি আমাকে দেখিয়াই গবাক্ষ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কে না জানিল যে, দামেস্কের রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিতেছেন। শত সহস্র চক্ষু আমাকে দেখিতে ঔ□ সুক্যের সহিত ব্যস্ত হইল, কেবল আপনার দু'টি চক্ষু তখনই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আড়ালে অন্তর্ধান হইল। সেদিনের সে অহঙ্কার কই? সে দোলায়মান কর্ণাভরণ কোথা? সে কেশ শোভা মুক্তার জালি কোথা? এ বিষম সমর কাহার

জন্য? এ শোণিতের প্রবাহ কাহার জন্য? কী দোষে এজিদ্ আপনার ঘৃণার্হ? কী কারণে এজিদ্ আপনার চক্ষের বিষ? কী কারণে দামেস্কের পাটরাণী হইতে আপনার অনিচ্ছা?"

জয়নাব আর সহ্য করিতে পারিলেন না। আরক্তিম লোচনে বলিতে লাগিলেন, "কাফের! তোর মুখের শাস্তি ঈশ্বর করিবেন। সর্বস্ব হরণ করিয়া একেবারে নিঃসহায়া-নিরাশ্রয়া করিয়া বন্দিভাবে দামেস্কে আনিয়াছিস্, তাই বলিয়াই কী এত গৌরব? তোর মুখের শাস্তি, তোর চক্ষের বিধান, যিনি করিবার তিনিই করিবেন। তোর হাতে পড়িয়াছি, যাহা ইচ্ছা বলিতে পারিস্! কিন্তু কাফের! ইহার প্রতিশোধ অবশ্য আছে। তুই সাবধানে কথা কহিস, জয়নাব নামে মাত্র জীবিতা,-এই দেখ, (বস্ত্রমধ্যস্থ খঞ্জর দর্শাইয়া) এমন প্রিয়বস্তু সহায় থাকিতে বল তো কাফের! তোকে কিসের ভয়?"

এজিদ্ আর কথা কহিলেন না। জয়নাবের নিকট কত কথা কহিবেন, ক্রমে মনের কপাট খুলিয়া দেখাইবেন, শেষে সজলনয়নে দুঃখের কান্না কাঁদিবেন,-তাহা আর সাহস হইল না। কৌশলে হোসেন-পরিবারদিগের হস্ত হইতে অস্ত্রাদি অপহরণ করিবার মানসে সে সময়ে আর বেশি বাক্যব্যয় করিলেন না। কেবল জয়নাল আবেদীনকে বলিলেন, "কি সৈয়দজাদা! তুমি কী করিবে?"

জয়নাল আবেদীন সক্রোধে বলিলেন, "তোমার প্রাণবধ করিয়া দামেস্ক নগরের রাজা হইব।"

এজিদ্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার আছে কী? তুমি মাত্র একা, অথচ বন্দি, তোমার জীবন আমার হস্তে। মনে করিলে মুহূর্তমধ্যে তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল-কুকুরের উদরে দিতে পারি, এ অবস্থাতেও আমাকে মারিয়া দামেস্কের রাজা হইবার সাধ আছে?"

"আমার মনে যাহা উদয় হইল বলিলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। ইহা পার-উহা পার বলিয়া আমার নিকট গরিমা দেখাইয়া ফল কি?"

"ফল যাহা তো দেখিয়াই আসিতেছ। এখানেও কিছু দেখ। একটি ভাল জিনিস তোমাদিগকে দেখাইতেছি, দেখ।"

হোসেন-মস্তক পূর্বেই এক সুবর্ণ পাত্রে রাখিয়া এজিদ্ তদুপরি মূল্যবান্ বস্ত্রের আবরণ দিয়া রাখিয়াছিলেন; হোসেনের অল্পবয়স্কা কন্যা ফাতেমাকে এজিদ্ নিকটে বসাইলেন এবং বলিলেন, "বিবি! তোমার তো খর্জূর প্রিয়; এইক্ষণে যদি মদিনার খর্জূর পাও, তাহা হইলে কি কর?"

"কোথা খর্জূর? দিন, আমি খাইব!"

এজিদ্ বলিলেন, "ঐ পাত্রে খর্জূর রাখিয়াছি, আবরণ উন্মোচন করিলেই দেখিতে পাইবে! খুব ভাল খর্জূর উহাতে আছে! তুমি একা একা খাইয়ো না, সকলকেই কিছু কিছু দিয়ো।"

ফাতেমা বড় আশা করিয়া খর্জুর-লোভ□পাত্রের উপরিস্থিত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "এ কী? এ যে মানুষের কাটা মাথা! এ যে আমারই পিতার"-এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরিজনেরা হোসেনের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া প্রথমে ঈশ্বরের নাম, পরে নূরনবী মোহাম্মদের গুণানুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর! তোমার মহিমা অসীম, তুমি সকলই করিতে পার। দোহাই ঈশ্বর, বিলম্ব সহে না, দোহাই ভগবান্ আর সহ্য হয় না, একেবারে সপ্ততল আকাশ ভগ্ন করিয়া আমাদের উপর নিক্ষেপ কর। দয়াময়! আমাদের চক্ষের জ্যোতিঃ হরণ কর, বজ্রাস্ত্র আর কোন্ সময় ব্যবহার করিবে? দয়াময়। তোমাকে ধন্যবাদ দিয়াছি, এখনো দিতেছি। সকল সময়েই তোমার প্রতি নির্ভর করিয়াছি, এখনো করিতেছি; কিন্তু দয়াময়! এ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না। আমাদের চক্ষু অন্ধ হউক, কর্ণ বধির হউক, এজিদের অমানুষিক কথা যেন আর শুনিতে না হয়। দয়াময়! আর কাঁদিব না। তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম।"

কী আশ্চর্য! সেই মহাশক্তিসম্পন্ন মহাকৌশলীর লীলা অবক্তব্য। পাত্রস্থ শির ক্রমে শূন্যে উঠিতে লাগিল। এজিদ্ স্বচক্ষে দেখিতেছেন, অথচ কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। কে যেন তাঁহার বাক্শক্তি হরণ করিয়া লইয়াছে। পরিজনেরা সকলেই দেখিলেন, হোসেনের মস্তক হইতে পবিত্র জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া যেন আকাশের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। খণ্ডিত শির ক্রমে সেই জ্যোতির আকর্ষণে ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইল।

এজিদ্ সভয়ে গৃহের ঊর্ধ্বভাগে বারবার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন; দেখিলেন কোথাও কিছু নাই। পাত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেন; শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে! যে মস্তক লইয়া কত খেলা করিবেন, হোসেন-পরিবারের সম্মুখে কত প্রকারে বিদ্রূপ করিয়া হাসি-তামাশা করিবেন, তাহা আর হইল না। কে লইল, কেন ঊর্ধ্বে উঠিয়া একেবারে অন্তর্ধান হইল, এত জ্যোতিঃ, এত তেজ, তেজের এত আকর্ষণশক্তি কোথা হইতে আসিল-এজিদ্ ভাবিতে ভাবিতে হতবুদ্ধিপ্রায় হইলেন! কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। কেবল একটি অপূর্ব সৌরভে কতক্ষণ পর্যন্ত রাজভবন আমোদিত করিয়াছিলেন, তাহাই বুঝিতে পারিলেন।

এজিদ্ মনে মনে যে সকল সঙ্কল্প রচনা করিয়াছিলেন, দুরাশা-সূত্র আকাশকুসুমে যে মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে তাহার কিছুই থাকিল না। অতি অল্প সময়মধ্যে আশাতে আশা, কুসুমে কুসুম মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া গেল। ঐশ্বরিক ঘটনায় ধার্মিকের আনন্দ, চিত্তের

বিনোদন,-পাপীর ভয়, মনে অস্থিরতা। এজিদ্ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অস্ফুট স্বরে এইমাত্র বলিল, "বন্দিগণকে কারাগারে লইয়া যাও।"

চতুর্থ প্রবাহ

কথা চাপিয়া রাখা বড়ই কঠিন। কবিকল্পনার সীমা পর্যন্ত যাইতে হঠা॥ কোন কারণে বাধা পড়িলে মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এমনই কঠিন বন্ধন, এমনই দৃঢ় শাসন যে কল্পনাকুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের খাতিরে নানা দিক লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে! হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ভগবান্! সমাজের মূর্খতা দূর কর। কুসংস্কার তিমির সদ্জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রতিভায় বিনাশ কর। আর সহ্য হয় না। যে পথে যাই, সেই পথেই বাধা। সে পথের সীমা পর্যন্ত যাইতে মনের গতি রোধ তাহাতে জাতীয় কবিগণেরও বিভীষিকাময় বর্ণনায় বাধা জন্মায়, চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়; কিন্তু তাঁহারাও যে কবি, তাঁহাদের যে কল্পনাশক্তির বিশেষ শক্তি ছিল, তাহা সমাজ মনে করেন না। এই সামান্য আভাসেই যথেষ্ট, আর বেশি দূর যাইব না। বিষাদ-সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর কিছুই নহে, পয়গম্বর এবং ইমামদিগের নামের পূর্বে, বাঙলা ভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন করা হইযাছে; মহাপাপের কার্যই করিয়াছি! আজ আমার অদৃষ্টে কী আছে, ঈশ্বরই জানেন। কারণ মর্ত্যলোকে থাকিয়া স্বর্গের সংবাদ প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে দিতে হইতেছে।

স্বর্গীয় প্রধান দূত জিবরাইল অতি ব্যস্ততাসহকারে ঘোষণা করিতেছেন,-'দ্বার খুলিয়া দাও। প্রহরিগণ! আজ স্বর্গের দ্বার, সপ্ততল আকাশের দ্বার খুলিয়া দাও। পুণ্যাত্মা, তপস্বী, সিদ্ধপুরুষ, ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরপ্রণয়ী প্রাণিগণের অমরাত্মার বন্দিগৃহের দ্বার খুলিয়া দাও। স্বর্গীয় দূতগণ! অমরপুরবাসী নরনারীগণ! প্রস্তুত হও। হোসেনের এবং অন্য অন্য মহারথিগণের দৈনিক স॥ ক্রিয়া সম্পাদন জন্য মর্ত্যলোকে যাইবার আদেশ হইয়াছে। দ্বার খুলিয়া দাও, প্রস্তুত হও।"

মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। "অল্পক্ষণের জন্য আবার মর্ত্যলোকে?" অমরাত্মা এই বলিয়া স্ব স্ব রূপ ধারণ করিলেন। এদিকে হজরত জিবরাইল আপন দলবল সহ সকলের পূর্বেই কার্‌বালা প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সকলের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে জনমানবশূন্য প্রান্তরে, পুণ্যাত্মাদিগের আগমনে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বালুকাময় প্রান্তরে সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দিক মোহিত ও আমোদিত করিয়া তুলিল।

স্বর্গীয় দূতগণ স্বর্গসংস্রবী দেবগণ, সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হজরত আদম,-যিনি আমি পুরুষ যাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রধান ফেরেশতা আজাজীল শয়তানে পরিণত হইয়াছিল, সেই স্বর্গীয় দূতগণ পূজিত হজরত আদম,-হোসেন-শোকে কাতর-ও স্নেহপরবশে প্রথমেই তাঁহার সমাগম হইল। পরে মহাপুরুষ মুসা-স্বয়ং ঈশ্বর তূর পর্বতে যাঁহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, মুসা সেই সচ্চিদানন্দের তেজোময় কান্তি দেখিবার জন্য নিতান্ত উ□ সুক হইলে, কিঞ্চি□ আভা মাত্র যাহা মুসার নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাতেই মুসা স্বীয় শিষ্যসহ সে তেজ ধারণে অক্ষম হইয়া অমনই অজ্ঞান অবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াছিলেন, শিষ্যগণ পঞ্চত্ব পাইয়াছিল, আবার করুণাময় জগদীশ্বর, মুসার প্রার্থনায় শিষ্যগণকে পুনর্জীবিত করিয়া মুসার অন্তরে অটল ভক্তির নব-ভাব আবির্ভাব করিয়াছিলেন-সে মহামতি সত্য তার্কিক মুসাও আজি হোসেন-শোকে কাতর,-কারবালায় সমাসীন। প্রভু সোলেমান-যাঁর হিতোপদেশ আজ পর্যন্ত সর্বধর্মাবলম্বীর নিকট সমভাবে আদৃত,-সেই নরকিন্নরী দানবদলী ভূপতি মহামতিও আজ কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত। যে দাউদের গীতে জগ□ মোহিত, পশু পক্ষী উন্মত্ত, স্রোতস্বতীর স্রোত স্থির-ভাবাপন্ন, সে দাউদও আজ কারবালায়।

ঈশ্বর-প্রণয়ী ইব্রাহিম,-যাঁহাকে ঈশ্বরদ্রোহী রাজা নমরূদ প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া সত্য প্রেমিকের প্রাণসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যে অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী হইয়া জগজ্জনের চক্ষে ধাঁধা দিয়□ছিল,-দয়াময়ের কৃপায় সে প্রজ্বলিত গগনস্পর্শী অগ্নি ইব্রাহিম চক্ষে বিকশিত কমলদলে সজ্জিত উপবন, অগ্নিশিখা সুগন্ধযুক্ত স্নিগ্ধকর গোলাপমালা বলিয়া বোধ হইয়াছিল,-সে সত্যবিশ্বাসী মহাঋষি আজ কারবালা ক্ষেত্রে সমাগত। ইসমাইল-যিনি নিজ প্রাণ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে উ□ সর্গ করিয়া 'দোম্বার' পরিবর্তে নিজে বলি হইয়াছেন-সে ঈশ্বরভক্ত ইসমাইলও আজ কারবালা প্রান্তরে। ঈশা-যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী জগ□ পরিত্রাতা মহাঋষি তাপস, ঈশ্বরের মহিমা দেখাইতে যে মহাত্মা চিরকুমারী মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,-তিনিও আজ মর্ত্যধাম কারবালার মহাক্ষেত্রে। ইউনুস-যিনি ম□ স্যগর্ভে থাকিয়া ভগবানের অপরিসীম ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন-তিনিও কারবালায়। মহামতি হজরত ইউসুফ বৈমায়েত্র ভ্রাতাকর্তৃক অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঈশ্বরের কৃপায় জীবিত ছিলেন এবং দাস পরিচয়ে বিক্রীত হইয়া মিসর রাজ্যে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, সে মহা সুশ্রীর অগ্রগণ্য পূর্ণজ্যোতির আকর হজরত ইউসুফও আজ কারবালার মহাপ্রান্তরে। হজরত জার্জিসকে বিধর্মিগণ শতবার শতপ্রকারে বধ করিয়াছে, তিনিও পুনঃ পুনঃ জীবন প্রাপ্ত হইয়া দয়াময়ের মহিমার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখাইয়াছেন। সে ভুক্তভোগী হজরত জার্জিসও আজ কারবালাক্ষেত্রে।-এই প্রকার হজরত ইয়াকুব, আসহাব, ইসহাক, ইদ্রীস, আয়ুব, ইলিয়াস, হরকেল, শামাউন, লূত, এহিয়া, জাকারিয়া প্রভৃতি মহা মহা মহাত্মাগণের আত্মা অদৃশ্য শরীরে কারবালায় হোসেনের দৈহিক শেষ ক্রিয়ার জন্য উপস্থিত হইলেন।

সকলেই যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে সকলেই একেবারে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্ধ্বনেত্রে বিমান দিকে বারবার লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। আর সকলেই আরব্য ভাষায় "ইয়া নবী সালাম আলায়কা, ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা, ইয়া রসুল সালাম আলায়কা, সালওয়াতোল্লাহ আলায়কা" সমস্বরে গাহিয়া উঠিলেন। সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুখে মহাঋষি প্রভু হজরত মোহাম্মদের গুণানুবাদ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মৃদুমন্দভাবে শূন্য হইতে "হায় হোসেন! হায় হোসেন!" রব করিতে করিতে হজরত মোহাম্মদ উপস্থিত হইলেন! তাঁহার পবিত্র পদ ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। এতদিন প্রকৃতি শরীরী জীবের মুখে "হায় হোসেন, হায় হোসেন!" রব শুনিয়াছিল; আজ দেবগণ, স্বর্গের হুর-গ্লামানগণ, মহাঋষি, যোগী, তপস্বী, অমরাত্মার মুখে শুনিতে লাগিল, "হায় হোসেন! হায় হোসেন!! হায় হোসেন!!"

এই গোলযোগ না যাইতে-যাইতেই সকলে যেন মহাদুঃখে নির্বাকভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। হায় হায়! পুত্রের কী স্নেহ! রক্ত, মাংস, ধমনী, অস্থি, শরীরবিহীন আত্মাও অপত্য-স্নেহে ফাটিয়া যাইতেছে, যেন মেঘ-গর্জনের সহিত শব্দ হইতেছে-হোসেন! হায় হোসেন! মরতজা আলী "শেরে খোদা" (ঈশ্বরের শার্দূল) স্বীয় পত্নী বিবি ফাতেমাসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈহিকের জন্য শোক অমূলক খেদ বৃথা। দৈহিক জীবের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই,-তথাপি পুত্রের এমনই মায়া যে, সে সকল মূলতত্ত্ব জ্ঞাত থাকিয়াও মহাত্মা আলী মহা খেদ করিতে লাগিলেন। জগতীয় বায়ু প্রকৃত আত্মায় বহমান হইয়া ভ্রমময় মহাশোকের উদ্রেক করিয়া দিল। কুহকিনী দুনিয়ার কুহকজালের ছায়া দেখিয়া হজরত আলী অনেক ভ্রমাত্মক কথা বলিতে লাগিলেন। "আন অশ্ব, আন তরবারি, এজিদের মস্তক এখনই সহস□র খণ্ডে খণ্ডিত করিব।" হায়! অপত্য স্নেহের নিকট তত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সকলই পরাস্ত।

সকল আত্মাই হজরত আলীকে প্রবোধ দিলেন। হজরত জিবরাইল আসিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালিত হউক। শহীদগণের দৈহিক স□ কারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। অগ্রে শহীদগণের মৃতদেহ অন্বেষণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে; বিধর্মী, ধর্মী, স্বর্গীয়, নারকী, একত্র মিশ্রিত সমরাঙ্গণে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া রহিয়াছে; সেইগুলি বাছিয়া লইতে হইবে।" সকলেই শহীদগণের দেহ অন্বেষণে ছুটিলেন!

ঐ যে শিরশূন্য মহারথ-দেহ ধুলায় পড়িয়া আছে, খরতর তীরাঘাতে অঙ্গে সহস্র সহস্র ছিদ্র দৃষ্ট হইত□ছে, পৃষ্ঠে একটি মাত্র আঘাত নাই,-সমুদয় আঘাতই বক্ষ পাতিয়া সহ্য করিয়াছে, এ কোন্ বীর? কবচ, কটিবন্ধ, বর্ম, চর্ম, অসি, বীর সাজের সমুদয় সাজ, সাজওয়া অঙ্গেই শোভা পাইতেছে, বয়সে কেবল নবীন যুবা। কী চম□ কার গঠন! হায়! হায়! তুমি কী আবদুল ওহাব?

হে বীরবর! তোমার মস্তক কি হইল? তুমি কি সেই আবদুল ওহাব? যিনি চিরপ্রণয়িনী প্রিয়তমা ভার্যার মুখখানি একবার দেখিতে বৃদ্ধা মায়ের নিকট অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন, মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনে, অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই যিনি বীররমণী বীরবালার বঙ্কিম আঁখির ভাব দেখিয়া ও রণোত্তেজক কথা শুনিয়া অসংখ্য বিধর্মীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন,-তুমি কি সেই আবদুল ওহাব?

বীরবরের পদপ্রান্তে এ আবার কে? এ বিশাল অক্ষি দুটি ঊর্ধ্বে উঠিয়াও বীরশ্রেষ্ঠ আবদুল ওহাবের সজ্জিত শরীর-শোভা দেখিতেছে। এক বিন্দু জল!!-ওহে এক বিন্দু জলের জন্য আবদুল ওহাব-পত্নী হত-পতির পদপ্রান্তে শুষ্ককন্ঠা হইয়া আত্মবিসর□জন করিয়াছেন!

এ রমণীহৃদয়ে কে আঘাত করিল? এ কোমল শরীরে কোন পাষাণহস্ত অস্ত্রাঘাত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে জীবলীলা শেষ করিল? রে কাফেরগণ! হোসেনের সহিত শত্রুতা করিয়া রমণী-বধেও পাপ মনে কর নাই? বীরধর্ম, বীর-নীতি, বীর-শাস্ত্রে কি বলে? যে হস্ত রমণী দেহে আঘাত করিতে উত্তোলিত হয়, সে হস্ত বীর অঙ্গের শোভনীয় নহে, সে বাহু বীর-বাহু বলিয়া গণনীয় নহে। নরাকার পিশাচের বাহু!
সে বীর-কেশরী, সে বীরকুল-গৌরব, সে মদিনার ভাবি রাজা কোথায়? মহা মহা রথী যাঁহার অশ্ব-চালনায়, তীরের লক্ষ্যে, তরবারির তেজে, বর্শার ভাজে মুগ্ধ সে বীরবর কই? সে অমিত-তেজা রণকৌশলী কই? সে নব-পরিণয়ের নূতন পাত্র কই? এই তো শাহানা বেশ। এই তো বিবাহ সময়ের জাতিগত পরিচ্ছদ। এই কী সেই সখিনার প্রণয়ানুরাগ নব পুষ্পহার পরিণয়সূত্রে গলায় পরিয়াছিল! এই কী সেই কাসেম! হায়! হায়!! রুধিরের কী অন্ত নাই!

সখিনা সমুদয় অঙ্গে, পরিধেয় বসনে রুধির মাখিয়া বীর-জায়ার পরিচয়-বিবাহের পরিচয় দিয়াছেন, তবু রুধিরের ধারা বহিতেছে-মণিময় বসনভূষণ, তরবারি, অঙ্গে শোভা পাইতেছে। তূণীর, তীর, বর্শা দেহপার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাম পার্শ্বে এ মহাদেবী কে? এ নবকমলদলগঠনা নবযুবতী সতী কে? চক্ষু দু'টি কাসেমের মুখ দেখিতে দেখিতে যেন বন্ধ হইয়াছ□, জানিত কি অজানিতভাবে বাম হস্তখানি কাসেমের বক্ষের উপর রহিয়াছে। সত্যি! তুমি কে? তোমার দক্ষিণ হস্তে এ কী? এ কী ব্যাপার-কমলকরে লৌহ অস্ত্র! সে অস্ত্রের অগ্রভাগ কই? উহু! কি মর্মঘাতী দৃশ্য! বদ্ধমুষ্টিতে অস্ত্র ধরিয়া হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করাইয়াছ! তুমি কী সখিনা? তাহা না হইলে এত দুঃখ কার? স্বামীর বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া আত্মবিসর্জন করিয়াছ? না-না-বীর-জায়া, বীর-দুহিতা কী কখনো স্বামী-বিরহে কী বিয়োগে আত্মবিসর্জন করে? কী ভ্রম! কী ভ্রম! তাহা হইলে এ বদনে হাসির আভা কেন থাকিবে? জ্যোতির্ময় কমলাননে জ্বলন্ত প্রদীপ প্রভা কেন রহিবে?

বুঝিলাম-বিরহ কি বিয়োগ দুঃখে এ তীক্ষ্ণ খঞ্জরে হৃদয়-শোণিত, স্বামী দেহ বিনির্গত শোণিতে মিশ্রিত হয় নাই। স্বামী বিয়োগে অধীরা হইয়া দুঃখভার হ্রাস করিতেও খ রের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। ধন্য সতী! ধন্য সতী সখিনা! তুমি জগতে ধন্য, তোমার সুকীর্তি জগতে অদ্বিতীয় কীর্তি! কী মধুময় কথা বলিয়া খঞ্জরহস্তে কহিয়াছিলে? জগ∏ দেখুক। জগতের নরনারীকুল তোমায় দেখুক। এত প্রণয়, এত ভালবাসা, এত মমতা, এত স্নেহ, এক শোণিতে গঠিত যে কাসেম সেই আমার পরিণয়ে আবদ্ধ, নব প্রেমে দীক্ষিত-যে ঘটনায় নিতান্ত অপরিচিত হইলেও মুহূর্তমধ্যে প্রণয়ের ও প্রেমের সঞ্চার হয়,-সতীত্ব ধন রক্ষা করিতে সেই কাসেমকে মুক্তকণ্ঠে বলিলে, "ভুলিলাম কাসেম, এখন তোমায় ভুলিলাম।" এই চিরস্মরণীয় মহামূল্য কথা বলিয়া যাহা করিলে, তাহাতে অপরের কথা দূরে থাকুক,-নির্দয়হৃদয় মারওয়ানের অন্তরেও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। ধন্য, ধন্য সখিনা! সহস্র ধন্যবাদ তোমারে!

এ প্রান্তরে এ রূপরাশি কাহার? এ অমূল্য রত্ন ধরাসনে কেন? ঈশ্বর তুমি কি না করিতে পার? একাধারে এত রূপ প্রদান করিয়া কি শেষে ভ্রম হইয়াছিল? সেই আজানুলম্বিত বাহু, সেই বিস্তারিত বক্ষ, সেই আকর্ণ বিস্তারিত অক্ষিদ্বয়, কি চম∏ কার ভ্রূযুগল, ঈষ∏ গোঁফের রেখা! হায়! হায়! ভগবান্ এত রূপবান্ করিয়া কি শেষে তোমার ঈর্ষা হইয়াছিল? তাহাতেই কি এই কিশোর বয়সে আলী আকবর আজ চির-ধরাশায়ী।

এ যুগল মূর্তি এক স্থানে পড়িয়া কেন? এ ননীর পুতুল রক্তমাখা অঙ্গে মহাপ্রান্তরে পড়িয়া কেন? বুঝিলাম, ইহাও এজিদের কার্য। রে পাষণ্ড পিশাচ! হোসেনের ক্রীড়ার পুত্তল□ দুটিও ভগ্ন করিয়াছিস্; হায়! হায়! এই তো সেই ফোরাতনদী, ইহার ভয়ানক প্রবাহ মৃত শরীর সকল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। নদীগর্ভে স্থানে স্থানে লৌহিত, স্থানে স্থানে কিঞ্চি∏ লোহিত, কোন স্থানে ঘোর পীত, কোন স্থানে নীলবর্ণের আভাসংযুক্ত স্রোত বহিয়া নিদারুণ শোক প্রকাশ করিতেছে। - হোসেন-শোকে ফোরাতের প্রতি তরঙ্গ মস্তক নত করিয়া রঞ্জিত জলে মিশিয়া যাইতেছে।

শব্দ হইল, "এ আমার কোমরবন্ধ, এ যে আমার শিরস্ত্রাণ, এ যে আমারই তরবারি, এ সকল এখানে পড়িয়া কেন?" আবার শব্দ হইল, "এ সকলই তো হোসেনের আয়ত্তাধীনে ছিল!"

এই তো সেই মহাপুরুষ-মদিনার রাজা! এ প্রান্তরে বৃক্ষতলে পড়িয়া কেন? রক্তমাখা খ র কাহার? এ তো হোসেনের অস্ত্র নহে। অঙ্গের বসন, শিরাস্তরণ, কবচ, স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, কারণ কি? তাহাতেই কী এই দশা? এ কি আত্ম-বিকারের চিহ্ন, না ইচ্ছামৃত্যুর লক্ষণ? বাম হস্তের অর্ধ পরিমাণ খণ্ডিত হইয়াও দুই হস□ত দুই দিকে পড়িয়া যে উপদেশ দিতেছে, তাহার অর্থ কি জগতে

কেহ বুঝিয়াছে? বাম হস্তে আবার কে আঘাত করিল? মস্তক খণ্ডিত হইয়াও জন্মভূমি মদিনার দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে! হায় রে জন্মভূমি!!

সীমার মস্তক লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়াছিল, আজরও সেই মস্তক এই দেহে সংযুক্ত করিবার আশয়ে পুত্রগণের মস্তক কাটিয়া দিয়াও কৃতকার্য হইতে পারে নাই। এজিদ্, কত খেলা খেলিবে, কতঅপমান করিবে, আশা করিয়া মস্তক দামেস্কে লইয়া গিয়াছিল। ধন্য হে কারিগরি! ধন্য রে ক্ষমতা! জগদীশ! তোমার মহিমা অপার। তুমি যাহা সংঘটন করিয়া একত্র করিতে ইচ্ছা কর,

তাহা অত্যুচ্চ পর্বতশিখর থাক্, ঘোর অরণ্যে থাক্, অতল জলধিতলে থাক্ অনন্ত আকাশে থাক্ বায়ু অভ্যন্তরে থাক্ তাহা সংগ্রহ করিয়া একত্র করিবেই করিবে। এ লীলা বোঝা মানবের সাধ্য নহে, এ কীর্তির কণামাত্র বুঝাও ক্ষুদ্র নর মস্তকের কার্য নহে। জগদীশ! প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি, "তুমি সর্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় প্রভু! তোমার মহিমা অপার!!"

স্বর্গীয় দূতগণ, পবিত্র আত্মাগণ, শহীদগণের দৈহিক ক্রিয়ার যোগ দিলেন, স্বর্গীয় সুগন্ধে সমাধিস্থান আমোদিত হইতে লাগিল।

শহীদগণের শেষক্রিয়া "জানাজা" করিতে অন্য অন্য মৃত শরীরের ন্যায় জলে স্নান করাইতে হয় না, অন্য বসন দ্বারা শরীর আবৃত করিতে হয় না, ঐ রক্তমাখা শরীর সজ্জিত বেশে, ঐ বীর-সাজে মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে হয়। ধর্মযুদ্ধের কী অসীম বল, কী অসীম পরিণাম ফল!

দৈহিক কার্য শেষ হইলে শহিদগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বরের আদেশে স্বর্গে নীত হইলেন।

পঞ্চম প্রবাহ

স্বাধীন - কি মধুমাখা কথা! স্বাধীন জীবন কি আনন্দময়! স্বাধীন দেশ আরামের স্থান! স্বাধীন ভাবের কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের সূক্ষ্ম শিরা পর্যন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠে এবং অন্তরে বিবিধ ভাবের উদয় হয়। হয় মহাহর্ষে মন নাচিতে থাকে, না হয় মহাদুঃখে অন্তর ফাটিয়া যায়। স্বাধীন মন, স্বাধীন জীবন, পরাধীন স্বীকার করিতে যেরূপ কষ্ট বোধ করে, আবার অন্যকে অধীনতা স্বীকার করাইতে পারিলে ঐ অন্তরেই অসীম আনন্দ অনুভব হয়। এক পক্ষের দুঃখ, অপর পক্ষের সুখ।

এজিদ্ স্বরাজ্যে স্বাধীন। সকলেই তাহার আদেশের অধীন! জয়নালকে হাসি-রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুই কি করিবি?" জয়নালের মুখে তাহার উত্তরও শুনিয়াছে। ক্রমে বশে আনিয়া, ক্রমে শান্তভাব ধরাইয়া, কার্যসিদ্ধির উপায় না করিলে এইক্ষণ□ কিছুই হইবে না। জয়নালকে প্রাণে মারিয়া, মদিনার সিংহাসনে বসিলে কোন লাভ নাই। জয়নাল নিয়মিতরূপে মদিনার কর দামেস্কে যোগাইলে দামেস্ক সিংহাসনের সহস্র প্রকারে গৌরব। কিন্তু সিংহ-শাবককে বশে আনা সহজ কথা নহে। কিছুদিন চেষ্টা করিয়া দেখা কর্তব্য। প্রথমেই নিরাশ হইয়া হোসেন-বংশ একেবারে বিনাশ করিলে বাহাদুরি কি? এই সকল আশার কুহকে পড়িয়া এজিদ্ বন্দিগণ প্রতি সুব্যবস্থার অনুমতি করিয়াছিল। জয়নাল কিসে বশ্যতা স্বীকার করে, কিসে প্রভু বলিয়া মান্য করে, কি উপায় করিলে নির্বিঘ্নে মদিনা রাজ্য করতলস্থ হয়, অধীন দাসত্বকলঙ্করেখা জয়নালের সুপ্রশস□ত ললাটে অক্ষয়রূপে অঙ্কিত হয়, এজিদ্ এই সকল মহাচিন্তার ভার নিজ মস্তকে লইয়াও কৃতকার্য হইতে পারে নাই। বিনা যুদ্ধে মদিনার সম্রাট্ হওয়া সহজ কথা নহে! এজিদের মস্তক কেন-লোকমান আফ্লাতুন প্রভৃতি মহা মহা চিন্তাশীল মহজ্জনের মস্তিষ্কও এ চিন্তায় ঘুরিয়া যায়। কিন্তু এজিদ□র এমনই দৃঢ়বিশ্বাস যে, মারওয়ান চেষ্টা করিলে অবশ্যই ইহার কোন এক প্রকারের সদুপায় বাহির করিবে। মনের ব্যগ্রতায় দামেস্কের বহুলোকের প্রতি তাহার চক্ষু পড়িল, কিন্তু মারওয়ান ভিন্ন ইহার স্থির সিদ্ধান্ত করার উপযুক্ত পাত্র মানবচক্ষে কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

মারওয়ান উপস্থিত হইলে, এজিদ্ ঐ সকল গুপ্ত বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিতে কহিলেই মারওয়ান একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আগামী জুম্মাবারে (শুক্রবারে) জয়নাল দ্বারা মহারাজ নামে খো□ বা পাঠ করাইব। এক্ষণে সমগ্র প্রদেশে হোসেনের নামে খো□ বা হইতেছে। কারণ হোসেনের পর এ পর্যন্ত মদিনায় রাজা কেহ হয় নাই। জয়নাল যদি আপন পিতার নাম পরিত্যাগ করিয়া মহারাজের নামে খো□ বা পাঠ করে, তবেই কার্যসিদ্ধি-তবেই দামেস্কের জয়-তবেই বিনা যুদ্ধে মদিনা করতলে। যাঁহার নামে খো□ বা, তিনিই মক্কা-মদিনার রাজা। এখনই রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিতেছি যে, আগামী জুম্মাবারে, শেষ ইমাম জয়নাল আবেদীন,-দামেস্ক-সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ এজিদ্ নামদার নামে খো□ বা পাঠ করিবেন। নগরের যাবতীয় ঈশ্বরভক্ত লোককেই উপাসনা-মন্দিরে খো□ বা শুনিতে উপস্থিত হইতে হইবে। যিনি রাজ আজ্ঞা অবহেলা করিবেন, ত□ ক্ষণা□ তাঁহার শিরচ্ছেদ করা যাইবে।"

এজিদ্ মহা তুষ্ট হইয়া মারওয়ানকে যথোপযুক্ত পুরস্কৃত করিল। মুহূর্তমধ্যে রাজঘোষণা দামেস্ক নগরের ঘরে ঘরে প্রকাশ হইল। ঘোষণার মর্মে অনেকেই সুখী হইল, আবার অনেকে মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহাদের হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। প্রকাশ্যে কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই-রাজদ্রোহী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণ যায়। গোপনে গোপনে বলিতে লাগিল, "এতদিন পরে

নূরনবী মোহাম্মদের প্রচারিত ধর্মে কলঙ্করেখা পতিত হইল! হায় হায়! কি মর্মভেদী ঘোষণা! হায় হায়! ইসলাম ধর্মের এত অবমাননা! কাফেরের নামে খো বা। বিধর্মী নারকী ঈশ্বরদ্রোহীর নামে খো বা। হা ইসলাম ধর্ম! দুরন্ত জালেমের হস্তে পড়িয়া তোমার এই দুর্দশা! হায় হায়! পুণ্যভূমি মদিনার সিংহাসন যাঁহার আসন, সেই শেষ ইমাম জয়নাল আবেদীন, কাফেরের নামে খো বা পড়িবে? সে খো বা শুনিবে কে? সে উপাসনাগৃহে যাইবে কে? আমরা অধীন প্রজা, না যাইয়া নিস্তার নাই। জগদীশ! আমাদের কর্ণ বধির কর, চক্ষুর জ্যোতি হরণ কর, চলচ্ছক্তি রহিত কর।"

মোহাম্মদীয়গণ নানা প্রকারে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এজিদ্ পক্ষীয় বিধর্মীরা দর্প করিয়া বলিতে লাগিল, "মোহাম্মদ বংশের বংশমর্যাদার চিরগৌরব এখন কোথায় রহিল? ধন্য মন্ত্রী মারওয়ান!"

এ সকল সংবাদ বন্দিরা এখন পর্যন্ত জানিতে পারে নাই! এজিদ্ মনে করিয়াছে, উহাদের জীবন আমার হস্তে,-মুহূর্তে প্রাণ রাখিতে পারি, মুহূর্তে বিনাশ করিতে পারি। জুম্মার দিন জয়নালকে ধরিয়া আনিয়া মস্‌জিদে পাঠাইয়া দিব। যদি আমার নামে খো বা পড়িতে অস্বীকার করে, রাজাজ্ঞা অমান্য করার অপরাধে তখনই উহার প্রাণবিনাশ করিব।

জুম্মাবার উপস্থিত; নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মোহাম্মদীয়গণ প্রাণের ভয়ে উপাসনা-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়নাল আবেদীনের নিকটে যাইয়া মারওয়ান বলিল, "আজ তোমাকে মস্‌জিদে খো বা পড়িতে হইবে।"

জয়নাল বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি। ইমামদিগের কার্যই উপাসনায় অগ্রবর্তী হওয়া, খো বা পাঠ, ধর্মের আলোচনা, শিষ্যদিগকে উপদেশ দান;-সুতরাং ঐ সকল আমার কর্তব্য কার্য। তুমি অপেক্ষা কর, আমি আমার মায়ের অনুমতি লইয়া আসিতেছি।"

"তোমার মা'র অনুমতি লইতেই যদি চলিলে, তবে আর একটি কথা শুনিয়া যাও।"

"কি কথা?"

"খো বা পড়িতে হইবে বটে, কিন্তু তোমার নামে পড়িতে পারিবে না।"

জয়নাল চক্ষু পাকল করিয়ে বলিলেন, "কেন পারিব না?"

"কেন-র কোন উত্তর নাই,-রাজার আজ্ঞা।"

"ধর্মচর্চায় বিধর্মী রাজার আজ্ঞা কি? আমার ধর্মকর্ম আমি করিব, তাহাতে তোমাদের কথা কি? আমি যতদিন মদিনার সিংহাসনে না বসিব ততদিন পিতার নামেই খো□ বা পাঠ করিব: এই তো রাজার আজ্ঞা। তুমি কোন্ রাজার কথা বল?"

"তুমি নিতান্তই অবোধ, কিছুই বুঝিতেছ না। তোমার মার নিকট বলিলে তিনি সকলই বুঝিতে পারিবেন।"

"আমি অবোধ না হইলে তোমাদের বন্দিখানায় কেন আসিব? আর কী কথা আছে বল। আমি মা'র নিকটে যাইতেছি।"

"যিনি দামেস্কের রাজা, তিনিই এক্ষণে মদিনার রাজা। মক্কা ও মদিনা একই রাজার রাজ্য হইয়াছে। এখন ভাব দেখি, কাহার নামে খো□ বা পড়া কর্তব্য?"

"আমি ও-প্রকারের কথা বুঝিতে পারি না। যাহা বলিবার হয়, স্পষ্টভাবে বল।"

"তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; কেবল থাকিবার মধ্যে আছে-রাগ আর নিজের অহঙ্কার। বাদশা এজিদের নামে খো□ বা পড়িতে হইবে।"

জয়নাল আবেদীন রোষে এবং দুঃখে সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "কাফেরের নামে আমি খো□ বা পড়িব? এজিদ্ কোন্ দেশের রাজা? আর সে কোন্ রাজার পুত্র?"

মারওয়ান অতিব্যস্তে জয়নাল আবেদীনকে ধরিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিল, "সাবধান! সাবধান!! ও-কথা মুখে আনিয়ো না। ও-কথা মুখে আনিলে নিশ্চয় তোম□র মাথা কাটা যাইবে।"

"আমি মাথা কাটাইতে ভয় করি না। তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও; আমি খো□ বা পড়িতে যাইব না।"

মারওয়ান মনে করিয়াছিল যে, জয়নালকে বলিবামাত্র সে খো□ বা পড়িতে আসিবে। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইল। এদিকেও উপাসনার সময় অতি নিকট। মারওয়ান মনে মনে বলিতে লাগিল, "এ সিংহশাবকের নিকট চাতুরী চলিবে না, বল প্রকাশ করিলেও কার্য উদ্ধার হইবে না। সালেমা বিবির নিকট যাইয়া বলি;-তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা, বয়সেও প্রবীণা, অবশ্যই ভাল-মন্দ বিবেচনা করিয়া জয়নালকে সম্মত করাইয়া দিবেন। সকলেই এক বন্দিগৃহে।"

মারওয়ান সালেমা বিবির নিকট যাইয়া বলিল, "আপনাদের কপালের এমনই গুণ যে ভাল করিতে গেলেও মন্দ হইয়া যায়। আমার ইচ্ছা যে কোন প্রকারে এই বিপদ হইতে আপনারা উদ্ধার পান।"

সালেমা বিবি বলিলেন, "কি প্রকারে ভাল করিতে ইচ্ছা কর?"

"মহারাজ এজিদ্ নামদার আজ্ঞা করিয়াছেন যে, জয়নাল আবেদীনের দ্বারা আজিকার জুম্মার খো□ বা পড়াইয়া তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া দাও।"

"ভাল কথা। জয়নাল কই? তাহাকে এ-কথা বলিয়াছ?"

"বলিয়াছি এবং তাহার উত্তর শুনিয়াছি!"

"সে কী উত্তর করিল? তার বুদ্ধি কী?"

"বুদ্ধি খুব আছে, ক্রোধও খুব আছে।"

"ক্রোধের কথা বলিয়ো না। বাপু! তাহারা ধর্মের দাস, ধর্মই তাহাদের জীবন; বোধ হয়, ধর্মসংক্রান্ত কোন কথা বলিয়া থাকিবে। ধর্মবিরোধী কথা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ না করিলে কখনোই সে শরীরে ক্রোধের সঞ্চার হয় না।"

"মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছেন, আজ হোসেনের নাম পরিবর্তন করিয়া মক্কা ও মদিনা এইক্ষণে যাঁহার করতলে, জয়নাল আবেদীন তাঁহারই নামে খো□ বা প□ঠ করুন। আমি আজই তাঁহাদিগকে বন্দিগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া মদিনায় পাঠাইয়া দিব। জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করুন,-কিন্তু তাঁহাকে দামেস্করাজের অধীনে থাকিতে হইবে!"

"এ কী কথা! বন্দি হইয়া আসিয়াছি বলিয়াই কী সে ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবে? আমাদের প্রতি যে অত্য□চার করিতেছে তাহাকে যথার্থ ধার্মিক বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিব? হজরত মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্র প্রচারিত ধর্মে যে দীক্ষিত নহে, মদিনার সিংহাসনের যে অধীশ্বর নহে, তাহার নামে কী প্রকারে খো□ বা পাঠ হইতে পারে? তাও আবার পাঠ করিবে-জয়নাল আবেদীন! এ কী কথা!"

"আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, একটু শান্ত হউন! বন্দিভাবে থাকিয়া এতদূর বলা নিতান্ত অন্যায়। যাহা হউক, আমি বলি, যদি খো□ বাটা পড়িলেই মুক্তিলাভ হয়, তাহাতে হানি কী? জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিতে পারিলে কি আর তাঁহার উপর দামেস্করাজের কোন ক্ষমতা থাকিবে? তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন, ইহ□তে আর আপনাদের ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কিছুই নাই;-কিন্তু-"

"আর 'কিন্তু' কথা মুখে আনিবেন না, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অনেক-"

"জয়নালকে একবার ডাকিতে বল।"

জয়নাল আবেদীন আড়ালে থাকিয়া সকলই শুনিতেছিলেন, সালেমা বিবির কথার আভাসেই নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহারোষের চিহ্ন এবং ক্রোধের লক্ষণ দেখিয়া, সালেমা বিবি অনুমানেই অনেক বুঝিলেন। সস্নেহে জয়নালের কপোলদেশ চুম্বন করিয়া অতি নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন, "এজিদের নামে খো▯ বা পড়ায় দোষ কি? যদি ভগবান্ কখনো তোমার সুখসূর্যের মুখ দেখান, তোমার নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক খো▯ বা পাঠ করিবে। এখন মারওয়ানের কথা শুনিলে বোধ হয় ঈশ্বর ভালই করিবেন।"

জয়নাল বলিলেন, "আপনিও কী এজিদের নামে খো▯ বা পড়িতে অনুমতি করেন?"

"আমি অনুমতি করি না; তবে ইহা বলিতে পারি যে, তোমার মুক্তির জন্য আমরা সকলে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। একদিন খো▯ বা পড়িলেই যদি তুমি সপরিবারে বন্দিগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার, মদিনার সিংহাসনে নির্বিবাদে বসিতে পার, তবে তাহাতে ক্ষতি কি ভাই? আরো কথা,-তুমি ইচ্ছা করিয়া এই কুকার্যে রত হইতেছ না। এ পাপ তোমাতে অর্পিবে না।"

সামান্য কারামুক্তি আর মদিনার রাজ্যলাভ জন্য আমি এজিদের নামে খো▯ বা পড়িব? এ বন্দিগৃহ হইতে মুক্তির জন্য ভয় কী? শক্তি থাকিলেই মুক্তি হইবে। যদি কেহ রাজ্য কাড়িয়া লইয়া থাকে তাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া রাজ্যগ্রহণ করা অপেক্ষা অস্ত্রে তাহার মস্তক নিপাত করাই আমার কথা।"

সালেমা বিবি জয়নালের মুখে শত শত চুম্বনপূর্বক আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক! ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

মারওয়ান বলিতে লাগিল, "আপনারা এরূপ গোলযোগ করিলে কোন কার্যই সিদ্ধ হইবে না। আর সময় নাই; যদি মদিনা যাইবার ইচ্ছা থাকে, এজিদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশা থাকে, জয়নালকে খো▯ বা পাঠ করিতে প্রেরণ করুন; ইহাতে সম্মত না হন, আমার অপরাধ নাই, আমি নাচার।"

সালেমা বিবি বলিলেন, "জয়নাল! তুমি ঈশ্বরের নাম করিয়া মস্‌জিদে যাও। তোমার ভাল হইবে।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "আপনি যাইতে আজ্ঞা করিলেন?"

"হাঁ, আমি যাইতে আজ্ঞা করিলাম। তোমার কোন চিন্তা নাই। আরো একটি কথা বলিতেছি, শুন! শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেই ভাল-মন্দ বুঝিতে পারিবে। একদা তোমার পিতামহ হজরত আলী কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আম্বাজ নামে এক নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন, এদেশ পুরুষাধিকারে নহে, একজন রাজ্ঞীর অধিকারভুক্ত। আরো আশ্চর্য কথা,-রাজ্ঞী এ পর্যন্ত বিব□হ করেন নাই; তাঁহার পণ এই, বাহুযুদ্ধে যে তাঁহাকে পরাস্ত করিবে, তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন, আর রাজ্ঞী জয়ী হইলে পরাজিত পক্ষকে আজীবন দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার দাসভাবে থাকিতে হইবে। মহাবীর আলী স্ত্রীলোকের এই পণের কথা শুনিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। বিবি হনুফাও কম ছিলেন না। আরবীয় যাবতীয় বীরকে তিনি জানিতেন। তাঁহারও মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে, আলীকে পরাস্ত করিয়া একজন মহাবীর দাস লাভ করিবেন। ঘটনাক্রমে সুযোগ ও সময় উপস্থিত-দিন নির্ণয় হইল। রূপের গরিমায়-যৌবনের জ্বলন্ত প্রতিভায় বিবি হনুফা আরবের সুবিখ্যাত বীরকেও তুচ্ছজ্ঞানে সমর□ঙ্গণে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ঈশ্বরের মহিমায় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মোহাম্মদীয় ধর্ম গ্রহণপূর্বক মহাবীর আলীকে স্বামীত্বে বরণ করিলেন। হজরত আলী বিবি ফাতেমার ভয়ে এ কথা মদিনার কাহারো নিকট প্রকাশ করেন নাই। সময়ে বিবি হনুফার গর্ভে এক পুত্রসন্তান হয়। আলী সে সময়ে মহা চিন□তিত হইয়া কি করেন-কথাও গোপন থাকে না। বিবি ফাতেমার ভয়ও কম নহে। পুত্রকে গোপনে আনাইয়া একদা প্রভু মোহাম্মদের পদপ্রান্তে ফেলিয়া দিয়া জোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রভু মোহাম্মদ পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া মুখে চুমা দিয়া বলিলেন, "আমি সকলই জানি। আমি ইহার নাম, ইহার মাতার ন□মের সহিত এবং আমার নামের সহিত যোগ করিয়া রাখিলাম।" বিবি ফাতেমা দেখিলেন যে, একটি অপরিচিত সন্তানকে প্রভু ক্রোড়ে করিয়া বারবার মুখে চুমা দিতেছেন। বিবি ফাতেমা সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করায় প্রভু সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে, বিবি ফাতেমা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া পিতাকে এক প্রকার ভর্‌ৎ সনা করিয়া বলিলেন, "আমার সপত্নীপুত্রকে আপনি স্নেহ করিতেছেন? আর কোন্ বিবেচনায় আপনার নামের সহিত যোগ করিয়া নাম রাখিলেন?"

প্রভু বলিলেন, "ফাতেমা, শান্ত হও! এই মোহাম্মদ হানিফা তোমার কি কি উপকার করিবে, শুন। যে সময়ে প্রিয় পুত্র হোসেন কারবালার মহাপ্রান□তরে এজিদের আজ্ঞায় সীমার হস্তে শহীদ হইবে, ত□ কালে তোমার বংশে এক জয়নাল আবেদীন ভিন্ন পুরুষপক্ষে আর কেহ থাকিবে না; তোমার

আত্মীয়-স্বজন ভগিনী পুত্রবধূরা এজিদের সৈন্যহস্তে কারবালা হইতে দামেস্কে বন্দিভাবে আসিবে। তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না। সেই কঠিন সময়ে এই মোহাম্মদ হানিফা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে, জয়নাল আবেদীনকে মদিনার সিংহাসনে বসাইবে।" বিবি ফাতেমা পিতৃমুখে এই সকল কথা শুনিয়া, মোহাম্মদ হানিফাকে আহ্লাদে ক্রোড়ে করিয়া হানিফার আপাদমস্তকে চুমা দিয়া আশীর্বাদপূর্বক বলিলেন, "প্রাণাধিক! তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার হৃদয়ের ধন, মস্তকের মণি। আমার চুম্বিত স্থানে কোনরূপ অস্ত্র প্রবেশ করিবে না! তুমি সর্বদা সর্বজয়ী হইয়া জগতে মহাকীর্তি স্থাপন করিবে। আশীর্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও!" যে সময়ে কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধের সূচনা হয়, সেই সময় আমি গোপনে একজন কাসেদকে মোহাম্মদ হানিফার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বলিয়া পাঠাইয়াছি। মোহাম্মদ হানিফা শীঘ্রই দামেস্কে আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। এই তো শাস্ত্রের কথা। এখন সকলই ঈশ্বরের হাত। আরো একটি কথা,-হোসেন যুদ্ধকালে কি বলিয়া গিয়াছেন মনে হয়? তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা ভাবিয়ো না, এমন একটি লোক আছে, যদি তাহার কর্ণে এই সকল ঘটনার অণুমাত্রও প্রবেশ করে, ইহার প্রতিশোধ সে অবশ্যই লইবে। সে কে? এই মোহাম্মদ হানিফা।"

জয়নাল আবেদীন এই পর্যন্ত শুনিয়া আর বিলম্ব করিলেন না। খো∏ বা পাঠ করিবেন স্বীকার করিয়া উপাসনার সমুচিত পরিধেয় লইয়া বহির্গত হইলেন, মারওয়ান সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল! নগরে হুলস্থূল পড়িয়াছে-আজ জয়নাল আবেদীন এজিদের নামে খো∏ বা পাঠ করিবে। মারওয়ানের আনন্দের সীমা নাই। আজ এজিদের আশা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইবে। জয়নাল উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনান্তর খো∏ বা পাঠ আরম্ভ করিলেন। মোহাম্মদীয়গণের অন্তরে খো∏ বার শব্দগুলি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। কোন্ মুখে জয়নাল আবেদীন মদিনার ইমামের নাম অর্থা∏ হোসেনের নামের স্থানে এজিদের নাম উচ্চারণ করিবেন? হায়! হায়! এ কী হইল? কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে মদিনার সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী যিনি তাঁহারই নামে খো∏ বা পাঠ হইল। খতিবের (খতিব-য□ খো∏ বা পাঠ করে।) মুখে কেহ এজিদের নাম শুনিল না। পূর্বেও যে নাম এখনো সেই হোসেনের নাম স্পষ্ট শুনিল।

মোহাম্মদীয়গণ মনের আবেগে আনন্দ-উল্লাসে জয় জয় করিয়া উঠিল। এজিদপক্ষ রোষে ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া জয়নাল আবেদীনকে নানা প্রকার কটুবাক্যে ভর্∏ সনা করিতে করিতে ভজনালয় হইতে বহির্গত হইল।

নিষ্কোষিত অসিহস্তে এজিদ্ ক্রোধে অধীর। কম্পিত কলেবরে কর্কশ স্বরে অসি ঝন্‌ঝনির সহিত রসনা সঞ্চালন করিয়া বলিল, "এখনই জয়নালের শিরচ্ছেদ করিব! এত চাতুরী আমার সঙ্গে?"

মারওয়ান বলিতে লাগিল, "বাদশা নামদার! আশা-সিন্ধু এখনো পার হই নাই। বহুদূরে আসিয়াছি বলিয়া ভরসা হইয়াছে,-অচিরেই তীরে উঠিব। কিন্তু মহারাজ! আজ যে একটা গোপনীয় কথা শুনিয়াছি তাহাতে জয়নাল আবেদীনের জীবন শেষ করিলে ইমামবংশ সমূলে বিনাশ হইবে না, বরং সমরানল সতেজে জ্বলিয়া উঠিবে। সে দুর্দান্ত প্রমত্ত রাবণকে মারওয়ান যতদিন কৌশলাঙ্কুশে হোসেনের দাদ উদ্ধার পর্যবেক্ষণ হইতে নিবারণ করিতে না পারিবে, ততদিন মারওয়ানের মনে শান্তি নাই, আপনার জীবনে আশা নাই।"

এজিদ্ মৃত্তিকায় তরবারি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "সে কী কথা? হোসেনবংশে এখনো প্রমত্ত কুঞ্জরসম বীরশ্রেষ্ঠ বীর আছে? আমি তো আর কাহাকেও দেখিতে পাই না?"

মারওয়ান বলিল, "জয়নালকে নির্দিষ্ট বন্দিগৃহে প্রেরণ করিবার আদেশ হউক। আমি সে গুপ্ত কথা-নিগূঢ়তত্ত্ব এখনই বলিতেছি।"

ষষ্ঠ প্রবাহ

যে নগরে সুখসাগরে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ খেলা করিতেছিল, মহানন্দের স্রোত বহিতেছিল; রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, প্রধান প্রধান সৌধ আলোকমালায় পরিশোভিত হইয়াছিল; ঘরে ঘরে নৃত্য, গীত, বাজনার ধুম পড়িয়াছিল, রঙ্গিন পতাকা সকল হেলিয়া-দুলিয়া জয়সূচক চিহ্ন দেখাইতেছিল;-হঠা∏ সমুদয় বন্ধ হইয়া গেল! মুহূর্তমধ্যে মহানন্দবায়ু থামিয়া বিষাদ-ঝটিকা-বেগ রহিয়া রহিয়া বহিতে লাগিল। মাঙ্গলিক পতাকারাজি নতশিরে হেলিতে-দুলিতে পড়িয়া গেল। রাজপ্রাসাদের বাদ্যধ্বনি, নূপুরের ঝন্‌ঝনি, সুমধুর কণ্ঠস্বর, আর কাহারো কর্ণে প্রবেশ করিল না। সুহাস্য আস্য সকল বিষাদ-কালিমা রেখায় মলিন হইয়া গেল। কেহ কাহারো সঙ্গে কথা কহিতেছে না, জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পাইতেছে না। রাজভবনের অবস্থার হঠা∏ পরিবর্তন দেখিয়া কতজনে কত কথার আলোচনায় বসিয়া গেল। শেষে সাব্যস্ত হইল, গুরুতর মনঃপীড়া হঠা∏ পরিবর্তন, নিশ্চয়ই হঠা∏ শ্রবণ। দুঃখের কথা বটে! কারবালার সংবাদ-বিবি সালেমার প্রেরিত কাসেদের আগমন।

এ প্রদেশের নাম আম্বাজ। রাজধানী হনুফানগরে! এই সমৃদ্ধিশালী মহানগরীর দণ্ডধর মোহাম্মদ হানিফা। সম্রাট্ স্বীয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আমোদ-আহ্লাদে মাতিয়াছিলেন, শুভ সময়ে শুভ কার্য

সুসম্পন্ন করিবেন আশা ছিল, এমন সময়ে কাসেদ আসিয়া হরিষে সম্পূর্ণ বিষাদ ঘটাইয়া মোহাম্মদ হানিফাকে নিতান্তই দুঃখিত করিয়াছে!

হাসানের সাংঘাতিক মৃত্যু, জেয়াদের সখ্যতা, মারওয়ানের আচরণ, কুফার পথ ভুলিয়া হোসেনের কারবালায় গমন ও ফোরাত নদীর তীরে শত্রুপক□ষ হইতে বেষ্টন, এই সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে, বিষাদে নরপাল মহা অস্থির। কাসেদ সম্মুখে অবনতশিরে দণ্ডায়মান।

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "হা! জীবিত থাকিতেই ভ্রাতা হাসানের মৃত্যুসংবাদ শুনিতে হইল। ভ্রাতা হোসেনও কারবালা প্রান্তরে সপরিবারে কষ্টে পড়িয়া আছেন! হায়! এতদিন না জানি কী ঘটনাই ঘটিয়া থাকিবে! জগদীশ! আমার এই প্রার্থনা, দাসের এই প্রার্থনা, কারবালা প্রান্তরে যাইয়া যেন ভ্রাতার পবিত্র চরণ দেখিতে পাই, পিতৃহীন কাসেমের মুখখানি যেন দেখিতে পাই। দয়াময়! আমার পরিজনকে রক্ষা করিয়ো, দুরন্ত কারবালাপ্রান্তরে তুমি ভিন্ন তাহাদের সহায় আর কেহ নাই। দয়াময়! দয়াময়!! আমার মনে শান্তি দান কর। আমি স্থির মনে অটলভাবে যেন কারবালায় গমন করিতে পারি। পূজ্যপাদ ভ্রাতার সাহায্য করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। দয়াময়! আমার শেষ ভিক্ষা এই যে, তোমার এ চিরকিঙ্করের চক্ষু কারবালার প্রান্তসীমা না দেখা পর্যন্ত হোসেন-শিবির শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়ো।"

এই প্রকার উপাসনা করিয়া মোহাম্মদ হানিফা সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। আরো বলিলেন, "আমার সঙ্গে কারবালায় যাইতে হইবে। আমি এ নগরে আর ক্ষণকালের জন্যও থাকিব না। রাজকার্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত থাকিল।"

মোহাম্মদ হানিফা ঈশ্বরের নাম করিয়া বীর-সাজে সজ্জিত হইলেন। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ গাজী রহমানকে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরণ করিয়া কারবালাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাসেদ সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সপ্তম প্রবাহ

তোমার এ দুর্দশা কেন? কোন কুক্রিয়ার ফলে তোমার এ দশা ঘটিয়াছে? যখন পাপ করিয়াছিলে, তখন কি তোমার মনে কোন কথা উদয় হয় নাই? এখন লোকালয়ে মুখ দেখাইতে এত লজ্জা কেন? খোল, খোল, মুখের আবরণ খোল; দেখি কি হইয়াছে। চিরপাপী পাপপথে দণ্ডায়মান হইলে হিতাহিত

জ্ঞান অণুমাত্রও তাহার অন্তরে উদয় হয় না। যেন-তেন প্রকারেণ পাপকূপে ডুবিতে পারিলেই এক প্রকারে রক্ষা পায়,-কিন্তু পরক্ষণে অবশ্যই আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়।

পাঠক! লেখনীর গতি বড় চম□ কার। ষষ্ঠ প্রবাহে কোথায় লইয়া গিয়াছি, আবার সপ্তম প্রবাহে কোথায় আনিয়াছি। সম্মুখে পবিত্র রওজা, পুণ্যভূমি মদিনার সেই রওজা। পবিত্র রওজার মধ্যে অন্য লোকের গমন নিষেধ, এ-কথা আপনারা পূর্ব হইতেই অবগত আছেন। আর যাহার জন্য উপরে কয়েকটি কথা বলা হইল সে আগন্তুক কী করিতেছে, দেখিতেছেন? সে পাপী পাপমোচন জন্য এখন কি কি করিতেছে, দেখিতেছেন? রওজার বহির্ভাগস□থ মৃত্তিকার ধূলি অনবরত মুখে-মস্তকে মর্দন করিতেছে, আর বলিতেছে, "প্রভু রক্ষা কর। হে হাবিবে খোদা, আমায় রক্ষা কর। হে নূরনবী হজরত মোহাম্মদ, আমায় রক্ষা কর। তুমি ঈশ্বরের প্রিয় বন্ধু। তোমার নামের গুণে নরকাগ্নি নরদেহ নিকটে আসিতে পারে না। তোমার রওজার পবিত্র ধূলিতে শত শত জরাগ্রস্ত মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি নীরোগ হইয়া সুকান্তি লাভ করিতেছে, তাহাদের সাংঘাতিক বিষের বিষাক্ত গুণ হ্রাস হইতেছে। সেই বিশ্বাসে এই নরাধম পাপী বহু কষ্টে পবিত্র ভূমি মদিনায় আসিয়াছে। যদিও আমি প্রভু হোসেনের সহিত অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছি-দয়াময়! হে দয়াময় জগদীশ! তোমার করুণা-বারি পাত্রভেদে নিপতিত হয় না। দয়াময়! তোমার নিকট সকলই সমান। জগদীশ! এই পবিত্র রওজার ধূলির মাহাত্ম্যে আমায় রক্ষা কর।"

ক্রমে এক-দুই করিয়া জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আগন্তুকের আত্মগ্লানি ও মুক্তিকামনার প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই সমু□ সুক হইয়া, কোথায় ন□বাস, কোথা হইতে আগমন, এই সকল প্রশ্ন করিতে লাগিল। আগন্তুক বলিল, "আমার দুর্দশার কথা বলি। ভাই রে! আমি ইমাম হোসেনের দাস। প্রভু যখন সপরিবারে কুফায় গমনের জন্য মদিনা হইতে যাত্রা করেন, আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। দৈব নির্বান্ধে কুফার পথ ভুলিয়া আমরা কারবালায় যাই।"

সকলে মহাব্যস্তে-"তারপর? তারপর?"

"তারপর কারবালায় যাইয়া দেখি যে, এজিদ্ সৈন্য পূর্বেই আসিয়া ফোরাতনদীকূল ঘিরিয়া রাখিয়াছে। একবিন্দু জললাভের আর আশা নাই। আমার দেহমধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। সমুদয় বৃত্তান্ত, আমি একটু সুস্থ না হইলে বলিতে পারিব না। আমি জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিলাম।"

মদিনাবাসীরা আরো ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর কী হইল, বল; জল না পাইয়া কী হইল?"

"আর কী বলিব-রক্তারক্তি, মার মার, কাট কাট,-আরম্ভ হইল, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল তরবারি চলিল; কারবালার মাঠে রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল, মদিনার কেহ বাঁচিল না!"

"ইমাম হোসেন, ইমাম হোসেন?"

"ইমাম হোসেন সীমার হস্তে শহীদ্ হইলেন।"

সমস্বরে আর্তনাদ ও সজোরে বক্ষে করাঘাত হইতে লাগিল। মুখে "হায় হোসেন! হায় হোসেন!!"

কেহ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা তখনই বারণ করিয়াছিলাম যে, হজরত মদিনা পরিত্যাগ করিবেন না। নূরনবী হজরত ম□হাম্মদের পবিত্র রওজা পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে যাইবেন না।"

কেহ কেহ আর কোন কথা না শুনিয়া ইমাম শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে পথ বাহিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ ঐ স্থানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর, যুদ্ধ অবসানের পর কী হইল?"

"যুদ্ধ অবস□নের পর কে কোথায় গেল, কে খুঁজিয়া দেখে। স্ত্রীলোকমধ্যে যাহারা বাঁচিয়া ছিল, ধরিয়া ধরিয়া উটে চড়াইয়া দামেস্কে লইয়া গেল। জয়নাল আবেদীন যুদ্ধে যায় নাই, মারাও পড়ে নাই। আমি জঙ্গলে পলাইয়া ছিলাম। যুদ্ধ শেষে ইমামের সন্ধান করিতে রণক্ষেত্রে শেষে ফোরাত নদীতীরে গিয়া দেখি যে, এক বৃক্ষ-মূল হোসেনের দেহ পড়িয়া আছে, কিন্তু মস্তক নাই, রক্তমাখা খঞ্জরখানিও ইমামের দেহের নিকট পড়িয়া আছে। আমি পূর্ব হইতে জানিতাম যে, ইমামের পায়জামার বন্ধমধ্যে বহুমূল্য একটি মুক্তা থাকিত। সেই মুক্তা লোভে দেহের নিকটে গিয়া যেমন খুলিতেছি, অমনই ইমামের বাম হস্ত আসিয়া সজোরে আমার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল। আমি মহা ভীত হইলাম, সে হাত কিছুতেই ছাড়ে না। মুক্তাহরণ করা দূরে থাকুক, আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি। সাত-পাঁচ ভাবিয়া নিকটস্থ খঞ্জর বাম হস্তে উঠাইয়া সেই পবিত্র হস্তে আঘাত করিতেই, হাত ছাড়িয়া গেল। কিন্তু কর্ণে শুনিলাম-"তুই অনুগত দাস হইয়া আপন প্রভুর সহিত এই ব্যবহার করিলি? সামান্য মুক্তালোভে ইমামের হস্তে আঘাত করিলি? তোর শাস্তি-তোর মুখ কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের মুখে পরিণত হউক, জগতেই নরকাগ্নির তাপে তোর অন্তর, মর্ম, দেহ সর্বদা জ্বলিতে থাকুক।"

"এই আমার দুর্দশা, এই আমার মুখের আকৃতি দেখুন। আমি আর বাঁচিব না, সমুদয় অঙ্গে যেন আগুন জ্বলিতেছে। আমি পূর্ব হইতেই জানি যে, হজরতের রওজার ধূলি গায়ে মাখিলে মহারোগও

আরোগ্য হয়, জ্বালা-যন্ত্রণা সকলই কমিয়া জল হইয়া যায়। সেই ভরসাতেই মহা কষ্টে কারবালা হইতে এই পবিত্র রওজায় আসিয়াছি।"

মদিনাবাসিগণ এ পর্যন্ত শুনিয়াই আর কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। সকলেই ইমাম-শোকে কাতর হইলেন। নগরের প্রধান প্রধান এবং রাজসিংহাসন-সংস্রবী মহোদয়গণ, সেই সময়ে নগরমধ্যে ঘোষণা করিয়া কি কর্তব্য স্থির করিবার জন্য, রওজার নিকটস্থ উপাসনা -মন্দির সম্মুখে মহাসভা আহ্বান করিয়া একত্রিত হইলেন।

কেহ বল□লেন, "এজিদকে বাঁধিয়া আনি।"

কেহ বলিলেন, "দামেস্ক নগর ছারখার করিয়া দেই।"

বহু তর্ক-বিতর্কের পর শেষে সুস্থির হইল যে, "নায়ক বিহনে স্ব-স্ব প্রাধান্যে ইহার কোন প্রতিকারই হইবে না। আমরা মদিনার সিংহাসনে একজন উপযুক্ত লোককে বসাইয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করি। প্রবল তরঙ্গমধ্যে শিক্ষিত কর্ণধার বিহনে যেমন তরী রক্ষা কঠিন, রাজবিপ্লব বিপদে একজন ক্ষমতাশালী অধিনায়ক না হইলে, রাজ্য রক্ষা করাও সেইরূপ মহা কঠিন। স্ব-স্ব প্রাধান্যে কোন কার্যেরই প্রতুল নাই।"

সমাগত দলমধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কাহার অধীনতা স্বীকার করিব? পথের লোক ধরিয়া কী মদিনার সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন? মদিনাবাসীরা কোন্ অপরিচিত নীচ বংশীয়ের নিকট নতশিরে দণ্ডায়মান হইবে। প্রভু মোহাম্মদের বংশে তো এমন কেহ নাই যে, তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া জন্মভূমির গৌরব রক্ষা করিব।"

প্রথম বক্তা বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, মোহাম্মদ হানিফা এখনো বর্তমান আছেন। হোসেনের পর তিনি আমাদের পূজ্য, তিনিই রাজা। ইহার পর হোসেনের আরো বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অনেক আছেন। কারবালার এই লোমহর্ষক ঘটনা শুনিয়া, তাঁহারা কি স্ব-স্ব সিংহাসনে বসিয়াই থাকিবেন? ইহার পর নূরনবী মোহাম্মদের ভক্ত অনেক রাজা আছেন; এই সকল ঘটনা তাঁহাদের কর□ণগোচর হইলে তাঁহারাই কি নিশ্চিন্তভাবে থাকিবেন? এজিদ্ ভাবিয়াছে কী? মনে করিয়াছে যে, হোসেনবংশ নির্বংশ করিয়াছি-নিশ্চিন্তে থাকিবে; তাহা কখনোই ঘটিবে না, চতুর্দিক হইতে সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে। আমরা এখনই উপযুক্ত একজন কাসেদ হনুফানগরে প্রেরণ করি। আপাততঃ মোহাম্মদ হানিফাকে সিংহাসনে বসাইয়া যদি জয়নাল আবেদীন প্রাণে বাঁচিয়া থাকেন, তবে তাঁহার উদ্ধারের উপায় করি। সঙ্গে সঙ্গে এজিদের দর্প চূর্ণ করিতেও সকলে আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।"

সকলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তখন হনুফানগরে কাসেদ প্রেরিত হইল।

প্রথম বক্তা পুনরায় বলিলেন, "মোহাম্মদ হানিফা মদিনায় না-আসা পর্যন্ত আমরা কিছুই করিব না। শোকবস্ত্র যা যে অঙ্গে ধারণ করিয়াছি রহিল। জয়নাল আবেদীনের উদ্ধার, এজিদের সমুচিত শাস্তি বিধান না করিয়া আর এ শোক-সিন্ধুর প্রবল তরঙ্গের প্রতি কখনোই দৃষ্টি করিব না। আঘাত লাগুক, প্রতিঘাতে অন্তর ফাটিয়া যাউক, মুখে কিছুই বলিব না। কিন্তু সকলেই ঘরে ঘরে যুদ্ধ-সাজের আয়োজনে প্রস্তুত হও।"

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন। হোসেন-শোকে সকলেই অন্তরে কাতর; কিন্তু নিতান্ত উ□ সাহে যুদ্ধ সজ্জার আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। নগরবাসিগণের অঙ্গে, দ্বিতল ত্রিতল গৃহ-দ্বারে এবং গবাক্ষে শোকচিহ্ন। নগরের প্রান্তসীমায় শোকসূচক ঘোর নীলবর্ণ নিশান উড্ডীন হইয়া জগ□ কাঁদাইতে লাগিল।

এদিকে দামেস্কনগরে আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল। এজিদের লক্ষাধিক সৈন্য সমর সাজে সজ্জিত হইয়া মদিনাভিমুখে যাত্রা করিল। হানিফার মদিনা আগমনের পূর্বেই সৈন্যগণ মদিনা-প্রবেশপথে অবস্থিত□ করিয়া, হানিফার গমনে বাধা দিবে, ইহাই মারওয়ানের মন্ত্রণা। মোহাম্মদ হানিফা প্রথমে কারবালায় গমন করিবেন, ত□ পরে মদিনায় না যাইয়া মদিনাবাসীদের অভিমত না লইয়া হজরতের রওজা পরিদর্শন না করিয়া, কখনোই দামেস্ক আক্রমণ করিবেন না-ইহাই মারওয়ানের অনুমান। সুতরাং মদিনা-প্রবেশপথে সৈন্য সমবেত করিয়া রাখাই আবশ্যক এবং সেই প্রবেশপথে হানিফার দর্প চূর্ণ করিয়া, জীবন শেষ করাই যুক্তি। সেই সিদ্ধান্তই নির্ভুল মনে করিয়া এজিদ্ মারওয়ানের অভিমতে মত দিল;-তাই আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল। ওত্বে অলীদ দামেস্ক হইতে আবার মদিনাভিমুখে সৈন্যসহ চলিল। হানিফার প্রাণ বিনাশ, কি বন্দি করিয়া দামেস্কে প্রেরণ না-করা পর্যন্ত মদিনা আক্রমণ করিবে না। কারণ মোহাম্মদ হানিফাকে পরাস্ত না করিয়া মদিনার সিংহাসন লাভ করিলে কোন লাভ নাই। বরং নানা বিঘ্ন, নানা আশঙ্কা; এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ওত্বে অলীদ মদিনাভিমুখে যাইতে লাগিল। ওত□বে অলীদ নির্বিঘ্নে যাইতে থাকুক, আমরা একবার হানিফার গম্য-পথ দেখিয়া আসি।

অষ্টম প্রবাহ

কী চম□ কার দৃশ্য! মহাবীর মোহাম্মদ হানিফা অশ্ব-বল্গা সজোরে টানিয়া অশ্ব-গতিরোধ করিয়াছেন। গ্রীবা বক্র, দৃষ্টি পশ্চা□ -কারণ সৈন্যগণ কতদূরে তাহাই লক্ষ্য। অশ্ব সম্মুখস্থ পদদ্বয় কিঞ্চি□ বক্রভাবে উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। একপার্শ্বে মদিনার কাসেদ। হানিফার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ। দেখিতে দেখিতে অর্ধচন্দ্র এবং পূর্ণতারা সংযুক্ত নিশান হেলিয়া-দুলিয়া ক্রমেই নিকটবর্তী হইল। গাজী রহমান উপস্থিত প্রভুর সজল চক্ষু, মুখভাব মলিন, নিকটে অপরিচিত কাসেদ-বিষাদের স্পষ্ট লক্ষণ, নিশ্চয়ই বিপদ! মহাবিপদ! বুঝি হোসেন ইহজগতে নাই।

"গাজী রহমান! আপনার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত! মোহাম্মদ হানিফা ভ্রাতৃহারা, জ্ঞাতিহারা হইয়া এইক্ষণে জ্ঞানহারা হইবার উপক্রম হইয়াছেন। রক্ষার উপায় দেখুন। ভ্রাতৃশোক মহাশোক!"

মোহাম্মদ হান□ফা গদগদ-স্বরে বলিলেন, "গাজী রহমান, আর কারবালায় যাইতে হইল না, বিধির নির্বন্ধে, ভ্রাতৃবর হোসেন শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন! ইমাম বংশ সমূলে বিনাশ হইয়াছে। পরিজনমধ্যে যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারাও দামেস্কনগরে এজিদ্ কারাগারে বন্দি। এইক্ষণ কী করি? আমার বিবেচনায় অগ্রে মদিনা যাইয়া প্রভু মোহাম্মদের রওজা পরিদর্শন করি? পরে অন্য বিবেচনা।"

আবদুর রহমান বলিলেন, "এ অবস্থায় মদিনাবাসীদিগের মত গ্রহণ করাও নিতান্ত আবশ্যক। রাজাবিহনে সেখানেও নানাপ্রকার বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে। ইমাম বংশে কেহ নাই এ কথা যথার্থ হইল পুণ্যভূমি মদিনা যে এতদিন এজিদ্ পদভরে দলিত হয় নাই,-ইহারই-বা বিশ্বাস কি? তবে অনিশ্চিতে অন্য চিন্তা নিরর্থক! মদিনাভিমুখে যাওয়াই কর্তব্য।"

পুনরায় মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতের লেখা খণ্ডন করিতে কাহারো সাধ্য নাই। মদিনাভিমুখে গমনই যখন স্থির হইল, তখন বিশ্রামের কথা যেন কাহারো অন্তরে আর উদয় না হয়! সৈন্যগণ সহ আমার পশ্চা□ গামী হও।"

দিবারাত্রি গমন। বিশ্রামের নাম কাহারো মুখে নাই। এই প্রকার কয়েক দিন অবিশ্রান্ত গমন করিলে দ্বিতীয় কাসেদের সহিত দেখা হইল। জাতীয় নিশান দেখিয়াই মোহাম্মদ হানিফা গমনে ক্ষান্ত দিলেন।

কাসেদ যথাবিধি অভিবাদন করিয়া জোড়করে বলিল,-"বাদশাহ নামদার! দাসের অপরাধ মার্জনা হউক! আমি মদিনার কাসেদ!"
মোহাম্মদ হানিফা বিশেষ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

"পূর্বসংবাদ বাদশাহ নামদারের অবিদিত নাই! ত পর যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আর আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছ ,-বলিতেছি!"

"বাদশাহ নামদার! আপনার ভ্রাতৃবংশে পুরুষপক্ষে কেবলমাত্র এক জয়নাল আবেদীন জীবিত আছেন! তিনিও তাঁহার মাতা, ভগ্নী, পিতৃব্য পত্নী, দামেস্ক নগরে বন্দি! দিনান্তে এক টুকরা শুষ্ক রুটি, একপাত্র জল ভিন্ন আর কোন প্রকার খাদ্যের মুখ দেখিতে তাঁহাদের ভাগ্যে নাই! এজিদ্ এই সময় অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছে-সে কেবল আপনার সংবাদে আপনার প্রাণ বিনাশ করাই এক্ষণে তাহার প্রথম কার্য! ওত্বে অলীদকে লক্ষাধিক সৈন্যসহ সাজাইয়া মদিনার সীমায় পাঠাইয়া দিয়াছে! ওত্বে অলীদ মদিনা আক্রমণ না করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় মদিনা-প্রবেশপথ রোধ করিয়া সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুতভাবে রহিয়াছে! অলীদ আপনার শিরচ্ছেদ করিয়া পরে মদিনার সিংহাসনে এজিদ্ পক্ষ হইতে বসিবে-ইহাই ঘোষণা করিয়াছে! এক্ষণে যাহা ভাল হয় করুন!"

মোহাম্মদ হানিফা এবার এক নূতন চিন্তায় নিপতিত হইলেন! সহজে মদিনা যাইবার আর সাধ্য নাই-প্রথমে যুদ্ধ-পরে প্রবেশ, তারপর মদিনাবাসিদিগের সহিত সাক্ষা |

গাজী রহমান বলিলেন, "তবে যুদ্ধ অনিবার্য! যেখানে বাধা সেইখানেই সমর এত বিষম ব্যাপার! অলীদ চতুরতা করিয়া এমন কোন স্থানে যদি শিবির নির্মাণ করিয়া থাকে যে, সম্মুখে সুপ্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র নাই, শিবির নির্মাণের উপযুক্ত স্থান ন ই, জলের সুযোগ নাই, সৈন্যদিগের দৈনিক ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত প্রাঙ্গণ নাই, তবে তো মহা বিপদ! অগ্রেই গুপ্তচর, চিত্রকর এবং কুঠারধারিগণকে ছদ্মবেশে প্রেরণ করিতে হইতেছে!"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "আমার মতি স্থির নাই যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন! তবে এইমাত্র কথা যে, বিপদে-সম্পদে, শোকে-দুঃখে সর্বদা সকল সময় যে ভগবান্-তাঁহারই নাম করিয়া চলিতে থাকুন! যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে! আর এখান হইতে আমার আর-আর বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ যাঁহারা যেখানে আছেন তাঁহাদিগকে ইমামের অবস্থা ইমাম-পরিবারের অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিয়া কাসেদ পাঠাও! এ কথাও লিখিয়া দাও যে, পদাতিক, অশ্বারোহী, ধানুকী প্রভৃতি যত প্রকার যোধ যাহার অধীনে যত আছে, তাহাদের আহার সংগ্রহ করিয়া মদিনা প্রান্তরে আসিয়া আমার সহিত যোগদান করুন! ইরাক নগরে মস্হাব কাক্কা, আঞ্জাম নগরে ইব্রাহিম ওয়াদি, তোগান রাজ্যে অলিওয়াদের

নিকটে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া কাসেদ প্রেরণ কর। আর-আর মুসলমান রাজা যিনি যে প্রদেশে, যে নগরে রাজ্য বিস্তার করিয়া আছেন, তাঁহাদের নিকটও এই সকল সমাচার লিখিয়া কাসেদ প্রেরণ কর। শেষে এই কয়েকটি কথা লিখিয়ো যে, ভ্রাতৃগণ! যদি জাতীয় ধর্ম রক্ষার বাসনা থাকে, জগতে মোহাম্মদীয় ধর্মের স্থায়িত্ব রাখিতে ইচ্ছা থাকে, কাফেরের রক্তে ইমাম-অস্ত্র রঞ্জিত করিবার ইচ্ছা থাকে, আর প্রভু মোহাম্মদের প্রতি যদি অটল ভক্তি থাকে, তবে এই পত্রপ্রাপ্তিমাত্র আপন-আপন সৈন্যসহ মদিনা-প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হও। প্রভু-পরিবারের প্রতি যে দৌরাত্ম্য হইতেছে, সে বিষয় আলোচনা করিয়া এখন কেহ দুঃখিত হইও না। এখন ধর্মরক্ষা, মদিনার সিংহাসন রক্ষা, এজিদের বধ, হোসেন-পরিজনের উদ্ধার, এই সকল কথাই যেন জপমালার মন্ত্র হয়।

এক্ষণে কেহ চক্ষের জল ফেলিয়ো না। কাঁদিবার দিনে সকলে একত্র হইয়া কাঁদিব। শুধু আমরা কয়েকজনেই যে কাঁদিব, তাহা নহে; জগ∏ কাঁদিবে। এ জগ∏ চিরদিন কাঁদিবে। স্বর্গীয় দূত ইসরাফিল জীবের জীবনলীলা শেষ করিতে যেদিন ঘোর রোলে শিঙ্গা বাজাইয়া জগ∏ সংহার করিবেন, সেদিন পর্যন্ত জগ∏ কাঁদিবে। দুঃখ করিবার দিন ধরা রহিল! এখন অস্ত্র ধরুন, শত্রু বিনাশ করুন, মোহাম্মদীয় দীন, ঐ শিঙ্গাবাদন দিন পর্যন্ত অক্ষয়রূপে স্থায়িত্বের উপায় বিধান কর। গাজী রহমান! এ সকল কথা লিখিতে কখনো ভুলিয়ো না।"

গাজী রহমান প্রভুর আদেশমত 'শাহীনামা' পত্র, যাহা যাহার নিকট উপযুক্ত, তখনই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ক্রমে আসিয়া জুটিল। মন্ত্রীপ্রবর-রাজাদেশে সকল শ্রেণীর প্রধান প্রধান অধ্যক্ষগণকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করাইলেন। নির্দিষ্ট স্থানে কাসেদ সকল প্রেরিত হইল। সকলে আবার গমনে অগ্রসর হইলেন। একদিন প্রেরিত গুপ্তচর ও সন্ধানী লোকদিগের সহিত দেখা হইল। সবিস্তার অবগত হইয়া পুনরায় যাইতে লাগিলেন। নির্দিষ্ট স্থান অতি নিকট; উ∏ সাহে গমনবেগ বৃদ্ধি করা হইল।

নবম প্রবাহ

ওত্বে অলীদ সৈন্যসহ মদিনা-প্রবেশপথের প্রান্তরে হানিফার অপেক্ষায় রহিয়াছে। একদা সায়াহ্নকালে কয়েকজন অনুচরসহ নিকটস্থ শৈলশিখরে বায়ু সেবন আশায় সজ্জিত বেশে বহির্গত হইল। পাঠক! যে স্থানে মায়মুনার সহিত মারওয়ান নিশীথ সময়ে কথা কহিয়াছিল, এই সেই পর্বত। হোসেনের তরবারির চাক্চিক্য দেখিয়া যে পর্বতের গুহায় অলীদ লুকাইয়াছিল, এই সেই পর্বত! শৈলশিখরে বিহার করিবে, প্রকৃতির স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিবে, এই আশাতেই এখানে

অলীদ□র আগমন। আশার অভ্যন্তরে যে একটু স্বার্থ না আছে তাহাও নহে। স্বাভাবিক দৃষ্টির বহির্ভূত যদি কোন ঘটনা ঘটিবার লক্ষণ অনুমান হয়, প্রত্যক্ষভাবে তাহা দেখিবার জন্য দূরদর্শন যন্ত্রও সঙ্গে আনিয়াছে। অশ্বতরী সকল সমতল ক্ষেত্রে রাখিয়া জন কয়েক অনুচরসহ পর্বতে আরোহণ করিল। প্রথমে মদিনানগরের দিকে যন্ত্রাশ্রয়ে ঈক্ষণ করিয়া দেখিল, নীলবর্ণ পতাকা সকল উচ্চমঞ্চে উড়িয়া হোসেনের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিতেছে। অন্যদিকে দেখিল, খর্জুর বৃক্ষের শাখা সকল বাতাঘাতে উন্মত্ত ভাব ধারণ করিয়া হোসেনের শোকে মহাশোক প্রকাশ করিতেছে। তাহার পর সম্মুখ দিকে ঈক্ষণ করিতেই হস্ত কাঁপিয়া গেল। যন্ত্রটি সুবিধা মত ধরিয়া দেখিল, সন্দেহ ঘুচিল না। আবার বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিল, সন্দেহ ঘুচিয়া নিশ্চিত সাব্যস্ত হইল। এখন কথা-এ কা'র সৈন্য? এমন সুসাজে সুসজ্জিত হইয়া মদিনাভিমুখে আসিতেছে,-এ সৈন্যশ্রেণী কার? তুরগগুলি গায়ে গায়ে মিশিয়া নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে; অশ্বারোহীদের অশ্বপৃষ্ঠে বসিবারই কি পরিপক্কতা; অস্ত্র ধরিবারই-বা কি পারিপাট্য; বেশভূষা, কান্তি, গঠন, অতি চম∏ কার, মনোহর এবং নয়নের তৃপ্তিকর। ইহারা কে? শত্রু-না মিত্র? আবার দূরদর্শন যন্ত্র চক্ষু দিয়া সঙ্গিগণকে বলিলেন, "তোমরা একজন শীঘ্র শিবিরে যাইয়া শ্রেণীবিভাগের অধ্যক্ষগণকে সংবাদ দাও যে, অর্ধচন্দ্র আর পূর্ণতারাসংযুক্ত পতাকা গগনে দেখা গিয়াছে, প্রস্তুত হও।"

আজ্ঞামাত্র একজন সহচর দ্রুতগতি তুরগপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

অলীদ আবার দূরদর্শনে মনোনিবেশ করিল। আগন্তুক সৈন্যগণ আর অগ□রগামী হইতেছে না,-শ্রেণীবদ্ধমত নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। আরো দেখিল যে, একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছে। ত∏ ক্ষণা∏ তূণীর হইতে তীর বাহির করিয়া ধনুকে টঙ্কার দিল। অশ্বারোহীর প্রতি লক্ষ্য করিতেই দেখিল, সে জাতীয় চিহ্নযুক্ত শুভ্র নিশান উড়াইয়া সংবাদবাহীর পরিচয় দিতে দিতে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে। সামরিক বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া দূতবরের বক্ষ লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিবে, কি উত্তোলিত হস্ত ধনুর্বাণসহ সঙ্কুচিত করিবে এই চিন্তা করিতে করিতে দূতবর পর্বত পার্শ্ব হইতে চক্ষের নিমিষে তাহার শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেল। অলীদ চক্ষু ফিরাইয়া কেবল ধাবিত অশ্বের পুচ্ছসঞ্চালন, আর নিশানের অগ্রভাগ মাত্র দেখিল।

কি করিবে এখনো কিছুই সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তাহার হিংসাপূর্ণ হৃদয় স্থির করিল যে, যে কৌশলেই হউক, মোহাম্মদীয়গণকে বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ। নিশ্চয়ই মোহাম্মদ হানিফা মদিনায় আসিতেছেন। হানিফার দূতকে গুপ্তভাবে বধ করিলে কে জানিবে? কে জানিবে যে, এ কার্য একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে? যে শুনিবে, সেই বলিবে, কোন দস্যু কর্তৃক এরূপ বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়াছে। এই ভাবিয়া পুনরায় আপন আয়ত্তমত ধনুর্বাণ ধারণ করিল। মনে মনে

বলিল, "পুনঃ এই পথে আসিলেই একেবারে দেখিব, দেখিব, দেখিব!" কিন্তু এই বলিতে বলিতেই তাহার কর্ণে দ্রুতগতি অশ্ব পদ-প্রতিশব্দ প্রবেশ করিল। চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল, সেই অশ্ব, সেই নিশান, সেই দূত। দূতবরের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিবে, অলীদের এই উদ্যোগেই দূতবর তাহার লক্ষ্য ছাড়াইয়া বহু দূরে সরিয়া পড়িলেন, অলীদের হাতের তীর হাতেই রহিয়া গেল। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, দূতবর আগন্তুক সৈন্যমধ্যে যাইয়া মিশিলেন। ওত্‌বে অলীদ পর্বত বিহার পরিত্যাগ করিয়া সহচরগণসহ শিবিরে আসিবার জন্য শিখর হইতে অবরোহণ করিল।

মোহাম্মদ হানিফার প্রেরিত দূত অলীদ-শিবিরে অল্প সময়মধ্যে যাহা যাহা জানিয়া গিয়াছেন, সমুদয় মোহাম্মদ হানিফার গোচর করিয়া বলিলেন, "বিনাযুদ্ধে মদিনায় যাওয়ার সাধ্য নাই। সৈন্যগণ বীরসাজে সজ্জিত-প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ওত্‌বে অলীদ মহোদয় এক্ষণে শিবিরে নাই।"

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে বিপক্ষ দ□ত শিবির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। মোহাম্মদ হানিফার আজ্ঞায় বিপক্ষ দূত সমাদরে আহূত হইয়া শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিল। বিশেষ সম্মানের সহিত অভিবাদন করিয়া দূতবর বলিল, "বাদশাহ নামদার! মহারাজ এজিদের আজ্ঞা এই যে, সংস্রবশূন্য নগরে প্রবেশ করিতে, বিশেষ সৈন্যসামন্তসহ পর রাজ্যে আসিতে স্থানীয় রাজার অনুমতি আবশ্যক। আপনি সে অনুমতি গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং আর অগ্রসর হইবেন না! আর একপদ ভূমি অগ্রসর হইলেই রাজপ্রতিনিধি মহাবীর অলীদ আপনার গমনে বাধা দিতে সৈন্যসহ অগ্রসর হইবেন। আর আপনি যদি হোসেন-পরিবারের সাহায্যের জন্য আসিয়া থাকেন, তবে ন্যূনতা স□বীকারপূর্বক স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রার্থনা করিলেও যাইতে পারিবেন না; বন্দিভাবে দামেস্কে যাইতে হইবে।"

দূতবর নিজ প্রভুর আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া নতশিরে পুনরায় অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, গাজী রহমান বলিতে লাগিলেন, "দূতবর! তোমার রাজপ্রতিনিধি বীরবর অলীদ মহোদয়কে গিয়া বল, আপনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে কাহারো অনুমতির অপেক্ষা করে না। হোসেনের-পরিজনকে কারাগারে হইতে উদ্ধার করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং হাসান-হোসেনের প্রতি যিনি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিতে আমরা কখনোই ভুলিব না। পৈতৃক দামেস্ক রাজ্য, মাবিয়ার পুত্র এজিদ্ যাহা নিজরাজ্য বলিয়া দামেস্ক সিংহাসনের অবমাননা করিয়াছে, তাহাকে সমুচিত শাস্তিবিধান করিব। মদিনায় প্রবেশ করিয়া আমাদের গতি ক্ষান্ত হইবে না। অলীদের লক্ষাধিক সৈন্য-শোণিতে আমাদের চিরপিপাসু তরবারির শোণিত-পিপাসা মিটিবে না! এজিদের এক-একটি সৈন্যশর□র শত খণ্ডিত করিলেও আমাদের তরবারির তেজ কমিবে না। ক্রোধ নিবৃত্তি হইবে না। বন্দিভাবে আমাদিগকে দামেস্কে পাঠাইতে হইবে না-এই সজ্জিতবেশে, এই

বীরবেশে, বিজয় নিশান উড়াইয়া, রণভেরী বাজাইতে বাজাইতে শৃগাল-কুকুরের ন্যায় শত্রুবধ করিতে করিতে আমরা দামেস্ক নগরে প্রবেশ করিব। আমাদের বিশ্রাম-বিরাম-ক্লান্তি কিছুই নাই। এখন মদিনায় প্রবেশ করিব। তুমি শিবিরে যাইতে-না-যাইতে দেখিবে-যুদ্ধ নিশান উড়িয়াছে, আমরাও শিবিরের নিকটবর্তী।"

দূতবর নতশিরে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন। তাঁহার শিবির হইতে বহির্গত হওয়া মাত্রেই সুনীল আকাশে মোহাম্মদ হানিফার পক্ষে লোহিত ধ্বজা উড়িতে লাগিল। ঘোররবে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। কাড়া-নাকাড়া ও ডঙ্কা ঝাঁজরি শারদীয় ঘনঘটাকে পরাজয় করিয়া চতুর্দিক আলোড়িত করিয়া তুলিল। তুরঙ্গসকল কর্ণ উষ্চ করিয়া পুচ্ছ-গুচ্ছ স্বাভাবিক ঈষ   বক্রভঙ্গিতে হ্রেষারবে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। পদাতিক সৈন্যরাও বীরদর্পে পদক্ষেপণ করিতে লাগিল। বহুদূর ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মোহাম্মদ হানিফার অন্তরে ভ্রাতৃবিয়োগ শোক, পরিবারের কারারোধ-বেদনা বা জয়নালের উদ্ধার চিন্তার নাম এখন নাই। এখন একমাত্র চিন্তা-মদিনায় প্রবেশ ও হজরত নূরনবী মোহাম্মদের রওজা 'জিয়ারত' (ভক্তি দর্শন)। কিন্তু মুখের ভাব দেখিলে বোধ হয় যে তিনি নিশ্চিন্তভাবে সৈন্য-শ্রেণীকে উ   সাহের দৃষ্টান্ত সাহসের আদর্শ ও বীরজীবনের উপমা দর্শন করাইয়া মহানন্দে অশ্ব চালাইয়া যাইতেছেন। এজিদপক্ষেও সমর-প্রাঙ্গণ-সীমার নির্দিষ্ট লোহিত নিশান নীলাকাশে দেখা দিয়াছে। সৈন্যশ্রেণী সপ্তশ্রেণীতে পঞ্চপ্রকার ব্যূহ নির্মাণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন ব্যূহ চতুষ্কোণে স্থাপিত, কোন ব্যূহ পশু-পক্ষীর শরীরের আদর্শে গঠিত। আক্রমণ এবং বাধা উভয়ভাবেই অটল।

গাজী রহমান বলিলেন,-"অলীদ যে প্রকারে ব্যূহ নির্মাণ করিয়া আক্রমণ এবং বাধা দিতে দণ্ডায়মান, এ সময় একটু বিবেচনার আবশ্যক হইতেছে। আমাদের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা বিপক্ষসৈন্য অধিক-তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্মুখযুদ্ধে আমাদের আম্বাজী সৈন্যগণ সুদক্ষ। এত অধিক বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ব্যূহ ভেদ করিলেও আমাদের বিস্তর সৈন্যক্ষয় হইবে। কিছুক্ষণের জন্য শত্রুদিগকে দ্ব রথ যুদ্ধে আহ্বান করাই যুক্তিসঙ্গত। যদি অলীদের আর সৈন্য না থাকে তবে অবশ্যই তাহাকে রচিত ব্যূহ ভগ্ন করিয়া যুদ্ধার্থে সৈন্য পাঠাইতে হইবে। একজন আম্বাজী সৈন্য যদি দশজন কাফেরকে নরকে প্রেরণ করিয়া শহীদ হয় সেও সৌভাগ্য।"

মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহমানের বাক্যে অশ্বগতি র ধ করিলেন। ক্রমে সৈন্যগণও প্রভুকে গমনে ক্ষান্ত দেখিয়া দণ্ডায়মান হইল।
গাজী রহমান বলিলেন, "কে দ্বৈরথ-যুদ্ধ-প্রিয়? কার অস্ত্র অগ্রে শত্রুশোণিতপানে সমু   সুক?"

অশ্বারোহী সৈন্যগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি অগ্রে যাইব।" মোহাম্মদ হানিফা সকলকে ধন্যবাদ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন, "প্রথম যুদ্ধ জাফরের।"

জাফর প্রভুর আদেশে নিষ্কোষিত অসিহস্তে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষ সৈন্যকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আহ্বানের শব্দ অলীদ-শিবিরে প্রবেশমাত্র মুহূর্তমধ্যে বায়ুবেগে বিপক্ষদল হইতে একজন সৈন্য আসিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে! মদিনা প্রবেশের আশা এই পরিশুষ্ক বালুকা রাশিতে বিসর্জন করিয়া পলায়ন কর। ওরে! তোরা কী সাহসে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্? হাসান, হোসেন, কাসেম যখন আমাদের হাতে বিনাশ হইয়াছে, তখন তোরা কোন্ সাহসে তরবারি ধরিয়াছিস্? তোদের সৌভাগ্যসূর্য কারবালা প্রান্তরে লোহিত বসন পরিয়া ইহকালের তরে একেবারে অস্তমিত হইয়াছে। এখন তোদের অঙ্গে নীল বসনই বেশি শোভা পায়; আর্তনাদ এবং বক্ষে করাঘাত করাই তোদের এখনকার কর্তব্য; রণভেরী বাজাইয়া আবার কি সাধে তরবারি ধরিয়াছিস্? দুঃসময়ে লোকে যে বুদ্ধিহারা হইয়া আত্মহারা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত তোরাই আজ দেখাইলি, জগ∏ হাসাইলি। পিপ□লিকার পালক যে জন্য উঠিয়া থাকে, তাহাই তোদের ভাগ্যে আছে। আর অধিক কি?"

আম্বাজী বীর বলিলেন, "কথার উত্তর-প্রত্যুত্তরের সময় আমাদের এখন নাই। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যমদূত অস্থির হইতেছেন; আমার হস্তস্থিত অস্ত্র প্রতি চাহিয়া আছেন।"

"যমদূত কোথায় রে বর্বর! দেখ, যমদূত কে?" বলিয়াই অসির আঘাত! আঘাতে আঘাত উড়িয়া গেল। এজিদ্-সেনা লজ্জিত, মহা লজ্জিত হইলেন। অশ্ব ফিরাইয়া পুনরায় আঘাত করিবার ইচ্ছায় যেমন তরবারি উত্তোলন করিয়াছেন, অমনই তাঁহার বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া জাফরের সুতীক্ষ্ণ অসি, চঞ্চল চপল সদৃশ চাকিচক্য দেখাইয়া চলিয়া গেল। অলীদ জাফরের তরবারির হাত দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। এদিকে দ্বিতীয় যোধ সমরে আগত। সে আর টিকিল না-যে তেজে আগত, সেই তেজেই খণ্ডিত। তৃতীয় সৈন্য উপস্থিত-সে আর তরবারি ধরিল না,-বর্শা ঘুরাইয়া জাফরের প্রতি নিক্ষেপ করিল। জাফর সে আঘাত ভর্মে উড়াইয়া পদাঘাতে ব□পক্ষকে অশ্ব হইতে মৃত্তিকায় ফেলিয়া বর্শার দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। চতুর্থ বীর গদাহস্তে আসিয়া জাফরকে বলিল, "কেবল তরবারি খেলা আর বর্শা ভাঁজাই শিখিয়াছ। বল তো ইহাকে কি বলে?" গদা বজ্রব∏ জাফরের মাথায় পড়িল। জাফর বামহস্তে বর্ম ধরিয়া গদার আঘাত উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু রোষে তাঁহার চক্ষু ঘোর রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। মহাক্রোধে তরবারির আঘাত করিয়া বলিলেন, "যা কাফের, তোর গদা লইয়া নরকে যা।"

উভয় দলের লোকেই দেখিল যে গদাধারী যোধশরীর দ্বিখণ্ডিত হইয়া অশ্বের দুই দিকে পড়িয়া গেল।

ক্রমে দামেস্কের সত্তরজন সেনাকে একা জাফর শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এখনো ব্যূহ পূর্ববৎ রহিয়াছে। কিন্তু আর কেহই দ্বৈরথযুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে না। জাফর চক্রাকারে অশ্ব চালাইতেছেন,- অশ্ব গলদ্ঘর্ম হইয়া ঘনঘন শ্বাস নিক্ষেপ করিতেছে।

ওত্বে অলীদ মহাক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, "একটা লোক সত্তরজনের প্রাণ বিনাশ করিল, আর তোমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলে না। দ্বৈরথ যুদ্ধ তোমাদের কার্য নহে! প্রথম ব্যূহের সমুদয় সৈন্য যাইয়া হানিফার সৈন্যের মস্তক আনয়ন কর।"

আজ্ঞামাত্র জাফরকে সৈন্যগণ ঘিরিয়া ফেলিল। মোহাম্মদ হানিফার আশাও পূর্ণ হইল; গাজী রহমান বলিলেন, "এ-ই সময়-এ-ই উপযুক্ত সময়!" সিংহগর্জনে মোহাম্মদ হানিফা আসিয়া জাফরের পৃষ্ঠপোষক হইলেন, অশ্বের দাপটে দামেস্ক সৈন্যগণ বহু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

অলীদ দেখিলেন, মোহাম্মদ হানিফা স্বয়ং জাফরের পৃষ্ঠপোষক। দ্বিতীয় ব্যূহ ভগ্ন করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "উভয়কে ঘিরিয়া কেবল তীর নিক্ষেপ কর! তরবারির আয়ত্তমধ্যে কেহ যাইয়ো না।"

আজ হান□ফার মনের সাধ পূর্ণ হইল। ভ্রাতৃবিয়োগ-শোক-বহ্নি বিপক্ষ-শোণিতে শীতল করিতে লাগিলেন। দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিয়া কি করিবে? তরবারির আঘাতে, দুল্দুলের (হানিফার অশ্বের নাম) পদাঘাতে, জাফরের বর্শায় দামেস্ক-সৈন্য তৃণবৎ উড়িয়া যাইতে লাগিল,- মরুভূমিতে রক্তের স্রোত চলিল। জগৎ -লোচন রবি, সেই রক্তস্রোতের প্রতিবিম্বে আরক্তিম দেহে পশ্চিমগগনে লুক্কায়িত হইলেন। মোহাম্মদ হানিফা এবং জাফর শত্রু-বিনাশ বিরত হইয়া বেষ্টনকারী সৈন্যের এক পার্শ্ব হইতে কয়েকজনকে লোহিত বসন পরাইয়া সেই পথে নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কার সাধ্য সম্মুখে দাঁড়ায়? কত তীর, কত বর্শা মোহাম্মদ হানিফার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইল-কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

ওত্বে অলীদ প্রথম যুদ্ধ-বিবরণ, হানিফার বাহুবলের পরিচয়, তাঁহার তরবারি-চালনের ক্ষমতা, বিস্তারিতরূপে লিখিয়া দামেস্কনগরে এজিদের নিকট কাসেদ প্রেরণ করিল।

দশম প্রবাহ

বিশ্রামদায়িনী নিশার দ্বিযাম অতীত! অনেকেই নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন। এ সময় কিন্তু আশা, নিরাশা, প্রেম, হিংসা, শোক, বিয়োগ, দুঃখ, বিরহ, বিচ্ছেদ, বিকার এবং অভিমানসংযুক্ত হৃদয়ের বড়ই কঠিন সময়। সে হৃদয়ে শান্তি নাই-সে চক্ষে নিদ্রা নাই। ঐ এজিদের মন্ত্রণাগৃহে দীপ জ্বলিতেছে, প্রাঙ্গণে, দ্বারে, শাণিত কৃপাণহস্তে প্রহরী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গৃহাভ্যন্তরে, মন্ত্রণাদাতা মারওয়ানসহ এজিদ জাগরিত, সন্ধানী গুপ্তচর সম্মুখে উপস্থিত।

মারওয়ান আগন্তুক গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে যাইতে দেখিলে? আর সন্ধান□ই-বা কি কি জানিতে পারিলে?"

"আমি বিশেষ সন্ধানে জানিয়াছি, তাহারা হানিফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছে।"

"মোহাম্মদ হানিফা যে মদিনায় গিয়াছে-এ কথা তোমাকে কে বলিল?"

"তাঁহাদের মুখেই শুনিলাম! মোহাম্মদ হানিফা প্রথমতঃ কারবালাভিমুখে যাত্রা করেন; পরে কি কারণে কারবালায় না যাইয়া মদিনায় গিয়াছেন, সে কথা অপ্রকাশ।"

"তবে কী যুদ্ধ বাঁধিয়াছে?"

"যুদ্ধ না বাঁধিলে সাহায্য কিসের?"

"আচ্ছা, কত পরিমাণ সৈন্য?"

"অনুমানে নিশ্চয় করিতে পারি নাই; তবে তুরস্ক ও তোগান প্রদেশেরই বিস্তর সৈন্য। এই দুই রাজ্যের ভূপতিদ্বয়ও আছেন।"

এজিদ্ বলিল, "কী আশ্চর্য! ওত্বে অলীদ কী করিতেছেন? ভিন্ন দেশ হইতে হানিফার সাহায্যার্থ সৈন্য যাইতেছে, সৈন্য-সামন্তের আহারীয় পর্যন্ত সঙ্গে যাইতেছে, ইহার কী কোন সংবাদ অলীদ প্রাপ্ত হয় নাই? মোহাম্মদ হানিফা স্বয়ং মহাবীর, তাহার উপরেও এত সাহায্য, শেষ যাহাই হউক, ঐ সকল সৈন্যগণ যাহাতে মদিনায় যাইতে না পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে। ঐ সকল সৈন্য ও আহারীয় সামগ্রী যদি মদিনায় না যায়, তাহা হইলেও অনেক লাভ। এমন কোন বীরপুরুষই কী

দামেস্ক রাজধানীতে নাই যে, উপযুক্ত সৈন্য লইয়া এই রাত্রেই উহাদিগকে আক্রমণ করে, আরো না হয় গমনে বাধা দেয়?"

সীমার করজোড়ে বলিলেন, "ব□দশাহ নামদার! চির-আজ্ঞাবহ দাস উপস্থিত, কেবল আজ্ঞার অপেক্ষা। যে হস্তে হোসেন-শির কারবালা-প্রান্তর হইতে দামেস্কে আনিয়াছি, সেই হস্তে তোগানের ভূপতি ও তুরস্কের সম্রাটেক পরাস্ত করা কতক্ষণের কার্য?"

এজিদের চিন্তিত হৃদয়ে আশার সঞ্চায় হইল। মলিনমুখে ঈষ৲ হাসির আভা প্রকাশ পাইল। তখনই সৈন্য-শ্রেণীর অধিনায়ককে সীমারের আজ্ঞাধীন করিয়া দিলেন।

সীমার হানিফার সাহায্যকারীদিগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সৈন্য লইয়া গুপ্তচরসহ ঐ নিশীথ সময়ে যাত্রা করিলেন।

এজিদ্ বলিলেন, "মারওয়ান! মোহাম্মদ হানিফা একাদিক্রমে শত বর্ষ যুদ্ধ করিলেও আমার সৈন্যবল, অর□থবল ক্ষয় করিতে পারিবে না। যে পরিমাণ সৈন্য নগর হইতে বাহির হইবে, তাহার দ্বিগুণ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পূর্বেই আদেশ করিয়াছি! ওদিকে যুদ্ধ হউক, এদিকে আমরা জয়নাল আবেদীনকে শেষ করিয়া ফেলি। জয়নাল আবেদীনের মৃত্যু ঘোষণা হইলে হানিফা কখনোই দামেস্কে আসিবে না। কারণ জয়নাল উদ□ধারই হানিফার কর্তব্য কার্য, সেই জয়নালই যদি জীবিত না থাকিল তবে হানিফার যুদ্ধ বৃথা। দ্বিতীয় কথা, হানিফার বন্দি অথবা মৃত্যু আমাদের পক্ষে উভয়ই মঙ্গল। কিন্তু যদি জয়নাল জীবিত থাকে, আর হানিফাও জয়লাভ করে, তাহা হইলে মহা সঙ্কট ও বিপদ! এ অবস্থায় আর জয়নালকে রাখা উচিত নহে। আজ রাত্রেই হউক, কি কাল প্রত্যূষেই হউক, জয়নালের শিরচ্ছেদ করিতেই হইবে।"

"আমি ইহাতে অসম্মত নহি, কিন্তু ওত্বে অলীদের কোন সংবাদ না পাইয়া জয়নালবধে অগ্রসর হওয়া ভাল কি মন্দ, তাহা আজ আমি স্থির বলিতে পারিলাম না। জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিয়া দামেস্ক সিংহাসনের অধীনতা স্বীকারপূর্বক কিছু কিছু কর যোগাইলে দামেস্ক রাজ্যের যত গৌরব, হোসেন-বংশ একেবারে শেষ করিয়া একচ্ছত্র রূপে মক্কা-মদিনায় রাজত্ব করিলে কখনো তত গৌরব হইবে না।"

"সে কথা যথার্থ, কিন্তু তাহাতে সন্দেহ অনেক। কারণ জয়নাল প্রাণরক্ষার জন্য আপাতত আমার অধীনতা স্বীকার কর□লেও করিতে পারে, কিন্তু সে যে বংশের সন্তান, তাহাতে কালে তাহার

পিতা, পিতৃব্য এবং ভ্রাতাগণের দাদ উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া আমার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না, ইহা আমি কখনোই বিশ্বাস করিতে পারি না।"

"যাহা হউক মহারাজ! জয়নাল-বধ বিশেষ বিবেচনাসাপেক্ষ; আগামীকল্য প্রাতে যাহা হয়, করিব।"

একাদশ প্রবাহ

এজিদের গুপ্তচরের অনুসন্ধান যথার্থ। তোগান ও তুর্কীয় ভূপতিদ্বয় সসৈন্যে মোহাম্মদ হানিফার সাহায্যে মদিনাভিমুখে যাইতেছেন এবং দিনমণি অস্তাচলে গমন করায়, গমনে ক্ষান্ত দিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছেন। প্রহরিগণ ধনু হস্তে শিবির রক্ষার্থে দণ্ডায়মান। শিবিরের চতুর্দিকে আলোকমালা সজ্জিত। ভূপতিগণ স্ব-স্ব নিরূপিত স্থানে অবস্থিত। শিবিরমধ্যে বিশ্রাম, আয়োজন, রন্ধন, কথোপকথন, স্বদেশ-বিদেশের প্রভেদ, জলবায়ুর গুণাগুণ, দ্রব্যাদির মূল্য, আচার-ব্যবহারের আলোচনা, নানা প্রকার কথা এবং আলাপের স্রোত চলিতেছে।

ওদিকে সীমার সসৈন্যে মহাবেগে আসিতেছে। সীমারের মনে আশা অনেক। হোসেনের মস্তক দামেস্কে আনিয়া পুরস্কার পাইয়াছে, আবার এই বৃহৎ কার্যে কৃতকার্য হইতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবে। ক্রমে মানমর্যাদার বৃদ্ধির সহিত পদবৃদ্ধির নিতান্তই সম্ভাবনা। যদি বিপক্ষদলের সহিত দেখা হয়, তবে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিবে, কি নিশাচর নরপিশাচের ন্যায় গুপ্তভাবে আক্রমণ করিবে-এ চিন্তাও অন্তরে উদয় হইয়াছে। কি করিবে, আজ মহারাজ এজিদের সৈন্যাধ্যক্ষ পরিচয়ে দণ্ডায়মান হইবে, কি দস্যু নামে জগৎ কাঁপাইবে-এ পর্যন্ত মীমাংসা করিতে পারে নাই। যাইতে যাইতে আগন্তুক রাজগণের শিবির বহির্দ্বারস্থ আলোকমালা দেখিতে পাইল। স্থায়ী গৃহ নহে, চিরস্থায়ী রাজপুরী নহে,-নিশোপযোগী বস্ত্রবাস মাত্র। তাহারই সম্মুখস্থ আলোকমালার পারিপাট্য দেখিয়া সীমার আশ্চর্যান্বিত হইল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই নয়নের তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল। শিবিরের চতুষ্পার্শ্বেই প্রহরী হস্তে তীরধনু, বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রহরীরা আপন-আপন কার্য করিতেছে। সাবধানের মার নাই! সীমারের পথপ্রদর্শক গুপ্তচরদিগের হস্তস্থিত দীপশিখা শিবির রক্ষীদিগের চক্ষে পড়িবামাত্র তাহারা পরস্পর কি কথা বলিয়া শরাসনে বাণ যোজনা করিল। সীমারদলের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব দিয়া সমযোগে দুইটি শর বজ্র শব্দে চলিয়া গেল। পাষাণহৃদয় সীমারের অঙ্গ শিহরিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ক্রমেই সুতীক্ষ্ণ বাণ উপর্যুপরি সীমার-সৈন্য মধ্যে

আসিয়া পড়িতে লাগিল। শিবিরমধ্যে সংবাদ রটিয়া গেল যে, দস্যুদল অগ্নি জ্বালিয়া শিবির লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে। তাহাদের য□ প্রকার গতি দেখিতেছি, অল্প সময়মধ্যে শিবির আক্রমণ করিবে। সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে প্রস্তুত হইলেন। তাহাদের জ্বালিত আলোকাভায় অস্ত্রের চাক্চিক্য, অশ্বের অবয়ব, সৈন্যের সজ্জিত বেশ সকলেই দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তমোময়ী নিশার প্রতিবন্ধকতায় নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করিতে পারিলেন না, দস্যু কী রাজসৈন্য। গুপ্তসন্ধানীরাও সন্ধান করিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না! মহা সঙ্কট! সীমারের দুইটি চিন্তার একটি নিষ্ফল হইল। দস্যুভাবে আক্রমণ করিতে আর সাহস হইল না। প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করিবে স্থির করিয়া রণবাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল।

আর সন্দেহ কি? আগন্ত□ক সৈন্যদল জনৈক দূত পাঠাইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুর অভিমত হইতে, কাহারো কাহারো অমত হইল। তাঁহারা বলিলেন, "এই দল প্রথমে দস্যুভাবে, শেষে প্রকাশ্য রণবাদ্য বাজাইয়া আসিয়াছে, ইহাদিগকে বিশ্বাস নাই! সমর পদ্ধতি চির প্রচলিত বিধি, এ আগন্তুক শত্রুর নিকট আশা করা যাইতে পারে না। এই দলের অধিনায়ক খ্যাতনামা বীর হইলেও এইক্ষণে তিনিও নিতান্ত নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, অতএব কখনোই উহার নিকট দূত পাঠান কর্তব্য নহে।"

শিবিরস্থ প্রায় সকল লোকই দেখিলেন যে, আগন্তুক দল ক্রমে তিন দলে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ ও বামে দুই দল চলিয়া গেলে এক দল স্থিরভাবে যথাস্থানে দণ্ডায়মান রহিল। নিশীথ সময়ে যুদ্ধ কী ভয়ঙ্কর! শিবিরস্থ মন্ত্রীদল মন্ত্রণায় বসিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল, এক্ষণে কেবল আত্মরক্ষা, নিশাবসান হইলে চক্ষু দেখিয়া যাহা বিবেচনা হয় যুক্তি করিব। তবে রক্ষীরা আত্মরক্ষা ও শত্রুগণের আক্রমণে বাধা জন্মাইতে কেবল তীর-ধনুক যাহা করিতে পারে, তাহাই করুক, নিশাবসান না হইলে অন্য কোন প্রকারের অস্ত্র ব্যবহার করা যাইবে না। যতক্ষণ প্রভাতবায়ু বহিয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত তীর চলিতে থাকুক। ইহারা কে, কেন, আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল, তাহার এ পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সন্ধান না লইয়া, শত্রুবল না বুঝিয়া আক্রমণ বৃথা। অনিশ্চিত অপরিচিত আগন্তুক শত্রুর সহিত হঠা□ যুদ্ধ করা শ্রেয়স্কর নহে।

সীমার প্রেরিত সৈন্যদল দুই পার্শ্ব হইতে অগ্রসর হইতে হইতে পুনঃ একত্র মিশিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে শিবিরাভিমুখে যাইতে লাগিল। ক্রমেই অগ্রসর, ক্রমেই আক্রমণের উদ্যোগ!

এ যুদ্ধ দেখে কে? এ বীরগণের প্রশংসা করে কে? সীমার বাহাদুরির যশোগান মুক্তকণ্ঠে গায় কে? জাগে নক্ষত্র, জাগে নিশা, জাগে উভয় দলের সৈন্যদল। কিন্তু দেখে কে?

সীমার দল এবং তাহার অর্ধচন্দ্রাকৃতি দল অগ্রসরে ক্ষান্ত হইল। আর পদবিক্ষেপের সাহস হইল না। শিবিরের চতুর্দিক হইতে অনবরত তীর আসিতে লাগিল। সীমারপক্ষীয় বিস্তর সৈন্য তীরাঘাতে হত-আহত হইয়া ভগ্নো□ সাহ হইয়া পড়িল। উভয় দলেই দুই হস্তে নিশাদেবীকে তাড়াইয়া ঊষার প্রতীক্ষা করিতেছেন-গগনের চিহ্নিত নক্ষত্র-প্রতিও বারবার চক্ষু পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে শুকতারা দেখা দিল, শিবিররক্ষীদিগের তীরও তূণীরে উঠিল। কারণ প্রভাতীয় উপাসনার সময় প্রায় সমাগত; এ সময় অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। বিপক্ষদল তীর নিক্ষেপে ক্ষান্ত হইলেও, সীমার সৈন্য একপদ ভূমিও অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। স□মারের জ্বলন্ত উত্তেজনা বাণীতেও তাহাদের হস্তপদ আর উঠিল না। সকলেরই প্রভাতের প্রতীক্ষা।

শিবিরস্থ মন্ত্রীদল দেখিতেছেন, শিবিরের চতুর্দিকেই বিপক্ষ সৈন্য, আপনারা এক প্রকারে বন্দি! এ আগন্তুক শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে মদিনা যাওয়া কঠিন। উভয় দলই ঊষাদেবীর প□রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। ক্রমে প্রদীপ্ত দীপশিখার তেজ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল-ঘোর অন্ধকারে তরলতা প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাতবায়ুর সহিত ক্ষণস্থায়ী ঊষাদেবী ধবল বসনে ঘোমটা টানিয়া, পূর্ব দিক হইতে রজনী-দেবীকে সরাইয়া সরাইয়া দিনমণির আগমনপথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন! উভয় দলই পরস্পরের চক্ষে পড়িল।

সীমার পক্ষ হইতে জনৈক অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতবেগে শিবিরের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা যে উদ্দেশ্যে যেখানে যাইতেছ, ক্ষান্ত হও! যদি প্রাণের আশা থাকে গমনে ক্ষান্ত হও-আর যাইতে পারিবে না। যদি চক্ষু থাকে, তবে চাহিয়া দেখ, তোমরা মহারাজ এজিদের প্রধান বীর সীমারের কৌশলে এখন বন্দি! পরের জন্য কেন প্রাণ হারাইবে? তোমাদের সহিত মহারাজ এজিদের কোন প্রকারের বাদ-বিসম্বাদ নাই। তোমাদের কোন বিষয়ে অভাব কি অনটন হইয়া থাকে, বল-আমরা অভাব পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি। মানে মানে প্রাণ লইয়া স্ব-স্ব রাজ্যে গমন কর। মদিনাভিমুখে যাইবার কথা আর মুখে আনিয়ো না। যদি এই-সকল কথা অবহেলা করিয়া মদিনাভিমুখে যাইতে কিঞ্চি□ অগ্রসর হও, তবে, জানিয়ো, মরণ অতি নিকট। এখন তোমাদের ভাল-মন্দের ভার তোমাদের হস্তে।"

শিবিরবাসীদের পক্ষ হইতে কেহ তাহার নিকটে আসিল না, কেহ তাহার কথায় উত্তর করিল না। কিন্তু□ কথা শেষের সহিত,-লাখে-লাখে ঝাঁকে-ঝাঁকে তীরসকল গগন আচ্ছন্ন করিয়া, স্বাভাবিক শন্‌শন্ শব্দে আসিতে লাগিল। আক্রমণ ও বাধার আশা, অতি অল্প সময়মধ্যেই সীমারের অন্তর হইতে অপসৃত হইয়া গেল। সীমারের সৈন্যগণ আর তিষ্ঠিতে পারিল না। আঘাত সহ্য করিতেছে, মরিতেছে, কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে, রক্তবমন করিতেছে, বক্ষ হইতে রক্তের ধারা ছুটিতেছে,

চক্ষু উল্টাইয়া পড়িতেছে, ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মহা অস্থির হইয়া পলাইতেছে; আবার কেহ ধরাশায়ী হইয়া নাকে-মুখে শোণিত উদ্গীরণ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতেছে।

সীমারের চাতুরী বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। সন্ধির প্রস্তাব□ দূত প্রেরণ করিল। শিবিরস্থ সৈন্যগণের সুতীক্ষ্ণ তীর তূণীরে প্রবেশ করিল, ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

সীমার-প্রেরিত দূতের প্রার্থনা এই যে, "আমরা বহু দূর হইতে আপনাদের অনুসরণে আসিয়া মহাক্লান্ত হইয়াছি। আজিকার মত যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক;-আগামী প্রভাতে আমরা প্রস্তুত হইব। যদি বিবেচনা হয়, তবে বিনাযুদ্ধে মদিনার পথ ছাড়িয়া দিব। আমার মহাক্লান্ত!"

শিবিরস্থ মন্ত্রীদল মধ্যে তুর্কীর মন্ত্রী বলিলেন, "আমরা সম্মত হইলাম, ক্লান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করিলে, অস্ত্রের অবমাননা করা হয়। আমরা ক্ষান্ত হইলাম। তোমরা পথশ্রান্তি দূর কর।"

সীমারদূত যথাবিধি অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

সীমার চিন্তায় মগ্ন হইল। অনেকক্ষণের পর সীমারের কথা ফুটিল-প্রকাশ্য যুদ্ধে পারিব না। কখনই পারিব না। এই তীরের মুখে আমরা টিকিতে পারিব না। কৌশলে, না হয় অর্থে কার্যসিদ্ধি হইবে, বাহুবলের আশা বৃথা। সীমার উঠ□লেন। পরিচারকগণকে বলিলেন, "আমার এই সকল যুদ্ধসাজ, অস্ত্রশস্ত্র, বেশভূষা রাখিয়া দাও, যদি কখনো অস্ত্র হস্তে লইবার উপযুক্ত হই, তবে লইব। নতুবা এই রাখিলাম। সীমার আর উহা স্পর্শ করিবে না। যুদ্ধসাজ অস্ত্রশস্ত্র আমাদের উপযুক্ত নহে, তুর্কী ও তোগানের সৈন্যগণই উহার যথার্থ অধিকারী।"

দ্বাদশ প্রবাহ

তুমি না সেনাপতি! ছি ছি সীমার! তুমি যে এক্ষণে এজিদের সেনাপতি! কী অভিমানে বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশ ধারণ করিয়াছ? উচ্চ পদ লাভ করিয়াও কী তোমার চির-নীচতা স্বভাব যায় নাই? ছি ছি! সেনাপতির এই কার্য? বল তো, আজ কোন্ কুসুম-কাননের প্রস্ফুটিত কমলগুচ্ছ সকল গোপনে হরণ করিতে ছদ্মবেশী হইলে? কী অভিপ্রায়ে অঙ্গে মলিন-বসন,-স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি,-শিরে জীর্ণ আস্তরণ? এত কপটতা কার জন্য? তোমার অন্তরের কপাট তুমিই খুলিয়া দেখ, দেখ তো, বাহ্যিক বেশের সহিত তাহার কোন বর্ণের সম্মিলন আছে কি-না? মনের

কথা মন খুলিয়া বল তো, তোমার পূর্বকথার সহিত কোন কথার সমতা আছে কি-না? ও-হস্তে আর অস্ত্র ধরিবে না-তাহাই কী সত্য? সেই অভিমানেই কী এই বেশ? আজ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছ বলিয়াই কী সৈন্যাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী? কিন্তু সীমার একটি কথা! সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়া দশ দিনের মধ্যে আর জগতে আসিবেন না,-বহু পরিশ্রমের পর কিছু দিন বিশ্রাম করিবেন। ব□ সরকাল আর বিধুর উদয় হইবে না, তাঁহার ক্রোড়স্থ মৃগশিশুটি হঠা□ ক্রোড়স্খলিত হইয়া পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। সেই দুঃখে তিনি মহাকাতর! এ সকল অকথ্য, স্বভাবের বিপরীত কথাও বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু সীমার! তোমার বাহ্যিক বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া, অন্তরে বিরাগ, সংসারে ঘৃণা, ধর্মে আস্থা জন্মিয়াছে, ইহা কখনো বিশ্বাস করিতে পারি না। সূর্যদেব মধ্যগগনে-উত্তাপ প্রখর, তুমি একাকী কোথায় যাইতেছ? ওদিকে তোমার প্রয়োজন কী? ওরা যে তোমার শত্রু! শত্রুশিবিরের দিকে এ বেশে কেন?

সীমার অতি গম্ভীরভাবে যাইতেছে। শিবিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেই প্রহরিগণ বলিল, "কোন প্রাণীর প্রবেশের অনুমতি নাই-তফা□ !" সে দ্বার হইতে বিফলমনোরথ হইয়া অন্য দ্বারে উপস্থিত। সেখানেও ঐ কথা। তৃতীয় দ্বারে উপস্থিত হইলে, প্রহরিগণ কর্কশ বাক্যে বিশেষ অপমানের সহিত তাড়াইয়া দিল। নিরাশ হইয়া চতুর্থ দ্বারে উপস্থিত। সে দ্বারের প্রহরিগণ নানা প্রকার কথা তরঙ্গ উঠাইয়া আলাপে মন দিয়াছিল। সীমার ঈশ্বরের নাম করিয়া দণ্ডায়মান হইতেই প্রহরী তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কোন অধ্যক্ষ মহামতি বারণ করিলেন এবং বলিলেন, "ফকির কি চাহে জিজ্ঞাসা কর?" এ দ্ব□র তুর্কীদিগের তত্ত্বাবধানে। জিজ্ঞাসা করিলে সীমার ঈশ্বরের নাম করিয়া বলিল, "আমি সংসারত্যাগী ফকির। আমার কোন আশা নাই, কিছুই চাহি না! আপনারা কে-কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোথা যাইবেন জানিতে বাসনা। আর অন্য কোনরূপ আশা আমার নাই।"

সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন, "আপনি মহাধার্মিক। আশীর্বাদ করুন, আমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, তাহাতে কৃতকার্য হইয়া হাসিমুখে যেন স্বদেশে ফিরিয়া যাই, এই মাত্র বলিলাম। আর কোন কথা বলিব না, তবে আপনি অনুমানে যতদূর বুঝিতে পারেন।"

"আমি অনুমানে কি বুঝিব, আমি তো অন্তর্যামী নহি?"

"হজরত! কি করিব। প্রভুর আদেশ অগ্রে প্রতিপাল্য, ইহা আপনি জানেন।"

"তাহা জানি;-কিন্তু যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই নিজ মন্তব্য প্রকাশে সঙ্কুচিত।"

"আপনি যাহা বলেন আমি বলিব না,-এ সম্বন্ধে আপনার কথার আর উত্তর করিব না, অন্য আলাপ করুন।"

"অন্য আলাপ কি করিব? ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে কেহ বাধা দিতে পারে না!"

"সে কথা সত্য, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ।"

"আমি কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মাত্র; ইচ্ছা হয় বলিবেন, ইচ্ছা না হয় বলিবেন না। আর আমি ইহাও বলি, যদি আমার দ্বারা আপনাদের কোন সাহায্য হয়-আমি প্রস্তুত আছি। পরোপকার করিতে করিতেই জীবন শেষ করিয়াছি। ঈশ্বরভক্ত মাত্র□রই আমি ভক্ত। সামান্য উপকার করিতে পারিলেও কিঞ্চি॥ সুখী হইব। পরোপকার,-পরকার্য করাই আমার স্বভাব এবং ধর্ম। মানবজীবনের উদ্দেশ্য কী? পরোপকারের ন্যায় পুণ্য আর কী আছে? ভাবিতে পারেন, আমি পথের ভিখারী-এক মুষ্টি অন্নের জন্য সর্বদা লালায়িত, কিন্তু সে ভাব অক্ত লোকের হৃদয়ে উদর হওয়াই সম্ভব। আপনার ন্যায় মহান্ হৃদয়ে কি সে ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে?"

"তবে আপনি কিছু বলিবেন, আমার দ্বারাও কিছু বলাইবেন।"

"আপনি কিছু বলুন আর না বলুন, আমিই দুই-একটি কথা বলিব।"

"বলুন, আপনার কি কথা?"

"এখানে বলিব না।"

"তবে কি গোপনে বলিবেন?"

"ইচ্ছা তো তাহাই। আমার মঙ্গলের জন্য আমি ভাবি না, চিন্তাও করি না। পরিহিতসাধনই আমার কর্তব্য কার্য, নিত্য নিয়মিত ব্রত।"

"আচ্ছা চলুন, আমিই আপনার সঙ্গে যাইতেছি।"

সৈন্যাধ্যক্ষ মহামতি যাইবার সময় সঙ্গীদিগকে সঙ্কেতে বলিয়া গেলেন, "আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়ো। আমরা ঐ বৃক্ষের আড়ালে কথাবার্তা কহিব! তোমরা আমাদের অদৃশ্যভাবে বিশেষ সতর্কে সজ্জিতভাবে দূরে থাকিবে।"

সৈন্যাধ্যক্ষ সীমারের পশ্চা∏ পশ্চা∏ চলিলেন। পূর্বকথিত বৃক্ষের আড়ালে দণ্ডায়মান হইয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু কথাগুলি বড়ই মৃদুভাবে চলিল। অপরের শুনিবার ক্ষমতা রহিল না। হস্ত-চালনা, মুখভঙ্গি, মস্তক হেলন, হাঁ-না মোহাম্মদ হানিফ, এজিদ্; মহারাজ, অসংখ্য ধন, লাভের জন্য চাকুরী-আত্মীয় নয়,-ভ্রাতা নয়-লাভ কি? আপন লাভ-ইত্যাদি অনেক বাদানুবাদের পর, সৈন্যাধ্যক্ষ নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "বিশ্বাস কী?"

সীমার বলিলেন, "অগ্রে হস্তগত পরে ধৃত, শেষে শিবির ত্যাগ-আবার ত্যাগের পরেই পদ লাভ। আপনার কথাও শুনিলাম। আমার চিরব্রত হিত কথাও বলিলাম। এখন ভাবিয়া দেখুন, লাভালাভ কি?"

"তাহা তো বটে, কিন্তু শেষে একূল-ওকূল দু'কূল না যায়!"

"না-না, দুই কূল যাইবার কথা কি? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। বিশ্বাস না হয় আমিই অগ্রে বিশ্বাস স্থাপন করি। সন্ধ্যার পর একটু ঘোর অন্ধকার হইলে আপনি এই নির্দিষ্ট স্থানে আসিবেন। যে কথা সেই কার্য, হস্তগত হইলেও কি মনের সন্দেহ দূর হইবে না?"

"সে তো বটে, সে কথা তো বটে; কিন্তু শেষে কী ঘটে বলিতে পারি না।"

"আর কি ঘটিবে? আপনারাই সকল, আপনারাই বাহুবল।"

"তা যাহা হউক, আপনি কৌশল করিয়া তো আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন না?"

"যদি তাহাই বিবেচনা করেন, তবে আপনিই ঠকিলেন। আমি এখন আর কিছুই বলিব না। কেবল এইমাত্র বলিব যে, সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা টানিয়া জগ∏ অন্ধকার করিলেই আপনাকে যেন এখানে পাই। আমি বিদায় হইল□ম-নমস্কার।"

"আপনি বিদায় হইলেন বটে, কিন্তু আমার মনে অশান্তির বীজ রোপন করিয়া গেলেন।"

সীমার ত্রস্তপদে আর এক পথে স্বসৈন্য-মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সেনাপতি মহোদয়ও অতি মৃদুমৃদুভাবে পদ নিক্ষেপ করিতে করিতে শিবিরে আসিলেন। প্রহরীদ্বয়ও কিঞ্চি∏ পরে শিবিরে আসিল। ধিক□ রে তুর্কীয় সেনাপতি! ধিক্ রে অর্থ!!

ত্রয়োদশ প্রবাহ

কে জানে, কাহার মনে কী আছে? এই অস্থি, চর্ম, মাংসপেশীজড়িত দেহের অন্তরস্থ হৃদয়খণ্ডে কী আছে-তাহা কে জানে? ভুপালদ্বয় শিবিরমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন-রজনী ঘোর অন্ধকার, শিবিরস্থ প্রহরীগণ জাগরিত,-হঠা চতুর্থ দ্বারে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। ঘোর আর্তনাদ, 'মার' 'ধর' 'কাট' 'জ্বালাও' ইত্যাদি রব উঠিল। যাহারা জাগিবার, তাহারা জাগিয়া ছিল; যাহারা ঐ সকল শব্দ ও গোলযোগের প্রতীক্ষায় ছিল, তাহারা ঘোর নিদ্রার ভাণেই পড়িয়া রহিল। যাহারা যথার্থ নিদ্রায় অচেতন ছিল, তাহারা ব্যস্ত-সমস্ত জাগিয়া উঠিল, তাহাদের অন্তরাত্মা ক□□পিতে লাগিল; কোথায় অস্ত্র, কোথায় অশ্ব কিছুই স্থির করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য অগ্নিশিখা সহস্র প্রকারে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। মহা বিপদ! কার কথা কে শুনে, কেউ-বা ভূপতিগণের অন্বেষণ করে।

ভূপতিগণের মধ্যে যিনি সৈন্যগণের কোলাহল, অগ্নির দাহিকাশক্তির প্রভাবে জাগরিত হইয়াছিলেন, তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে নিশ্চয় মরণ জানিয়া মনে মনে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলেন! স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবার শক্তি নাই-কঠিনভাবে বস্ত্রে মুখ বন্ধ। শয্যা হইতে উঠিবার শক্তিও নাই-হস্ত পদ কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। যাহারা বান্ধিল, তাহারা সকলেই পরিচিত, কেবল দুই-একটি মাত্র অপরিচিত। কী করিবেন, কোন উপায় নাই! মহা মহা বীর হইয়াও হস্ত পদ বন্ধন প্রযুক্ত কোনও ক্ষমতা নাই! দেখিতে দেখিতে চক্ষুদ্বয়ও বস্ত্রে আবৃত করিয়া ফেলিল, ক্রমে শয্যা হইতে শূন্যে শূন্যে কোথায় লইয়া চলিল।

শিবিরমধ্যে যাহারা যথার্থ নিদ্রিত ছিল, তাহারা অনেকেই জ্বলিয়া ভস্মসা হইয়া গেল। যাহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহারা কেহই মরিল না, শিবিরেও থাকিল না, সীমারদলে মিশিয়া গেল। অবশিষ্টের মধ্যে কে জ্বলন্ত হুতাশন নিবারণ করে? কে প্রভুর অন্বেষণ করে? কে মন্ত্রীদলের সন্ধান লয়? আপন আপন প্রাণ লইয়াই মহাব্যস্ত!

ভূপতিদ্বয়কে বন্ধন-দশাতেই শিবিরে লইয়া সীমার নির্দিষ্ট আসনে বসিল। বন্দিদ্বয়ের বন্ধন, চক্ষের আবরণ মোচন করাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইল। গায় গায় প্রহরী। পদমাত্রও হেলিবার সাধ্য নাই! চক্ষে দেখিলেন যে, তাঁহাদের কতক সৈন্য ঐ দলে দণ্ডায়মান-মহা হর্ষে বক্ষ বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান,-কিন্তু সীমারের আজ্ঞাবহ।

সীমার বলিল, "আপনারা মহারাজ এজিদের বিরুদ্ধে হানিফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছেন, সেই অপরাধে অপরাধী এবং আমার হস্তে বন্দি। মহারাজ এজিদ্ স্বয়ং আপনাদের বিচার করিবেন, ফলাফল তাঁহার হস্তে। আমি আপনাদিগক□ এখনই দামেস্কে লইয়া যাইব। আপনারা বন্দি!" এই বলিয়া ভূপতিদ্বয়কে পুনরায় বন্ধন করিতে আজ্ঞা করিয়া দরবার ভঙ্গ করিল।

সীমার-শিবিরে আনন্দের লহরী ছুটিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের প্রতীক্ষা-গত রজনীতে সীমার প্রভাতের প্রতীক্ষায় ছিল, এখনো প্রভাতের প্রতীক্ষায় আছে। দগ্ধশিবির□ও প্রভাতের প্রতীক্ষা। শিবিরস্থ সৈন্য যাহারা পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, তাহাদেরও প্রভাতের প্রতীক্ষা। এ প্রভাত কাহার পক্ষে সুপ্রভাত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? দগ্ধীভূত শিবিরের অগ্নি এখনো নির্বাণ হয় নাই। কত সৈন্য নিদ্রার কোলে অচেতন অবস্থায় পুড়িয়া মরিয়াছে, কত লোক অর্ধ পোড়া হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। ভূপতিগণের অবস্থা কী হইল, তাঁহারা পুড়িয়া খাক হইয়াছেন-কি পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন,-পলায়িত সৈন্যগণ তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। যাহাদের সম্মুখে ভূপতিগণকে বান্ধিয়া লইয়া গিয়াছে তাহারা কে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনো জানা যায় ন□ই।

আজ সীমারের অন্তরে নানা চিন্তা। এ চিন্তার ভাব ভিন্ন, আকার ভিন্ন, প্রকার ভিন্ন। কারণ-সুখের চিন্তার ইয়ত্তা নাই, সীমা নাই, শেষ নাই। যে কার্যভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া দামেস্ক হইতে যাত্রা করিয়াছিল, সর্বতোভাবেই তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছে। মনে আনন্দের তুফান উঠিয়াছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিয়া মহা গোলযোগ করিতেছে। ধনলাভ, মর্যাদাবৃদ্ধি, কী পদবৃদ্ধি, কী হইবে, কী চাহিবে, কী গ্রহণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। রজনী প্রভাত হইল। জগ∏ জাগিল, প্রথমে পক্ষীকুল, শেষে মানবগণ, বিশ্বর ন বিশ্বপতির নাম মুখে করিয়া জাগিয়া উঠিল। পূর্বগগনে রবিদেব আরক্তিম লোচনে দেখা দিলেন। গত দিবাবসানে যে কারণে মলিনমুখ হইয়া অস্তাচলে মুখ ঢাকিয়াছিলেন, আজ যেন সে ভাব নাই। ঘোর লোহিত, অসীম তেজ-দেখিতে দেখিতে সেই প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সীমার দামেস্ক যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত,-সৈন্যগণ সাজিতেছে, অশ্ব সকল সজ্জিত হইয়া আরোহীর অপেক্ষায় রহিয়াছে, বাজনার রোল ক্রমেই বাড়িতেছে, বিজয়-নিশান উচ্চশ্রেণীতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় যেন রবিদেবের প্রজ্বলিত অগ্নিমূর্তির সহিত পূর্বদিকে প্রায় লক্ষাধিক দেবমূর্তির সশস্ত্র আবির্ভাব। কী দৃশ্য! কী চম∏ কার বেশ! স্বর্ণ রজত নির্মিত দণ্ডে কারুকার্যখচিত পতাকা। অশ্বপদবিক্ষেপের শ্রীই-বা কী মনোহর! অস্ত্রের চাকচিক্য আরো মনোহর, সূর্যতেজে অতি চম∏ কার দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। সীমার আশ্চর্যান্বিত হইল! পতাকার চিহ্ন দেখিতে দেখিতে তাহার বদনে বিষাদ-কালিমা রেখার শত শত চ□হ্ন বসিয়া গেল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, হৃদয় কাঁপিতে

লাগিল, চঞ্চল অক্ষি স্থির হইল। মুখে বলিল, "এ কার সৈন্য? এ যে নূতন বেশ, নূতন আকৃতি, নূতন সাজ। উষ্ট্রোপরি ডঙ্কা, নাকাড়া, নিশান-দণ্ড উষ্ট্রপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান, আকার-প্রকার বীরভাবের পরিচয় দিতেছে! বংশীরবে উষ্ট্রসকল মন□র আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। এরা কারা? সৈন্য! এ কার সৈন্য?"

উষ্ট্রপৃষ্ঠে নকিব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া বলিতেছে যে, "ইরাকের অধিপতি মস্হাব কাক্কা, হজরত মোহাম্মদ হানিফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছেন, যদি গমনে বাধা দিতে কাহারো ইচ্ছা থাকে, সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হও! না হয় পরাজয় স্বীকারপূর্বক পথ ছাড়িয়া প্রাণ রক্ষা কর!"

এই সকল কথা সীমারের কর্ণে বিষসংযুক্ত তীরের ন্যায় বিঁধিতে লাগিল। তোগানের সৈন্যমধ্যে যাহারা নিশীথ সময়ে জ্বলন্ত অনল হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া সীমার-ভয়ে জঙ্গলে লুকাইয়াছিল, তাহারা ঐ মধুমাখা স্বর শুনিয়া মহোল্লাস□ নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, "বাদশাহ নামদার! আমাদের দুর্দশা শুনুন।"

সৈন্যগণ গমনে ক্ষান্ত দিয়া দণ্ডায়মান হইল। ইরাক-অধিপতি সৈন্যগণের সম্মুখে শ্রেণীভেদ করিয়া বিবরণ জিজ্ঞাসু হইলে, ভুক্তভোগী সৈন্যগণ তাঁহার সম্মুখে রাত্রের ঘটনা সমুদয় বিবৃত করিল। আরো বলিল, "বাদশাহ নামদার! ঐ যে জ্বলন্ত হুতাশন দেখিতেছেন, উহাই শিবিরের ভস্মাবশেষ; এখন পর্যন্ত থাকে পরিণত হয় নাই! কত সৈন্য, কত উষ্ট্র, কত আহারীয় দ্রব্য, কত অর্থ, কত বীর, যে ঐ মহা-অগ্নির উদরস্থ হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই। তোগান এবং তুর্কীর ভূপতিদ্বয় মোহাম্মদ হানিফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছিলেন; এজিদ্ সেনাপতি সীমার রাত্রে দস্যুতা করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়াছে, ভূপতিদ্বয়কে বন্দি করিয়া ঐ শিবিরে লইয়া গিয়াছে, এখন দামেস্কে লইয়া যাইবে। গতকল্য প্রাতঃকাল হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমরা কেবল তীরের লড়াই করিয়াছিলাম। বিপক্ষদিগকে এক পদও অগ্রসর হইতে দ□য়াছিলাম না। শেষে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ঐদিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখিল, তাহার পর রাত্রে এই ঘটনা। সীমার ভয়ানক চতুর। বাদশাহ নামদার! মিথ্যা সন্ধির ভাণ করিয়া শেষে এই সর্বনাশ করিয়াছে।"

মস্হাব বলিলেন, "তোমরা বলিতে পার, এ কোন্ সীমার?"

"বাদশাহ নামদার! গতকল্য ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই সীমারই স্বহস্তে ইমাম হোসেনের শির খঞ্জর দ্বারা খণ্ডিত করিয়াছিল। এই সীমারই ইমাম হোসেনের বুকের উপর বসিয়া দুই হাতে খঞ্জর চালাইয়া মহাবীর নামে খ্যাত হইয়াছে, লক্ষ টাকা পুরস্কারও পাইয়াছে। পাষাণপ্রাণ না হইলে এত লোককে আগুনে পোড়াইয়া মারিতে পারিত কি?"

ইরাক-ভূপতি চক্ষু আরক্তিম করিয়া, "উহু! তুমি সেই সীমার! হায়! তুমি সেই!" এই কথা বলিয়া অশ্ব ফিরাইলেন। সৈন্যগণও প্রভুর পশ্চা□ পশ্চা□ অশ্ব চালাইল। অশ্বপদ নিক্ষিপ্ত ধূলারাশিতে চতুষ্পার্শ্ব অন্ধকার হইয়া গেল! প্রবল ঝঞ্চাবাতের ন্যায় মস্‌হাব কাক্কা সীমারশিবির আক্রমণ করিলেন। অশ্বের দাপট, অস্ত্রের চাক্‌চিক্য দেখিয়া সীমার চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আজ নিস্তার নাই। কাক্কা স্বয়ং অসি ধরিয়াছেন, আর রক্ষা নাই।

মস্‌হাব বলিতে লাগিলেন, "সীমার! আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতে চিনি, তুমিও আমাকে সেই সময় হইতে বিশেষরূপে জান। আর বিলম্ব কেন? আইস, দেখি তোমার দক্ষিণ হস্তে কত বল? (ক্রোধে অধীর হইয়া) আয় পামর! দেখি তোর খঞ্জরের কত তেজ!"

সীমার মস্‌হাব কাক্কার বলবিক্রম পূর্ব হইতেই অবগত ছিল। তাঁহার সহিত সম্মুখ সমরাশা দূরে থাকুক, ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কী বলিবে, কাহাকে কী আজ্ঞা করিবে, কিছুই স্থির কর□তে পারিল না।

মস্‌হাব কাক্কা সৈন্যগণকে বলিলেন, "সেই সীমার! এ সেই সীমার! ইহার মস্তক দেহ বিচ্ছিন্ন করিতে আমার জীবনপণ। এ সেই পাপিষ্ঠ, এ সেই নরাধম সীমার! আইস, আমার সঙ্গে আইস, বিষম বিক্রমে চতুর্দিক হইতে পামরের শিবির আক্রমণ করি।" কাক্কা অশ্বে কশাঘাত করিতেই অশ্ব□রোহী সৈন্যগণ ঘোরনিনাদে সিংহবিক্রমে সীমার-শিবিরোপরি যাইয়া পড়িল। আজ সীমারের মহা সঙ্কট সময় উপস্থিত। আত্মরক্ষার অনেক উপায় উদ্ভাবন করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, কিছুই কার্যে আসিল না। পরাভব স্বীকারের চিহ্ন দেখাইল, কোন ফল হইল না; কাক্কা সেদিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না, কেবল মুখে বলিলেন, "সীমার! তোর সঙ্গে যুদ্ধের রীতি কি? তোর সঙ্গে সন্ধি কি? তুই কোথায়? শীঘ্র আসিয়া আমার তরবারির নীচে স্কন্ধ পাতিয়া দে। তোকে পাইলেই আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হই, তোর সৈন্যগণের প্রাণবধ হইতে বিরত হই। তুই কেন গোপনভাবে আছিস্? তুই নিশ্চয়ই জানিস, আজ ত□র নিস্তার নাই! এই অশ্বচক্রমধ্যে তোর প্রাণ,-তোর সৈন্যসামন্ত সকলের প্রাণ বাঁধা রহিয়াছে। একটি প্রাণীও এ চক্র ভেদ করিয়া যাইতে পারিবে না। নিশ্চয় জানিস্, তোদের সকলের জীবন আমাদের তরবারির তেজের উপর নির্ভর করিতেছে। তুই সেই সীমার! আবার আজকাল মহাবীর সীমার নামে পরিচিত; শুনিলাম, তুই নাকি এজিদের সেনাপতি? তোর আত্মগোপন কি শোভা পায়? ছি ছি, সেনাপতির নাম ডুবাইলি! মহাবীর নামে কলঙ্ক রটাইলি! তোর অধীনস্থ সৈন্যগণের নিকট অপদস্থ হইলি! ভীরু কাপুরুষের পরিচয় প্রদান করিলি! নিজেও মজিলি, অপরকেও মজাইলি! তোর শুভ্র নিশানে ভুলিব না; তুই গতকল□য যাহা করিয়াছিস, তাহাতে সন্ধির প্রস্তাব আর কর্ণে করিব না। তোর কোন প্রার্থনাই গ্রাহ্য করিব

না! তুই যে খেলা খেলিয়াছিস, যে আগুন জ্বালিয়াছিস, তাহার ফল চক্ষের উপরেই রহিয়াছে,- এখনো জ্বলিতেছে, এখনো পুড়িতেছে। তুই অনেক প্রকারের খেলা খেলিয়াছিস্। কী ধূর্ত! পরকালের পথও একেবারে নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিয়াছিস্! তোর চিন্তা কী? তোর মরণে ভয় কী? তোগান, তুর্কী ভূপতিদ্বয়ের যে দশা ঘটিয়াছে, ইহা তাঁহাদের ভ্রম নহে। বিশ্বাস না হইলে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সাধ্য কার? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোর জীবন-প্রদীপ নির্বাণ না করিলে আমার অন্তরের জ্বালা ন□বারণ হইবে না!"

কাক্কা কথা বলিতেছেন, এদিকে সীমারের সৈন্যদল বাতাহত কদলীর ন্যায় কাক্কার সৈন্যহস্তে পতিত হইতেছে, কথাটি বলিবার অবসর পাইতেছে না, নির্বাক রক্তমাখা হইয়া ভূতলে পড়িতেছে! সীমার কোনও চাতুরী করিয়া আর উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিতে পারিল না। বহু চিন্তার পর স্থির হইল যে, "ভূপতিদ্বয়কে ছাড়িয়া দিলেই বোধ হয় মস্হাব কাক্কা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। বাঁচিলে তো পদোন্নতি? আজ এই কালান্তক কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে তো অন্য আশা? অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, ঘটনাস্রোত যেদিকে যায়, সেই দিকেই অঙ্গ ভাসাইব; এক্ষণে ভূপতিদ্বয়কে ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।"

সীমার ভূপতিদ্বয়কে নিষ্কৃতি দিল। তোগান এবং তুর্কীর ভূপতিদ্বয়কে দেখিয়া মস্হাব কাক্কা সাদরে এবং মিষ্ট সম্ভাষণে বলিলেন, "ঈশ্বর আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আর চিন্তা নাই। সৈন্যসামন্ত, আহারীয় দ্রব্য, অর্থ ইত্যাদি যাহা ভস্মীভূত হইয়াছে, সে জন্য দু□খ নাই। বিপদগ্রস্ত না হইলে নিরাপদের সুখ কখনোই ভোগ করা যায় না; দুঃখভোগ না করিলে সুখের স্বাদ পাওয়া যায় না। ভ্রাতাগণ! কথা কহিবার সময় অনেক পাইব, কিন্তু সীমার হাতছাড়া হইলে আর পাইব না। আপনারা আমার সাহায্যার্থে অস্ত্র ধারণ করুন, ঐ অশ্ব সজ্জিত আছে, অস্ত্রের অভাব ন□ই। যে অস্ত্র লইতে ইচ্ছা করেন, রক্ষীকে আদেশ করিলেই সে তাহা যোগাইবে; বিলম্বের সময় নহে, শীঘ্র সজ্জিত হইয়া আমায় সাহায্য করুন, যুদ্ধে ব্যাপৃত হউন। দেখি, সীমার যায় কোথা!"

সীমারের সেনাগণ সেনাপতির কাপুরুষতা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ছি! ছি! আমরা কাহার অধীনতা স্বীকার কর□য়াছি? এমন ভীরুস্বভাব নীচমনার আজ্ঞাবহ হইয়া সমরসাজে আসিয়াছি? ছি! ছি! এমন সেনাপতি তো কখন দেখি নাই! বিনাযুদ্ধে সৈন্যক্ষয় করিতেছে। কি কাপুরুষ! যুদ্ধ করিবার আজ্ঞাও মুখ হইতে বহির্গত হইতেছে না। ছি! ছি!-এমন যোদ্ধা তো জগতে দেখি নাই! ধিক্ আমাদিগকে! এমন ভীরুস্বভাব সেনাপতির অধীনে আর থাকিব না! চল, ভ্রাতাগণ! চল, ঐ বীর-কেশরীর আজ্ঞাবহ হইয়া প্রাণ রক্ষা করি, যদি বল, আমাদিগকে তাহারা বিশ্বাস করিবে না;

বিশ্বাস না করুক আগে-পাছে উহাদের হাতেই মরণ-নিশ্চয়ই মরণ। চল, ঐ মহাবীর মস্‌হাব কাক্কার পদানত হই, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।"

সীমার-সৈন্যগণ "জয় মোহাম্মদ হানিফা! জয় মোহাম্মদ হানিফা!" মুখে উচ্চারণ করিয়া বিপক্ষদল সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং তরবারি আদি সমুদয় অস্ত্র তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া আত্মসমর্পণ করিল। মহাবীর মস্‌হাব তাহাদিগকে অভয়দানে আশ্বস্ত করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন কিন্তু অস্ত্র লইতে দিলেন না।

সীমার অর্থলোভ দেখাইয়া, পদোন্নতি আশা দিয়া, অর্থে বশীভূত করিয়া, যে সকল সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষকে নিজ শিবিরে আনাইয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, "আমরা যে ব্যবহার করিয়াছি, সীমারের কুহকে পড়িয়া যে কুকাণ্ড করিয়াছি, ইহার প্রতিফল অবশ্যই পাইতে হইবে! কী ভ্রমে পড়িয়□ এই কুকার্যে যোগ দিয়াছিলাম। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া যায় না,-হওয়াই উচিত। কিন্তু এখন কথা এই যে, সেনাপতি মহাশয় নিজ সৈন্যদিগকে স্ববশে রাখিতে যখন অক্ষম, আমাদের দশা কী হইবে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা কাক্কার হস্তে ধরা পড়িব। কোন দিক হইতেই আর জীবনের আশা নাই। এ অবস্থায় আর বিলম্ব করা উচিত নহে। কোন দিক হইতেই আমাদের জীবনের আশা নাই। আর বিলম্ব করিব না; ভাই সকল! যত সত্বর হয়, মহাবীর মস্‌হাব কাক্কার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব কিন্তু সেনাপতি মহাশয়কে রাখিয়া যাইব না। শেষে ভবিতব্যে যাহা থাকে, হইবে। আমরাই বিখ্যাত যোদ্ধা, আমাদের এ কলঙ্ক-কালিমা-রেখা জগতে চিরকাল সমভাবে আঁকা থাকিবে। মনে হইলেই বলিবে, তুর্কী সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য করিয়া সর্বনাশ করিয়াছে। ভাই সকল! তাহাতেই বলি, কথার শেষে আর একটি কথা সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া যাই,-সীমার! সীমার! সীমার!"

সীমার-শিবির মধ্য হইতে ঘোর রবে-"জয় ইরাক-অধিপতি! জয় মোহাম্মদ হানিফা" রব হইতে লাগিল। মুহূর্তমধ্যে সীমারের হস্তপদ বন্ধন করিয়া রণপ্রাঙ্গণে মস্‌হাব কাক্কার সম্মুখে রাখিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল, "আমরা অপরাধী, দণ্ডবিধান করুন! বাদশাহ নামদার! সেনাপতি মহাশয়কে বাঁধিয়া আনিয়াছি, গ্রহণ করুন।"

মস্‌হাব কাক্কা, প্রথমে সীমারের চাতুরী মনে করিয়া, দ্রুতহস্তে অসি চালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরে আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ তোমরাই বাহাদুর, তোমরাই সীমারের রক্ষক, তোমরাই সীমারকে বন্দিভাবে লইয়া আমার সহিত মদিনায় চল। মোহাম্মদ হানিফার সম্মুখে তোমাদের এবং সীমারের বিচার হইবে।"

এদিকে কাক্কা সৈন্যগণকে গোপনে আজ্ঞা করিলেন, "বিদ্রোহী সৈন্য ও সীমারকে কৌশলে মদিনায় লইতে হইবে; সাবধান! উহাদের একটি প্রাণীও যেন হাতছাড়া না হয়। বিশেষ, সীমার বড় ধূর্ত।" এই আদেশ করিয়া মস্হাব কাক্কা মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জগদীশ! তোমার মহিমার অন্ত নাই। কাল কি করিলে! আবার রাত্রে কী ঘটাইলে! প্রভাতেই-বা কী দেখাইলে! আবার এখনই-বা কি কৌশল খাটাইয়া কি খেলা খেলাইলে! ধন্য তোমার মহিমা! ধন্য তোমার কারিগরি! যে ফণীর দ্বারা দংশন করাইলে, সেই বিষধর ফণীর বিষই ঔষধ করিয়া নির্বিষ করিয়া দিলে! ধন্য তোমার মহিমা! ধন্য তোমার লীলা!

যাও সীমার, মদিনায় যাও। তোমার বাক্য সফল। আর ও-হাতে লৌহ-অস্ত্র ধরিতে হইবে না। যাও, মদিনায় যাও! মদিনায় গিয়া তোমার কৃতকার্যের ফলভোগ কর! সেখানে অনেক দেখিবে;-সে প্রান্তরে অনেক দেখিতে পাইবে। তোমার প্রাণ-প্রতিমা প্রিয়সখা ওত্বে অলীদক□ দেখিতে পাইবে। অশ্ব, শিবির, অস্ত্র, যুদ্ধ, যোদ্ধা, সমরাঙ্গণ-সকলই দেখিতে পাইবে; কিন্তু তুমি পরহস্তে থাকিবে। সীমার! একবার মনে করিয়ো, সীমার! ফোরাতকূলের ঘটনা একবার মনে করিয়ো। আজরের কথা মনে করিয়ো। তুমি জগ॥ কাঁদাইয়াছ; বন, উপবন, পর্বত, গিরিগুহা, গগন, নক্ষত্র, চন□দ্র, সূর্য, বায়ু ভেদ করিয়া চতুর্দিক হইতে যে হৃদয়-বিদারক শব্দ উত্তোলন করাইয়াছ, সে কথাটাও একবার মনে করিয়ো। এই সেদিনের কথা! হাতে-হাতেই এই ফল।-ইহাতে আর আশা কী? এ নশ্বর জীবনে, এ অস্থায়ী জগতে আর আশা কী? সীমার! প্রাতে তোমার মনে যে ভাবনা ছিল, এইক্ষণে তাহার কী কিছ□ আছে? বল তো মানুষের সাধ্য কী? বাহুবল, অর্থবল লইয়া মূর্খেরাই দর্প করে। তুমি না দামেস্কের অভিমুখে মহাহর্ষে যাত্রা করিয়াছিলে? সুখসময়ে সুযাত্রার চিহ্নস্বরূপ কত পতাকাই না উড়াইয়াছিলে? কত বাজনাই-না বাজাইয়াছিলে? দেখ দেখি, মুহূর্তমধ্যে কী ঘটিয়া গেল! ভবিষ্যতগর্ভে য□ কি নিহিত আছে, তাহা জানিবার কাহারো সাধ্য নাই। যাও সীমার, মদিনায় যাও, তোমার কৃতকার্যের ফল ভোগ কর।

চতুর্দশ প্রবাহ

হায়! হায়! এ আবার কী? এ দৃশ্য কেন চক্ষে পড়িল? উহু! কী ভয়ানক ব্যাপার। উহু! কী নিদারুণ কথা! এ প্রবাহ না লিখিলে কী "উদ্ধার-পর্ব" অসম্পূর্ণ থাকিত, না বিষাদ-সিন্ধুর কোন তরঙ্গের হীনতা জন্মিত? বুদ্ধি নাই, তাই সীমারের বন্ধনে মনে মনে একটু সুখী হইয়াছিলাম।

কিন্তু এখন যে প্রাণ যায়! এ বিষাদ-প্রবাহে এখন যে প্রাণ যায়! হায়! হায়! এ সিন্ধুমধ্যে কি মহাশোকের কল্লোলধ্বনি ভিন্ন আনন্দ হিল্লোলের সামান্য ভাবও থাকিবে না; হায় রে কৃপাণ! আবরণবিহীন কৃপাণ!! এজিদের হস্তে কৃপাণ!!! সম্মুখে মদিনার ভাবী রাজা, ঊর□ধ্বদৃষ্টে দণ্ডায়মান। তিন পার্শ্বে সজ্জিত প্রহরী,-এক পার্শ্বে প্রহরী নাই। হাসনেবানু, সাহারাবানু, জয়নাব প্রভৃতির দৃষ্টির বাধা না জন্মে-জয়নালের শিরচ্ছেদন স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের চক্ষে পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই বন্দিগৃহের সম্মুখে বধ্যভূমি এবং সেই দিক প্রহরীশূন্য! সন্তানের মস্তক কী প্রকারে ধরায় লুণ্ঠিত হয়, তাহাই মাতাকে দেখাইবার জন্য সে দিক প্রহরীশূন্য! এজিদ্ অসিহস্তে জয়নাল সম্মুখে দণ্ডায়মান।-মারওয়ান নীরব, পুরবাসিগণ নীরব, দর্শকগণ ম্লানমুখে নীরব। এ ঘটনা কেহ ইচ্ছা করিয়া দেখিতে আসে নাই। প্রহরিগণ বলপূর্বক নগরবাসিগণকে ধরিয়া আন□য়াছে।

এজিদের আজ্ঞায় যে সময় জয়নাল আবেদীন বন্দিগৃহ হইতে বলপূর্বক আনিয়াছে, সেই সময় হাসনেবানু অচৈতন্য হইয়াছেন, সেই চক্ষু আর উন্মীলিত হয় নাই। সাহারাবানু, জয়নাব, বিবি সালেমা, জয়নালের হাসি হাসি মুখখানির প্রতি স্থির নেত্রে চাহিয়া আছেন। নিমিষশূন্য চক্ষে জলের ধারা বহিতেছে-অন্তরে, হৃদয়ে, শ্বাসে, প্রশ্বাসে সেই বিপত্তারণ ভগবানের নাম, সহস্র বর্ণে সহস্র প্রকারে, নিঃশব্দে বর্ণিত হইতেছে-জাগিতেছে!

এজিদ্ বলিল, "জয়নাল! তোমার জীবনের এই শেষ সময়। কোন কথা বলিবার থাকে তো বল। তোমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে। ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে নীরবে আকাশপানে চাহিয়া থাকিলে আর কি হইবে? আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে, আমার নামে খো৷ বা পড়িবে, আমাকে রাজা বলিয়া মান্য করিবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। ঘটনাক্রমে তাহা ঘটিল না, কাজেই শত্রুর শেষ রাখিতে নাই-হাতে পাইয়াও ছাড়িতে নাই। আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে না; এ অবস্থায় তোমাকে আর জীবিত রাখিতে পারি না। জীবিত রাখিয়া সর্বদা সন্দিহান থাকা আমার বিবেচনায় ভাল বোধ হয় না। জয়নাল! ঊর্ধ্বে কী আছে? অনন্ত আকাশে সূর্য ভিন্ন আর কী আছে? তুমি আকাশে কি দেখ? আমায় দেখ! আমার হস্তস্থিত শাণিত কৃপাণের প্রতি চাহিয়া দেখ। তোমার মরণ অতি নিকট; যদি কোন কথা থাকে, তবে বল। আমি মনোযোগের সহিত শুনিব।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "তোমার সহিত আমার কোন কথা নাই! আমার জীবন-মরণে তোমার সমান ফল। আমি বাঁচিয়া থাকিলেও তোমার নিস্তার নাই, মরিলেও তোমার নিষ্কৃতি নাই; বন্দিখানায় থাকিলেও তোমার উদ□ধার নাই।"

এজিদ্ সরোষে বলিল, "এখনো আস্পর্ধা! এখনো অহঙ্কার! এখনো ঘৃণা! এখনো এজিদে ঘৃণা! এ সময়েও কথা বাঁধুনী! দেখ্, এজিদের নিষ্কৃতি আছে কিনা? দেখ্ এজিদের উদ্ধার আছে কি-না? জীবনে-মরণে সমান ফল? দেখ্ জীবনে-মরণে সমান ফল! এই দেখ্ জীবনে-মরণে সমান-"

এজিদ্ তরবারি উত□তোলন করিতেই মারওয়ান বলিল, "বাদশাহ নামদার! একটু অপেক্ষা করুন! ঐ দেখুন, ওত্বে অলীদের সেই নির্দিষ্ট বিশ্বাসী কাসেদ অশ্বারোহী হইয়া মহাবেগে আসিতেছে! ঐ দেখুন আসিয়া উপস্থিত হইল! একটু অপেক্ষা করুন! যদি হানিফার জীবন শেষ হইয়া থাকে, তবে সে সংবাদ জয়নালকে শুনাইয়া কার□য শেষ করুন! শত্রুর শেষ, কার্যের শেষ, সকল শেষ একেবারেই হইয়া যাউক! বাদশাহ নামদার! একটু অপেক্ষা করুন!"

এজিদের হস্ত নীচে নামিল! কাসেদ্ কী সংবাদ লইয়া আসিল, শুনিতে মহাব্যগ্র, অতি অল্প সময়ের জন্য জয়নালবধে ক্ষান্ত-কাসেদের প্রতি তাহার লক্ষ্য!

কাসেদ্ অভিবাদন করিয়া, ওত্বে অলীদের লিখিত পত্র মারওয়ানের হস্তে দিয়া মলিনমুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল! মারওয়ান উচ্চৈঃস্বরে পত্র পাঠ করিতে লাগিল-

"মহারাজাধিরাজ এজিদ্ বাদশাহ নামদারের সর্বপ্রকারের জয় ও মঙ্গল আজ্ঞাবহ কিঙ্করের নিবেদন এই যে, মোহাম্মদ হানিফা চতুর্দশ সহস্র সৈন্যসহ মদ□নার নিকটবর্তী প্রান্তরে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! এ পর্যন্ত নগরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই! প্রথমদিনের যুদ্ধে আমার সহস্রাধিক সৈন্য মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে! আগামীকল্য যে কী ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? যত শীঘ্র হয় মারওয়ানকে অধিক পরিমাণে সৈন্যসহ আমার সাহায্য□ প্রেরণ করুন! হানিফাকে বন্দি করা দূরে থাকুক, মারওয়ান না আসিলে চিরদাস অলীদ বোধ হয় দামেস্কের মুখ দেখিতে পাইবে না!"

এজিদ্ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "কী বিপদ! এ আপদ কোথায় ছিল? একদিনের যুদ্ধে হাজার সৈন্যের অধিক মারা পড়িয়াছে, এ কী কথা!"

মারওয়ান বলিল, "বাদশাহ নামদ□র! এ সময় একটু বিবেচনার আবশ্যক, বন্দির প্রাণ বিনাশ করিতে কতক্ষণ!"

"না-না ও-সকল কথা, কথাই নহে! জয়নালকে আর জগতে রাখা যাইতে পারে না! আমি তোমার ভ্রমপূর্ণ উপদেশ আর শুনিতে ইচ্ছা করি না!"

পুনরায় তরবারি উত্তোলন করিতেই দর্শকগণ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহ পিছু হটিল, কেহ পড়িয়া গেল, কেহ উভয় পার্শ্বে ধাক্কা খাইয়া এক পার্শ্বে সরিল, জনতা ভেদ করিয়া দ্বিতীয় সংবাদবাহী এজিদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ম্লানমুখে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! ক্ষান্ত হউন! জয়নালবধে ক্ষান্ত হউন! বড়ই অমঙ্গল সংবাদ আনিয়াছি। সাধারণের সমক্ষে বলিতে সাহস হয় না।"

এজিদ্ মহারোষে বলিল, "এখানে মোহাম্মদ হানিফা নাই,-বল।" সংবাদবাহী বলিল, "আমরা যাইয়া দেখি সেনাপতি সীমার বাহাদুর নিশীথ সময়ে সৈন্যগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিপক্ষগণের শিবির বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। প্রভাতবায়ুর সহিত বিপক্ষদল হইতে অসংখ্য তীর বর্ষণ হইতে লাগিল, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত তীর চলিল। আমাদের সেনাপতি একপদ ভূমিও অগ্রসর হইতে পারিলেন না; ক্রমে সৈন্যগণ শরাঘাতে র্জর্জ হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। সেনাপতি সীমার কি মনে করিয়া সন্ধিসূচক শুভ্র পতাকা উড়াইয়া দিলেন, কিছুই বুঝিলাম না,-যুদ্ধ বন্ধ হইল। কোন পক্ষ হইতেই আর যুদ্ধের আয়োজন দেখিলাম না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, নিশার গভীরতার সহিত বিপক্ষ শিবিরে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। তাহার পর দেখিলাম যে বিপক্ষ শিবিরে আগুন লাগিয়াছে-দেখিতে দেখিতে কত অশ্ব, কত সৈন্য পুড়িয়া মরিল। তাহার পর দেখিলাম, শিবিরস্থ ভূপতিদ্বয়কে বন্দিভাবে সেনাপত□ মহাশয় শিবিরে লইয়া আসিলেন, আনন্দের বাজনা বাজিয়া উঠিল। প্রভাত পর্যন্ত মহাআনন্দ। সূর্য উদয় হইলেই শিবির ভগ্ন করিয়া সেনাপতি মহাশয় দামেস্কনগরে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব দিক হইতে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য বিশেষ সজ্জিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপক্ষ দলের মধ্যে যাহারা পলাইয়া গত রাত্রের জ্বলন্ত হুতাশন হইতে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, দূর হইতে তাহাদের জাতীয় চিহ্নসংযুক্ত পতাকা দেখিয়া তাহারা ঐ আগন্তুক দলে ক্রমে ক্রমে মিশিতে লাগিল। দলের অধিনায়ক যেমন রূপবান, তেমনই বলবান। পলায়িত সৈন্যগণের মুখে কি কথা শুনিয়া তিনি চক্ষ□র পলকে আমাদের সেনাপতি মহাশয়কে সৈন্যগণসহ অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা ঘিরিয়া শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় একে-একে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মহাশয়ের সৈন্যগণ যেন মহামন্ত্রে মোহিত-যেন মায়াপ্রভাবে আত্মবিস্মৃত! শত্রুর তরবারি-তেজে প্রাণ যাইতেছে, দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পড়িত□ছে, এমন আশ্চর্য মোহ কাহারো মুখে কথাটি নাই। কার যুদ্ধ কে করে? পলাইয়া যে প্রাণ রক্ষা করিবে, সে ক্ষমতাও কাহার দেখিলাম না। মহারাজ! দেখিবার মধ্যে দেখিলাম; দামেস্ক সৈন্যমধ্যে যাহারা জীবিত ছিল, হানিফার নাম করিয়া ঐ মহাবীরের সম্মুখে সমুদয় অস্ত্র রাখিয়া নতশিরে দণ্ড□য়মান হইল! এই দৃশ্য চক্ষু হইতে সরিতে-না-সরিতে আবার নূতন দৃশ্য।-আমাদের সেনাপতি মহাশয়কে কয়েকজন ভিন্ন দেশীয় সৈন্য, বন্দি অবস্থায় সেই বীর-কেশরীর সম্মুখে আনিয়া

উপস্থিত করিল এবং তিনি সেনাপতি বাহাদুরকে ঐ বন্ধনদশায় উষ্ট্রে চড়াইয়া মদিনা অভিমুখে লইয়া গেলেন।"

এজিদ্ হ□তের অস্ত্র ফেলিয়া বলিল, "সীমার বন্দি!!!"

মারওয়ান ক্ষণকাল অধোবদনে থাকিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি বারবার বলিতেছি, সময় অতিসঙ্কট, মহাসঙ্কট! চারিদিকে বিপদ! যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ইহা নির্বাণ করিয়া রক্ষা পাওয়া সহজ কথা নহে।" এজিদ্ বলিল, "জয়নাল! যাও, কয়েক দিনের জন্য জগতের মুখ দেখ। মারওয়ানের কথায় আরো কয়েক দিন বন্দিগৃহে বাস কর।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "ঈশ্বর রক্ষা না করিলে তোমার কী সাধ্য? মারওয়ানেরই-বা কী ক্ষমতা? আমি বলি, তুমি যাও। আজ হইতে তুমিও তোমার প্রাণের চিন্তা করিতে ভুলিয়ো না! তোমার সময় অতি নিকট। আমি কিছুদিন জগতের মুখ দেখিব, কি তুমি কিছুদিন দেখিবে, তাহার নিশ্চয় কী?"

এজিদ্ মহারোষে জয়নাল আবেদীনকে লক্ষ্য করিতে করিতে চলিয়া গেল। বন্দিগৃহে বন্দি আনীত হইলেন।

জয়নাল আবেদীনের চির-বিরহে আর আমাদিগকে কাঁদিতে হইল না। ঈশ্বরের মহিমা।

পঞ্চদশ প্রবাহ

এই তো সেই মদিনার নিকটবর্তী প্রান্তর। উভয় শিবিরে উচ্চ মঞ্চে রঞ্জিত মহানিশান উড়িতেছে, সমরাঙ্গণে সামরিক নিশান গগন ভেদ করিয়া বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে-অস্ত্র অবিশ্রান্ত চলিতেছে-র্মা র্মা শব্দ হইতেছে। আজ ব্যূহ নাই-সৈন্যশ্রেণীর শ্রেণীভেদ নাই-অস্ত্র চালনায় পারিপাট্য নাই, আত্মপর ভাবিয়া আঘাত নাই,-মরিতেছে, মারিতেছে, আহত হইয়া ভূতলে পড়িতেছে, হু-হুঙ্কার বজ্রনাদে সমরাঙ্গণ কাঁপাইতেছে। আজ উভয় দলের সৈন্য-শোণিত রণভূমি রঞ্জিত হইতেছে। জয়-পরাজয় কাহারো ভাগ্যে ঘটিতেছে না; কিন্তু অলীদ সৈন্য অধিক পরিমাণে মারা পড়িতেছে। আজ মহাসংগ্রাম। উভয় দলে আজ বিষম সমর, দুর্ধর্ষ রণ। সৈন্যগণের চক্ষু ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, মুখাকৃতি অতি কদর্য বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে;-রোষে, ক্রোধে যেন উন্মত্ত হইয়া চক্ষুতারা

ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে;-মুখব্যাদানে জিহ্বা, তালু, কণ্ঠ, কণ্ঠনালী পর্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইবে না-মনের তৃপ্তি জন্মিবে না বলিয়াই যেন নখাঘাত, দন্তাঘাতে যুদ্ধপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইবে না-মনের তৃপ্তি জন্মিবে না বলিয়াই যেন নখাঘাত, দন্তাঘাত জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে! প্রান্তরময় সৈন্য, প্রান্তরময় যুদ্ধ। হানিফা আজ স্বয়ং সৈন্যগণের পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক, গাজী রহমান পরিচালক। মহাবীর অলীদও আজ মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছে। এক প্রভাত হইতে অন্য প্রভাত গত হইয়াছে, এখন সূর্যদেব মধ্যগগনে,-কোন পক্ষই পরাজয় স্বীকার করিতেছে না-যুদ্ধেরও ইতি হইতেছে না। অলীদের প্রতিজ্ঞা,-আজ হানিফার শিরচ্ছেদ করিয়া জগতে মহাকীর্তি স্থাপন করিব; হানিফারও চেষ্টা যে, আজ মদিনার পথ পরিষ্কার না-করিয়া ছাড়িব না। হয় অলীদহস্তে জীবন বিসর্জন, না হয় সসৈন্যে মদিনায় প্রবেশ।
গাজী রহমান বলিলেন, "সৈন্যগণ মহাক্লান্ত হইয়াছে। কী করিবে? এত মারিয়াও যখন শেষ করিতে পারিতেছে না, তখন আর উপায় কী?

মোহাম্মদ হানিফা অশ্ব-বল্গা ফিরাইয়া বলিলেন, "আজ উভয় দলের সৈন্য যে প্রকার ক্ষয় হইতেছে, ইহাতে মহাবিপদের আশঙ্কা দেখিতেছি। এখন না নিবারণের উপায় আছে, না উপদেশের সময় আছে, না কথা বলিবার অবসর আছে! অলীদের সমস্ত সৈন্য শেষ হইলেও অলীদ কখনোই পরাভব স্বীকার করিবে না, আমরাও পরাস্ত না করিয়া ছাড়িব না!"

এই প্রকার কথা হইতেছে, এমন সময়ে অলীদ-দলে আনন্দের বাজনা বাজিয়া উঠিল। ওত্‌বে অলীদ তাহার নূতন সৈনিকদলের ব্যবহার জন্য যে সাজ প্রস্তুত করিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ সাজে সজ্জিত সেনাগণ মস্‌হাব কাঙ্কার সঙ্গে আসিতেছিল। দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া আপন সেনা মনে করিয়া অলীদ মনের আনন্দে বাজনা বাজাইতে আদেশ করিয়াছিল। গাজী রহমানের কর্ণে হঠা॥ ঐ বাজনার রোল মহাবিপজ্জনক ও বিষম বোধ হইতে লাগিল। কারণ উভয় দলই প্রমত্ত কুঞ্জর সম যুদ্ধে মত্ত, কেহই পরাজয় স্বীকার করে নাই; এ সময়ে সন্তোষের বাজনা কেন? গাজী রহমানের বিশাল চক্ষু মদিনা-প্রান্তরের চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল, চিন্তাস্রোত খরতর বেগে বহিতে লাগিল,-পূর্ব দিকে দৃষ্টি পড়িতেই শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যুদ্ধ জয়ের আশা, মদিনা-প্রবেশের আশা,-জয়নাল উদ্ধারের আশা অন্তর হইতে একেবারে সরিয়া গেল।

মোহাম্মদ হানিফাকে বলিলেন, "বাদশাহ নামদার! ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্যে বিপর্যয় ঘটাইতে মানুষের ক্ষমতা নাই। সৈন্যশ্রেণী যে প্রকারে চালনা করিয়াছিলাম, সৈন্যগণও যে বীর বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিল, অতি অল্প সময়মধ্যেই অলীদ বাধ্য হইয়া পরাভব স্বীকারে মদিনার পথ ছাড়িয়া দিত; আর যদি পথ না ছাড়িত, গাজী রহমানের হস্তে নিশ্চয় আজ বন্দি হইত। কিন্তু কী

করি? ঐ দেখুন, উহারা যখন আমাদের পশ্চাদ্দিক হইতে আসিতেছে, তখন রক্ষার আর উপায় নাই। সম্মুখে, পশ্চাতে, উভয় দিকে শত্রুসেনা, আর নিষ্কৃতি কোথা? নিশ্চয় বন্দি! আজ সৈন্যসহ আমরা বন্দি!!"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "বহু অশ্বারোহী সৈন্য বটে, পদাতিক সৈন্যও আছে। উহারা যেরূপ বীরদাপে আসিতেছে, শত্রুসেনা হইলে মহাবিপদ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্দেহ অনেক। বাজনাই কী তাহার নিশ্চয়তার প্রমাণ? অথবা ওত্‌বে অলীদ কি এমনই অবোধ যে না জানিয়া, আপন-পর না ভাবিয়া, আনন্দ-বাজনা বাজাইয়াছে? নিশ্চয় ইহারা দামেস্কের সৈন্য!"

আগন্তুক সৈন্যদল ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। অলীদের মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে দামেস্ক হইতে মারওয়ান তাহার সাহায্যে আসিতেছে।
অলীদ সদর্পে বলিতে লাগিল, "বন্দি! বন্দি! মোহাম্মদ হানিফা আজ সৈন্যসহ নিশ্চয় বন্দি। আর কী সন্দেহ আছে? আমারই নির্বাচিত চিহ্ন সংযুক্ত নূতন সাজ। দামেস্কের সৈন্য না হইয়া যায় না। বাজাও ডঙ্কা। বাজাও ভেরী! কিসের ভয়? সহস্র হানিফা হইলেও আজ অলীদ হস্তে পরাস্ত! সম্মুখে অস্ত্র, পশ্চাতে অস্ত্র, এতে কি রক্ষা আছে? কার সাধ্য? জগতে এমন কোন বীর নাই যে, সম্মুখ-পশ্চা□ উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া সমানভাবে শত্রু-সম্মুখীন হইতে পারে।"

মনের উল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "মোহাম্মদ হানিফা! তুমি কোথায়? তোমার চক্ষু কোন্ দিকে? তুমি কায়মনে যে ঈশ্বরের বল করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছ, সেই ঈশ্বরের দোহাই,-একবার পশ্চা□ দিকে চাহিয়া দেখ। এখনো অলীদ-সম্মুখে অস্ত্র রাখিলে না? এখনো যুদ্ধে বিরত হইলে না? একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ। তোমার জীবন প্রদীপ এখনই নির্বাণ হইবে। তোমার বুদ্ধিমান মন্ত্রী গাজী রহমানের জীবন এখনই শেষ হইবে। সম্মুখে অলীদ, পশ্চাতে মারওয়ান। এখনো যুদ্ধ? রাখ তরবারি-কর পরাজয় স্বীকার-মঙ্গল হইবে। ক□ষান্ত হও,-ক্ষান্ত হও; আত্মসমর্পণের এ-ই উপযুক্ত সময়। বীরের মান বীরেই রক্ষা করিয়া থাকে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোমাদের সকলের পরমায়ু শেষ হইয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই। আবার বলি, পশ্চাতে চাহিয়া দেখ,-মহারাজ এজিদের কারুকার্যখচিত উড্ডীয়মান নিশান প্রতি চাহিয়া দেখ।"

গাজী রহমান এ পর্যন্ত নিশান প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। অলীদের কথায় নিশান প্রতি চাহিয়াই ঈশ্বরকে শতশত ধন্যবাদ দিলেন। এদিকে অলীদও ভয়ে বিহ্বলপ্রায় হইয়া, বেগে অশ্ব ছুটাইয়া শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেল।

মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কী? নিশান দ□খিয়া অলীদের মুখ ভারি হইল কেন? ওরূপ দ্রুতবেগে হঠা□ শিবিরেই-বা চলিয়া গেল কেন?"

"বাদশাহ নামদার! অলীদের বাজনার ধুমে আমি আমার চিন্তাকে ভ্রমপূর্ণ বিপথে চালনা করিয়াছিলাম। অনিশ্চিত, সন্দিহান অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া যে কার্য করে, তাহাকে বাতুল ভিন্ন আর কী বলিব? আরো অধিক আশ্চর্য যে, একজন সেনাপতি এইরূপ করিয়াছেন! অলীদ যে কি প্রকৃতির সেনাপতি, তাহা আমি এখনো বুঝিতে পারি নাই। কী গুণে এতাধিক সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে তাহাও এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি না। অলীদের প্রতি আমার কিছুমাত্র ভক্তি নাই। আমি আরো আশ্চর্য হইতেছি যে, ইহারা কী প্রকারে মহাবীর হাসান-হোসেনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, একটু অপেক্ষা করুন, সকলই দেখিতে পাইবেন।"

"আমারও সন্দেহ হইতেছে। ঐ সকল চিহ্নিত পতাকা কখনোই এজিদের নহে।"

"বাদশাহ নামদার! অলীদ আমাকে ভ্রম-কূপে ডুবাইয়াছে; এখন আর কিছুই বলিব না,-সকলই ঈশ□বরের মহিমা।"

এদিকে রণপ্রাঙ্গণে অলীদপক্ষীয় সৈন্য আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূমিসা□ হইতেছে। এক দল হত হইলেই যে অন্য দল আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেছিল, তাহা আর হইতেছে না। যাহারা সমরে লিপ্ত ছিল, তাহারাই ক্রমে ক্ষয় পাইতে লাগিল।

সন্দেহ দূর হইল। মোহাম্মদ হানিফার সৈন্যগণ জাতীয় পতাকা স্পষ্টভাবে দেখিয়া, সজোরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া, প্রান্তর সহিত রণস্থল কাঁপাইয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে মস্হাব কাক্কা সৈন্যসহ আসিয়া হানিফার সহিত যোগ দিলেন। মস্হাব কাক্কা হানিফার পদচুম্বন করিয়া বলিলেন-

"বিলম্বের কারণ পরে বলিব, এখন কী আজ্ঞা?"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "ভাই! পরে শুনিব,-কথা পরে শুনিব। এখন ধর তরবারি-মার কাফের-তাড়াও অলীদ! মনের কথা কহিতে, দুঃখের কান্না কান্দিতে অনেক সময় পাইব। সে সকল কথা মনেই গাঁথা আছে। এখন প্রথম কার্য,-মদিনায় প্রবেশ। তোমার তরবারি এদিকে চলিতে থাকুক, আমি অন্যদিকে চলিলাম।"

হানিফা অসি উঠাইলেন। মস্হাব কাক্কাও ঈশ্বরের নাম করিয়া শত্রুনিপাতে অসি নিষ্কোষিত করিলেন। উভয়ের সম্মিলনে এক অপূর্ব নবভাবের আবির্ভাব হইল। উভয় দলের বাজনা একত্র

বাজিতে লাগিল, উভয় দলের সৈন্য মিলিয়া এক হইয়া চলিল,-অলীদের মনেও নানরূপ চিন্তার লহরী খেলিতে লাগিল; 'মোহাম্মদ হানিফার সঙ্গেই জয়ের আশা ছিল না, তাহার উপর তত্তুল্য আর একটি বীর হঠা উপস্থিত হইল-অস্ত্রও ধারণ করিল-আর রক্ষা নাই। কিছুতেই আজ রক্ষা নাই।'

অলীদ মহাসঙ্কটে পড়িল। কী করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর মনে মনে সাব্যস্ত করিল, ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে, সহসা মস্হাব কাক্কার সম্মুখে যুদ্ধে যাইব না। দেখি মস্হাব কাক্কা কী করেন!

অলীদ গুপ্ত স্থানে বসিয়া দেখিতে লাগিল যে, হানিফা দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া মদিনাগমন-পথ পরিষ্কার করিতেছেন, মস্হাব কাক্কা বাম পার্শ্বে (তাঁহরই দিকে) অস্ত্রচালনা করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, আর বারবার অলীদ-নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন-এবং বলিতেছেন, "অলীদ! শীঘ্র বাহির হও,-শিবির হইতে শীঘ্র বাহির হও! তোমার বীরপণা দেখিতেই আজ ক্লান্ত, পথশ্রান্তভাবেই অস্ত্র ধরিয়াছি। আইস, আর বিলম্ব কি? অলীদ! অলীদ! আইস, আজ তোমাকে দেখিব! ঈশ্বরের দোহাই, তোমাকে আজ ভাল করিয়া দেখিব। তোমার বল, বিক্রম, সাহস সকলই দেখিব। যদি সময় পাই, তবে তোমার তরবারির তেজ, বর্শার ধার, তীরের লক্ষ্য, খঞ্জরের হাত, গদার আঘাত, সকলই দেখিব, ভয় কী? শত্রু যুদ্ধার্থী, তুমি শিবিরে? ছি ছি, বড় ঘৃণার কথা! ছি ছি অলীদ! তুমি না সেনাপতি? এজিদের বিশ্বাসী সেনাপতি!"

মস্হাব কাক্কা অলীদকে ধিক্কার দিয়া, ঘৃণা জন্মাইয়া, যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু অলীদ গুপ্তভাবে থাকিয়া কী দেখিতেছে, কী চিন্তা করিতেছে, তাহা সেই জানে! তাহার সৈন্যগণের হাবভাবে তাহাকে আরো ব্যতব্যস্ত হইতে হইল, চতুর্দিকে ভীষণ বিভীষিকাময় মূর্তি দেখিতে লাগিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইতে হইবে, মদিনার পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে, এখনই ছাড়িয়া দিতে হইবে,-না হয় বন্দিভাবে হানিফার পদানত হইতে হইবে, ইহাতে দুঃখ নাই,-অপমানের কথা নাই। কিন্তু আপন সৈন্য দ্বারা অপমানিত হওয়া বড়ই ঘৃণার কথা ও লজ্জার কারণ মনে করিয়া অলীদ বাধ্য হইয়া সশস্ত্রে মস্হাব কাক্কার সমুখীন হইল।

মস্হাব কাক্কা বলিলেন, "অলীদ! শত্রুসম্মুখে আসিতে, যুদ্ধার্থে রণক্ষেত্রে পদনিক্ষেপ করিতে, তোমার আর কী এত বিলম্ব শোভা পায়? যাহা হউক, আইস, অগ্রে তোমার বাহুবল পরীক্ষা করি। আমি তোমাকে অস্ত্রাঘাতে মারিব না-নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার প্রতি মস্হাব কাক্কা কখনোই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না।"

অলীদ দুটি চক্ষু পাকল করিয়া বলিল, "মহাবীরের দর্প দেখ! অস্ত্রাঘাতে মারিবেন না, কথার আঘাতে মারিবেন।"

"আরে পামর! কথা রাখ্, অস্ত্র ধর্!"

"মস্হাব! তুমি এইমাত্র আসিয়াছ-এখনই যুদ্ধ? কে না বলিবে-যে দেখিবে সেই বলিবে, যে শুনিবে সেই বলিবে যে, দুর্গম পথশ্রান্তিতে কাতর ছিল, ক্ষণকালও বিশ্রাম করে নাই, যেমনই দেখা অমনই যুদ্ধ, কাজেই পরাস্ত। সেই আমার বিলম্বের কারণ। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিলে না-তোমার ভালর জন্যই আমি এতক্ষণ আস নাই।"

মস্হাব কাক্কা রোষে অধীর হইয়া, সিংহনাদে অলীদের দুই হস্ত দুই হস্তে ধরিয়া সজোরে অলীদ-অশ্বকে পদাঘাত করিলেন, অশ্ব বহু দূরে ছুঁড়িয়া পড়িল। অলীদ কাক্কার হস্তে রহিয়া গেল। মস্হাব অলীদকে লইয়া এক লম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মৃত্তিকায় দণ্ডায়মান হইলেন। বীরবর অলীদ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কাক্কার হস্ত হইতে হস্ত ছাড়াইতে পারিল না।

মস্হাব বলিলেন, "এই তো প্রথম পরীক্ষা, দ্বিতীয় পরীক্ষাও দেখ।"

এই কথা বলিয়াই অলীদকে শূন্যে উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ্ কাফের দেখ্ কাহার কথা সত্য,-আমি কথার আঘাতে মারিতে পারি, কি আছাড় মারিয়া মারিতে পারি!" চতুর্দিক হইতে তখন মহা গোলযোগ হইয়া উঠিল। সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাণ যায়, দামেস্করাজ এজিদের সেনাপতি শূন্যে চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণ হারায়,-বড়ই লজ্জার কথা! অলীদসৈন্য মসহাবের দিকে র্মা র্মা শব্দে মহারোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া আসিতে লাগিল। এদিকে মোহাম্মদ হানিফা ঐ গোলযোগের কারণ জানিতে আসিয়া দেখিলেন, অলীদ কাক্কার হস্তে উত্তোলিত হইয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছে, আর রক্ষা নাই।

মোহাম্মদ হানিফা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভাই মস্হাব, আমার কথা রাখ। ভাই! আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ, কথা রাখ। ভাই, ক্ষান্ত হও। অলীদকে প্রাণে মারিয়ো না, মারিয়ো না। আমি বারণ করিতেছি, উহাকে প্রাণে মারিয়ো না।"

মস্হাব বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য, কিন্তু আমি ইহাকে একটি আছাড় না মারিয়া ছাড়িব না-তাহাতেই যদি উহার প্রাণ দেহপিঞ্জরে আর না থাকে, কি করিব? উহার প্রতি আমি অস্ত্রের আঘাত করিব না, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। এজিদের সেনাপতির বীরত্ব দেখুন, অলীদের বাহুবল দেখুন।"

এই কথা বলিয়াই মস্‌হাব কাক্কা অলীদকে সজোরে বহুদূর শূন্য হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। অলীদ চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বিংশতি হস্ত ব্যবধানে ছুটিয়া ছিটিকয়া পড়িল। ক্ষণকাল অচৈতন্য রহিয়া জগৎ অন্ধকার দেখিল। একটু চমক ভাঙ্গিলেই দক্ষিণ বামে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিয়াই, উঠিতে উঠিতে, পড়িতে পড়িতে রণপ্রাঙ্গণ হইতে সভয়ে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে শিবিরাভিমুখে মহাবেগে প্রস্থান করিল। অলীদের সৈন্য এখন কাক্কার হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। আর কি করিবে? শেষ পন্থা-পলায়ন।

মস্‌হাব কাক্কা বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, "আয় রে কাফেরগণ! আয়, মদিনার পথে বাধা দিতে আয়! এই মস্‌হাব চলিল।"

মস্‌হাব সমুদয় সৈন্য লইয়া অলীদের শিবির পশ্চাৎ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কার সাধ্য মস্‌হাবকে বাধা দেয়? সে বীরকেশরী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়?

গাজী রহমান বলিলেন, "আজ মদিনায় প্রবেশ করিব না, এই যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্ত সীমাতেই থাকিব। সৈন্যগণ মহাক্লান্ত হইয়াছে! আরো কথা আছে; মদিনা প্রবেশের পূর্বে আমাদের কতক সৈন্য নগরের বহির্ভাগে, নগর-প্রবেশ-দ্বারে সর্বদা সজ্জিতভাবে অবস্থিতি করিব। দামেস্কের মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। ছল, চাতুরী, অধর্ম, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা তাহাদের আয়ত্তাধীন-জাতিগত স্বভাব।"

মস্‌হাব কাক্কা সম্মত হইলেন, মোহাম্মদ হানিফাও গাজী রহমানের কথা গ্রাহ্য করিলেন। সৈন্যগণ অলীদের শিবির লুটপাট করিয়া, খাদ্যসামগ্রী অস্ত্রশস্ত্র যাহা পাইল লইয়া জয় জয় রবে প্রান্তর কাঁপাইয়া, বীরমদে পদনিক্ষেপ করিতে করিতে চলিল!

মস্‌হাব কাক্কা মোহাম্মদ হানিফাকে বলিলেন, "হজরত! আর একটি কথা। তুরস্ক ও তোগান রাজ্যের ভূপতিদ্বয় আমার সঙ্গে আছেন, তাঁহারা পথে সীমারহস্তে যেরূপ বিধ্বস্ত ও বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে বলিব। এক্ষণে একটি শুভ সংবাদ অগ্রে না দিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। সেই পাপাত্মা সীমারকে আমি বন্দি করিয়া আনিয়াছি।"

হানিফার মনের আগুন জ্বলিয়া উঠিল-নির্বাণ আগুন দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল-কারবালার কথা মনে পড়িল। হু-হু শব্দে কাঁদিয়া উঠিলেন, মস্হাব অপ্রতিভ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে হানিফা মস্হাবের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি আমার মাথার মণি, হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণের ভাই! আইস, তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি। তুমি সীমারকে বন্দি করিয়াছ-তোমার এ গৌরব, কীর্তি

অক্ষয়রূপে জগতে চিরকাল সমভাবে থাকিবে-তুমি বিনামূল্যে আজ হানিফাকে ক্রয় করিলে। ভ্রাতঃ, আমার আর গমনের সাধ্য নাই। সীমারের নাম শুনিয়া আমি অধীর হইয়াছি। আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর ভ্রাতৃদ্বয়ের শিরচ্ছেদ বিবরণ শুনা অবধি সীমারকে একবার দেখিব মনে করিয়া আছি। দেখিব, তাহার দক্ষিণ হস্তে কত বল, সে খ র ধরিতে কেমন পটু; তাহাকে কয়েকটি কথামাত্র জিজ্ঞাসা করিব। এ ছাড়া সীমারে আর আমার কোন সাধ নাই। সীমার সম্বন্ধে তুমি যাহা করিবে আমি তাহার সঙ্গী আছি। আর বেশি দূর যাইব না, আজ এখানেই বিশ্রাম।"

ষোড়শ প্রবাহ

পরিণাম কাহার না আছে? নিশার অবসান, দিনের সন্ধ্যা, পরমায়ুর শেষ, গর্ভের প্রসব, উপন্যাসের মিলন, নাটকের যবনিকা পতন, অবশ্যই আছে; পুণ্যের ফল, পাপের শাস্তি-ইহাও নিশ্চয়।

সীমার আজ বন্দি! যে সীমারের নামে হৃদয় কাঁপিয়াছে, যে সীমার জগ∏ কাঁদাইয়াছে-সেই সীমার আজ বন্দি! সেই সীমারের আজ পরিণাম ফল-শেষ দশা। মোহাম্মদ হানিফা, মস্হাব কাক্কা, গাজী রহমান এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগের মত হইল যে, সীমারকে কিছুতেই ইহজগতে রাখা বিধেয় নহে। এমন ন□ষ্ঠুর, অর্থ-পিশাচ, পাপাত্মার মুখ আর চক্ষে দেখা উচিত নহে। তবে কী কর্তব্য?-যমালয়ে প্রেরণ! কী প্রকারে?-এখনো সাব্যস্ত হয় নাই।

অলীদকে ধৃত করিয়া মোহাম্মদ হানিফা কেন ছাড়িয়া দিলেন, তাহা তিনিই জানেন। মোহাম্মদ হানিফা মদিনার প্রবেশপথে নির্বিঘ্নে রহিয়াছেন, সীমারের শ□স্তিবিধান করিয়া অদ্যই মদিনায় যাইবেন;-এই কথাই প্রকাশ।

অলীদের আর যুদ্ধের সাধ নাই-হানিফার মদিনাগমনে বাধা দিবারও আর শক্তি নাই,-মোহাম্মদ হানিফা যখন ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন তখন এক প্রকার প্রাণের ভয়ও নাই,-কিন্তু আশঙ্কা আছে! মস্হাব কাক্কার কথা প্রতিমুহূর্তে অন্তরে অন্তরে জাগিতেছে! কী লজ্জা! অধীনস্থ যে সৈন্যগণ জীবিত আছে, তাহারাই-বা মনে মনে কি বলিতেছে? আর এক কথা; সে কথা কাহাকেও বলে নাই,-মনে মনেই চিন্তা করিয়াছে,-মনে মনেই দুঃখভোগ করিতেছে-দামেস্কের বহুতর সৈন্য মস্হাব কাক্কার সঙ্গী হইয়াছে, ইহার কারণ কী? কেন তাহারা কাক্কার অধীনতা স্বীকার করিল-ইহার কী কোন

কারণ আছে? এই সকল ভাবিয়া অলীদ দামেস্কে না যাইয়া ভগ্নহৃদয়ে ভগ্নশিবিরে হানিফার মদিনাপ্রবেশ পর্যন্ত ঐ স্থানে থাকাই স্থির করিয়াছে।

অসময়ে হানিফার শিবিরে আনন্দের বাজনা। আজ আবার বাজনা কেন? অলীদ ভাবিল, আবার কী যুদ্ধ? আবার কী মস্হ□ব কাক্কা রণক্ষেত্রে? মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল, আবার সেই দূরদর্শনের সহায় গ্রহণ করিল, দেখিল-যুদ্ধসাজ নহে। মস্হাব কাক্কা, মোহাম্মদ হানিফা প্রভৃতি বীরগণ ধনুর্বাণহস্তে শিবিরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে বহির্গত হইলেন এবং হস্ত পদ বন্ধন অবস্থায় একজন বন্দিকে কয়েকজন সৈন্য ধরাধরি করিয়া আনিয়া উভয় শিবিরের মধ্যবর্তী স্থানে এক লৌহদণ্ডের সহিত বক্ষ বাঁধিয়া, দুই দিকে অপর দুই দণ্ডের সহিত হস্তদ্বয় কঠিনরূপে বাঁধিয়া, বন্দির পদদ্বয় ঐ হস্তাবদ্ধ দণ্ডের নিম্নভাগে আঁটিয়া বাঁধিয়া দিল।

অলীদ মনে মনে ভাবিতেছে, এ আবার কী কাণ্ড উপস্থিত? এমন নিষ□ঠুরভাবে ইহাকে বাঁধিয়া তীরধনু হস্তে সকলে অর্ধ চন্দ্রাকৃতিভাবে কেন ঘিরিয়া দাঁড়াইল? এ লোকটি এমন কী গুরুতর অপরাধ করিয়াছে? ইহার প্রতি এরূপ নির্দয় ব্যবহার করিতেছে কেন? একটু অগ্রসর হইয়া দেখি-কার এ দুর্দশা? কোন্ হতভাগার পাপের ফল?

মস্হাব কাক্কা ধনুর্বাণ হস্তে ধর□য়া ঊচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সীমার! আজ তোমার সৃষ্টিকর্তার নাম মনে কর, তোমার কৃতকার্যের পাপ-কথা মনে কর। দেখিলে, জগ∏ কেমন ভয়ানক স্থান? দেখিলে? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কার্যফল কখঞ্চি∏ পরিমাণে এখানেই কিছু কিছু পাওয়া যায়? লোকে অজ্ঞতা তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া ভবিষ্যতের জ্ঞান হারাইয়া, অনেক কার্যে হস্তক্ষেপ করে; কিন্তু শেষে কোথায় রক্ষা পায়? কে রক্ষা করে? মাতা পিতা স্ত্রী পরিবার পরিজন কেহ কাহারো নহে। আজ কে তোমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল? কে তোমার পক্ষ হইয়া দুটা কথা বলিল? মোহতিমিরে কেমন আচ্ছন্ন করিয়াছিল,-তোমার হৃদয়-আকাশ কেমন ঘনঘটায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল? তুমি একবার ভাব দেখি, নূরনবী মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেনের মস্তক সামান্য অর্থলোভে স্বহস্তে ছেদন করিয়া তোমার কী লাভ হইল? আরো অনেকে তোমার সঙ্গে ছিল, তাহারাও যুদ্ধজয় করিয়াছিল? কিন্তু ইমাম-শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে, কই কেহই ত□ অগ্রসর হইল না! ধিক্ তোমাকে! সীমার! শত ধিক্ তোমাকে!-তুমি জগ∏ কাঁদাইয়াছ,-পশুপক্ষীর চক্ষে জল ঝরাইয়াছ,-মানবহৃদয়ে বিষময় বিশাল শেলের আঘাত করিয়াছ। আকাশ, পাতাল, বন, উপবন, পর্বত, বায়ু তোমার কুকীর্তি কীর্তন করিতেছে-সে রবে প্রকৃতি বক্ষ পর্যন্ত ফাটিয়া যাইতেছে!-কিন্ত□ তোমার পরিণাম দশা, তুমি কিছুই ভাব নাই? দেখ দেখি! আজ তোমার কোন্ দিন উপস্থিত? সীমার! তুমি কি ভাবিয়াছিলে যে, এদিন চিরদিন তোমার সুখসেব্য

সুদিনই যাইবে? একদিনও কী এ দিনের সন্ধ্যা হইবে না? দেখ দেখি, এখন কেমন কঠিন সময় উপস্থিত! যে পবিত্র মস্তক পবিত্র দেহ হইতে ছিন্ন করিতে খঞ্জর দ্বারা কত কষ্ট দিয়াছ, সে যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভু কী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন-মনে হয়? ওরে পাপিষ্ঠ, নরাধম! ইমামের মুমূর্ষু অবস্থার কথা মনে হয়? তোকে নারকী বলিতে পারি না। পরকালের জন্য যে তোমার চিন্তা নাই, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া জানি। তোমার পাপভার,-সে পাপভার, হায়! হায়! তুমি যাহার বুকের উপর উঠিয়া খঞ্জর দ্বারা গলা কাটিয়াছিলে, তিনিই লইয়াছেন! কিন্তু সীমার! জগতের দৈহিক যাতনার দায় হইতে উদ্ধার করিতে তোমার মুখপানে চায়, এমন লোক কে? ঈশ্বরের লীলা দেখ, তোমারই অনুগত সৈন্য তোমারই হস্ত পদ বন্ধন করিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া দিল। ইহাতেও কী তুমি সেই অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি ভক্তিসহকারে বিশ্বাস করিবে না? এখনো কী তোমার পূর্বভাব অন্তর হইতে অন্তর হয় নাই? এই আসন্নকালে একবার ঈশ্বরের নাম কর। সীমার! আমরা তোমার সমুচিত শাস্তিবিধান করিব বলিয়াই আজ তীর হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তরবার□র আঘাত করিলাম না,-বর্শাদ্বারা ভেদ করিলাম না; এই বিষাক্ত তীরে তোমার শরীর জর্জরীভূত করিয়া তোমাকে ইহজগ∏ হইতে দূর করিব। ঐ দেখ, তোমার প্রিয়বন্ধু ওম্বে অলীদ ছল্‌ছল্ নেত্রে তোমার দিকে চাহিয়া আছে মাত্র। কে আজ তোমার সাহায্য করিতে আসিল? তোমার নীরব রোদনে কে কর্ণপাত করিল? তুমি যাহার নিতান্ত অনুগত, তোমার আজিকার দশা তাহার নিকটে প্রকাশ করিতে-আজিকার এ অভিনয়ের অভাবনীয় দৃশ্য রাজগোচর করিতে অনেক চক্ষু তোমার দিকে রহিয়াছে, দেখিতেছি। কিন্তু কেহই তোমার কিছু করিল না। কী আশ্চর্য, তাহাদের অস্ত্রের অভাব হয় নাই, সাহসের অভাব ঘটিয়াছে কি-না জানি না;-কই, তাহারা কি করিল? জগতে কেহ কাহারো নহে। সকলেই স্বার্থের দাস, লোভের কিঙ্কর। তোমার সঞ্চিত অর্থ আজ কোথায় রহিল? সেই পুরস্কারের লক্ষ টাকায় কী উপকার হইল? ঈশ্বরকৃপায় তুমি আজ আমাদের ক্রীড়ার সামগ্রী। ধনুর্বাণ সহিত তোমাকে লইয়া আজ ক্রীড়া করিব। সীমার! তোম□র কৃতকার্যের ফল সামান্যরূপে আজ আমাদের হস্তে ভোগ কর! এই আমার কথার শেষ-বাণের প্রথম। দেখ্ বাণের আঘাত কেমন মিষ্ট বোধ হয়! কেমন সুখসেব্য নিদ্রা আইসে!"

ধনুর টঙ্কার সীমারের কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল! প্রাণের মায়া কাহার না আছে? আজ সীমারের চক্ষে জল পড়িল, আজ পাষাণ গলিল! পূর্বকৃত প্রতি মুহূর্তের পাপকার্যের ভীষণ ছবি মনে উদয় হইল। পাপময় জীবনের নিদারুণ পাপছায়া ভীষণ দর্শনে সীমারের চক্ষের উপর ঘুরিতে লাগিল। জলবিন্দুর সহিত শরীরের রক্তবিন্দু ঝরিতে লাগিল। সীমার ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে আকাশ পানে চাহিয়া হোসেনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া জীবন শেষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শরীরের মাংস সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে দেহ স্খলিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছে-তত্রাচ সীমারের প্রাণ দেহপিঞ্জরেই

ঘুরিতেছে। মস্হাব কাক্কা প্রভৃতি দ্বিগুণ জোরে শর-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন! শরীরের গ্রন্থি সকল ছিন্ন হইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল, তবু প্রাণ বাহির হইল না! কী কঠিন প্রাণ! তখন সীমার ঊর্ধ্বদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "হে ঈশ্বর! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই? আমার শরীরের মাংসখণ্ড প্রায় স্খলিত হইয়া পড়িল, অস্থি-সকল র্জর্জ হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল, তবু প্রাণ বাহির হইল না। হে দয়াময়! আমিও তোমার সৃষ্ট জীব, আমার প্রতি কটাক্ষপাত কর, আমার প্রাণবায়ু শীঘ্রই হোসেনের পদপ্রান্তে নীত কর।"

মোহাম্মদ হানিফা এবং মস্হাব কাক্কা এই কাতরপূর্ণ প্রার্থনা শুনিয়া শরাসন-জ্যা শিথিল করিলেন, আর তূণীরে হস্তক্ষেপ করিলেন না। সকলেই দয়াময়ের নাম করিয়া শত সহস্র প্রকারে তাঁহ□র গুণানুবাদ করিলেন। ক্রমে সীমারের প্রাণবায়ু ইহজগ∏ হইতে অনন্ত আকাশে মিশিয়া হোসেনের পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বীরকেশরিগণ আর সীমারের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, শিবিরে আসিয়া মদিনা যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ওত্বে অলীদ বিষন্ন বদনে দামেস্কাভিমুখে যাত্রা করিল। যে আশা তাহার অন্তরে জাগিতেছিল, সে আশা আশা-মরীচিকাব∏ ঐ প্রান্তরের বালুকাকণা মধ্যে মিশিয়া গেল। মনে মনেই বুঝিল, সীমারের সৈন্যগণ মস্হাব কাক্কার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে! আর আশা কী?-এ প্রান্তরে আর আশা কী?

সপ্তদশ প্রবাহ

মন্ত্রণাগৃহে এজিদ্ একা। দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন বৃহ∏ চিন্তায় এখন তাহার মস্তিষ্ক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। দুঃখের সহিত চিন্তা,-এ চিন্তার কারণ কী? কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গৃহের চতুষ্পার্শে দৃষ্টি করিল;-দেখিল কেহ নাই! পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে মারওয়ান মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত থাকিবে; সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তথাচ মন্ত্রীবর আসিতেছে না। এজিদের চিন্তাকুল অন্তর ক্রমেই অস্থির হইতেছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৃদুমৃদু স্বরে বলিল, "সীমার বন্দি! এতদিন পরে সীমার শত্রুহস্তে বন্দি! অলীদেরও প্রাণের আশঙ্কা! আম□রই সৈন্য, আমারই চির-অনুগত সৈন্য যখন বিপক্ষ দলে মিশিয়াছে, তখন আর কল্যাণ নাই! হা! কী কুক্ষণেই জয়নাব রূপ নয়নে পড়িয়াছিল! সে বিশালাক্ষির দোলায়মান কর্ণাভরণের দোলায় কি মহা অনর্থই ঘটিল। অকালে কত প্রাণীর প্রাণপাখি দেহপিঞ্জর হইতে একেবারে উড়িয়া চলিয়া গেল। শত শত নারী পতিহারা হইয়া

মনের দুঃখে আত্মবিসর্জন করিল! কত মাতা সন্তান বিয়োগে অধীরা হইয়া অস্ত্রের সহায়ে দৈহিক মায়া হইতে-শোক-তাপের যন্ত্রণা হইতে-আত্মাকে রক্ষা করিল। কত দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান এক বিন্দু জলের জন্য শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মাতার ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল! ছি ছি! সামান্য প্রেমের দায়ে, দুরাশার কুহকে, মহাপাপী হইতে হইল! হায়! হায়! রূপজ মোহে মোহিত হইয়া, আত্মহারা, বন্ধুহারা শেষে সর্বস্বহারা হইতে হইল? বিনা দোষে, বিনা কারণে, কত পুণ্যাত্মার জীবন প্রদীপ নিবিয়া গেল! এত হইল, এত ঘটিল, তবু আগুন নিবিল না,-সে রত্ন হস্তগত হইয়াও আশা পূর্ণ হইল না, স্ববশে আসিল না।-হোসেনকে বধ করিয়াও সে চিন্তার ইতি হইল না। ক্রমেই আগুন দ্বিগুণ ত্রিগুণরূপে জ্বলিয়া উঠিল। সৈন্যহারা, মিত্রহারা, রাজ্যহারা, ক্রমে সর্বস্বহারা হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল! ধিক্ প্রণয়ে! ধিক্ রমণীর রূপে! শত ধিক্ কুপ্রেমাভিলাষী পুরুষে! সহস্র ধিক্ পরস্ত্রী-অপহারক রাজায়!"

এই পর্যন্ত বলিতেই মারওয়ান উপস্থিত হইয়া যথাবিধি সম্ভাষণ করিল। এজিদ্ অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সীমারের কি হইল!"

"মহারাজ! সীমার যখন বিপক্ষদলের হস্তগত হইলেন, তখন তাঁহার আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখন ওত্বে অলীদের রক□ষা, রাজ্যরক্ষা, প্রাণরক্ষা, এই সকল রক্ষার উপায় চিন্তা করাই অগ্রে কর্তব্য। সীমার-উদ্ধার, সীমারের আশা আর করিবেন না। কারণ, সীমার মোহাম্মদ হানিফার হস্তগত হইলে তাঁহার রক্ষা কিছুতেই নাই।"

"তবে কি সীমার নাই?"

"সীমার নাই, এ-কথা বলিতে পারি না। তবে অনুমানে বোধ হয় য□, সীমার মোহাম্মদ হানিফার হস্তে ধরা পড়িয়াছেন। সুতরাং সীমার-উদ্ধারের চিন্তা না করিয়া অলীদ-উদ্ধারের চিন্তাই এইক্ষণে আবশ্যক হইয়াছে। তার পর ও কয়েক দিনে যদি অলীদ বন্দি হইয়া থাকেন, কি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যদি আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন, তবে প্রথম চিন্তা দামেস্করাজ্য রক্ষা, আপনার প্রাণরক্ষা। আপন সৈন্য যখন বিপক্ষদলে মিশিয়াছে, তখন দুঃসময়ের পূর্ব চিহ্ন, দুরবস্থার পূর্বলক্ষণ, সম্পূর্ণ বিপদের সূচনা দৃশ্য দেখাইয়া, অমঙ্গলকে আহ্বান করিতেছে। আমাদের সৌভাগ্য শশী চির-রাহুগ্রস্ত হইবে বলিয়াই জগতের অন্ধকার ছায়ার দিকে ক্রমশঃই সরিতেছে।"

এজিদের কর্ণে কথা কয়টি বিষসংযুক্ত সূচিকার ন্যায় বিদ্ধ হইল; তাহার মনের পূর্বভাব কে যেন হরণ করিয়া অন্তরময় মহাবিষ ঢালিয়া দিল। সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিল, "কি আমি বাঁচিয়া থাকিতে দামেস্কের সৌভাগ্য-শশী চির-রাহুগ্রস্ত হইবে? এ কথা তুমি আজ কোথায় পাইলে? কে

তোমার কর্ণে এ মূলমন্ত্র টিপিয়া দিয়াছে? মারওয়ান বুঝিলাম, হানিফার তরবারির তেজের কথা শুনিয়া তোমারও হৃ পিণ্ডের শোণিতসার শুকাইয়া গিয়াছে। তুমি নিশ্চয় জানিয়ো, এজিদ্ বর্তমান থাকিতে এ রাজ্যে সৌভাগ্য-শশীর অল্প পরিমাণ অংশ রাহুর গ্রাসে পতিত হইবে না। আমি তোমাকে এইক্ষণে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাহারই উত্তর দাও। জয়নাল আবেদীন, হাসান পরিবার-ইহারা কী এখন জীবিত থাকিবে? মোহাম্মদ হানিফা যদি সীমারের প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমি জয়নালের শিরচ্ছেদ স্বহস্তে করিব।"

"মহারাজ! এ সময় জয়নাল আবেদীনের প্রাণবিনাশ করিলে আর নিস্তার নাই। এ জ্বলন্ত আগুন এখন নির্বাণের উপায় আছে-এখনো রক্ষার উপায় আছে-এখনো সন্ধির আশা আছে। কিন্তু জয়নালের কোন অনিষ্ট ঘটাইলে ধন, জন, রাজ্য, প্রাণ সমূলে বিনাশের সুপ্রশস্ত পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে। দামেস্করাজ্যের আশা, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া জয়নাল আবেদীনকে যাহা ইচ□ছা হয় করিতে পারেন। এখন পরাজয় স্বীকারপূর্বক জয়নালকে ছাড়িয়া দিলে দামেস্কনগর রক্ষার আশা করিলেও করা যাইতে পারে। দেখুন হাসানের বধসাধন হইলে, বৃদ্ধ মন্ত্রী হামান প্রকাশ্য সভায় যে সারগর্ভ রাজনৈতিক উপদেশচ্ছলে নিজমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সময় আমি তাঁহার মতের পোষকতা করি নাই। যদি জানিতাম যে, হোসেন ব্যতীত মোহাম্মদ হানিফা নামে প্রবল পরাক্রান্ত আরো একজন বীর আছে, তাহা হইলে বৃদ্ধ সচিবের কথা কখনো অবহেলা করিতাম না; আপনার মত প্রবল করিয়া কোনকালেই অগ্রসর হইতাম না; যদি হইতাম তবে অগ্রে হানিফার বধসাধন না করিয়া হোসেনের বিরুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্র ধরিতাম না। ভ্রমই লোকের সর্বনাশের মূল। ভ্রমই মনুষ্যের অমঙ্গলের কারণ।"

"মারওয়ান! তোমার এ দুর্বুদ্ধি আজি কেন হইল! আমি পরাজয় স্বীকারে সন্ধি করিব? প্রাণের ভয়ে হানিফার সহিত সন্ধি করিব? জয়নালকে, হোসেন-পরিজনকে ছাড়িয়া দিব? জয়নালকে ছাড়িয়া দিব? ধিক্ তোমার কথায়! আর শত ধিক এজিদের প্রাণে! মারওয়ান! বল তো, এ মহাসংগ্রামের কারণ কি? এ ঘটনার মূল কি? তুমি কি সকলই বিস্মৃত হইয়াছ? মনে হয় তুমিই না বলিয়াছিলে, স্ত্রী-জাতি বাহ্যিক সুখপ্রিয়; কই, এতদিনেও তো তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ বা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাইলাম না। জগতে সুখী হইতে কে না ইচ্ছা করে?-এও তোমারই কথা। কই, বন্দিগৃহে মহাকেশে থাকিয়াও তো সুখী হইতে ইচ্ছা করে না, পাটরাণী হইতেও চাহে না? মারওয়ান! তোমার পদে পদে ভ্রম! আমি তো উন্মাদ। গত বিষয় আলোচনা বৃথা! আমার আজ্ঞা এই যে, তোমাকে এখনই অলীদ-সাহায্যে এবং সীমার-উদ্ধারে যাইতে হইবে।"

"আমি যাইতে প্রস্তুত আছি, অলীদের সাহায্য ব্যতীত এ সময়ে হানিফাকে আক্রমণ করিতে আমি পারিব না।"

"সুযোগ পাইলেও আক্রমণ করিবে না?"

"সুযোগ পাইলে মারওয়ান ছাড়িয়া দিবে তাহা মনে করিবেন না। তবে অগ্রেই বলিতেছি যে, অলীদকে রক্ষা করাই আমার প্রধান কার্য। সীমারের দেখা পাইলে, কি জীবিত থাকিলে, অবশ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব।"

"চেষ্টা করিবে,-কী কথা! উদ্ধার করিতেই হইবে।"

"মহারাজ! যে কঠিন সময় উপস্থিত হইয়াছে, নিশ্চিতরূপে আর কিছুই বলিতে পারি না। সময় মন্দ হইলে চতুর্দিক হইতে বিপদ চাপিয়া পড়ে! এখন ভবিষ্য_ ভাবিয়া কার্য না করিলে, পরিণাম রক্ষা হইবে না। একা মোহাম্মদ হানিফা আপনার শত্রু নহে! নানা দেশের, নানা রাজ্যের ভূপতি ও বীরপুরুষগণ আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে; বলিতে গেলে, মোহাম্মদভক্ত মাত্রেই আপনার প্রাণ লইতে দুই হস্ত বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।"

"আমি কী এতই হীনবল হইয়া পড়িয়াছি যে, তোমার বর্ণিত রাজগণ সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইব?"

"মহারাজ! জয়-পরাজয় ভবিষ্যতের গর্ভে!"

"তবে কী হানিফার খণ্ডিত মস্তক আমি দেখিব না?"

"অবশ্যই দেখিতে পারেন-বিলম্বে।"

"কথা অনেক শুনিলাম, তুমি অদ্যই পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া অলীদের সাহায্যে এবং সীমারের উদ্ধারে গমন কর, এই আমার আজ্ঞা।"

এই আজ্ঞা করিয়া এজিদ্ রোষভরে মন্ত্রণাগৃহ হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

মারওয়ান বলিতে লাগিল, "দুর্মতির লক্ষণই এই, যেখানে উচিত সেইখানেই রোষ। যাহা হউক আমি এখনই যাত্রা করিব, সীমারের উদ্ধার যাহা হইবার বোধ হয় এতদিনে হইয়া গিয়াছে, অলীদের উদ্ধার হয় কি-না, তাহাই সন্দেহ।"

অষ্টাদশ প্রবাহ

কী মর্মভেদী দৃশ্য! কী হৃদয়বিদারক বিষাদ ভাব! কাহারো মুখে কথা নাই, হর্ষের চিহ্ন নাই, যুদ্ধজয়ের নাম নাই, সীমারবধের প্রসঙ্গ নাই, অলীদ পরাজয়ের আলোচনা নাই। রাজা রাজবেশশূন্য, শির শিরস্ত্রাণশূন্য, পদ পাদুকাশূন্য, পরিধেয় নীলবাস,-বিষাদ-চিহ্ন নীলবাস। সৈন্যদলে বাজনা বাজিতেছে না, তুরি-ডঙ্কার আর শব্দ হইতেছে না। "নকীব" উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসিয়া ভেরীরবে ভূপতিগণের শুভাগমনবার্তা আর ঘোষণা করিতেছে না। সকলেই পদব্রজে-সকলেই ম্লানমুখে-নীরবে। তীর তূণীরে, তরবারি কোষে, খ র পিধানে, সকল চক্ষুই জলে পরিপূর্ণ। কারুকার্যখচিত সুন্দর নিশান-স্থান আজ নীল নিশান। হানিফা সসৈন্যে রাজপথে-পুণ্যভূমি মদিনা নগরের রাজপথে। নগরের উচ্চ উচ্চ প্রাসাদে, অত্যুচ্চ মঞ্চে, সিংহদ্বারে, নানা স্থানে, অনন্ত শোক-প্রকাশক নীল পতাকা-সকল অনিল সহকারে অনন্ত নীলাকাশে মিশিয়া হোসেনের অনন্ত শোক কাঁপিয়া কা□পিয়া প্রকাশ করিতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই শোকের চিহ্ন-বিষাদের রেখা। হোসেন-শোকে মদিনার এই দশা। এ দশা কে করিল? এ অন্তর্ভেদী দুর্দশা কে ঘটাইল? মর্ত্যে, শূন্যে, আকাশে, নীলিমা-রেখা কে অঙ্কিত করিল? হায়! হায়! হোসেন-শোকের অন্ত নাই। এ বিষাদ-সিন্ধুর শেষ নাই। বিমানে সূর্যদেবের অধিকার, রজনীদেবী, তারকামালার অধিকার থাকা পর্যন্ত মোহাম্মদীয়গণের অন্তরাকাশ হইতে এ মহাবিষাদ-নীলিমারেখা কখনোই বিলীন হইবে না-কখনোই সরিবে না।

মোহাম্মদ হানিফা নিদারুণ শোকে, মর্মভেদী বেশে, নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরবাসিগণ হোসেনের নাম করিয়া কা□দিয়া কাঁদিতে মোহাম্মদ হানিফার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। হায়! পুণ্যভূমি মদিনা আজ অন্ধকার! মোহাম্মদ হানিফার অন্তরে শোকসিন্ধুর তরঙ্গ উঠিয়াছে-প্রবাহ ছুটিয়াছে। নূরনবী হজরত মোহাম্মদের রওজার চতুষ্পার্শ্বে যাইয়া সকলে একত্রে হাসান, হোসেন, কাসেম প্রভৃতির শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমেই ক্রন্দনের আবেগ বুদ্ধি-আরো বৃদ্ধি। কিন্তু বৃদ্ধি হইতে হইতেই হ্রাস, ক্রমেই মন্দীভূত, ক্রমেই নীরব, ক্রমেই চক্ষু জলহীন, ক্রমেই পরিবর্তন, ক্রমেই হা-হুতাশ, ক্রমেই দুই একটি কথা শুনা যাইতে লাগিল। মোহাম্মদ হানিফা সকলের কথাই শুনিতে লাগিলেন। কাহাকেও আশ্বস্ত করিলেন, কাহাকেও সাহস দিলেন, কাহাকেও বা সস্নেহ মিষ্ট সম্ভাষণে আদর করিলেন। ক্রমে নাগরিকদলকে বিদায় করিয়া সঙ্গী রাজগণ, সৈন্যগণ, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ, কে কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহার তত্ত্বাবধান এবং আহার-বিহার ও বিশ্রামের শৃঙ্খলায় মনোনিবেশ করিলেন।

মদিনার প্রধান প্রধান ও মাননীয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি করা যায়?"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "মদিনার সিংহাসনে জয়নাল আবেদীনকে না বসাইতে পারিলে, আমার মনে শান্তি হইবে না। দুঃখ করিবার সময় অনেক রহিয়াছে। মদিনার যেরূপ শ্রীহীন অবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়া মহাকষ্ট ভোগ করিতেছে। জয়নাল আবেদীন নিশ্চয়ই জীবিত আছে। জয়নাল মদিনা ও দামেস্ক উভয় রাজ্যই করতলস্থ করিয়া একচ্ছত্ররূপে রাজত্ব করিবে, ইহা নিশ্চয়, অব্যর্থ। যাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী এতদূর সফল হইল, তাঁহার বাক্যের শেষ অংশ কি আর সফল হইবে না? আপনারা সকলে অনুমতি করিলেই আমি দামেস্ক আক্রমণে যাত্রা করিতে পারি।"

নাগরিকদলের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, "জয়নাল আবেদীন ঈশ্বরানুগ্রহে অবশ্যই মক্কা, মদিনা ও দামেস্কের সিংহাসন অধিকার করিবেন, সে বিষয়ে আমাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস ও অটল আশা আছে; তবে কয়েক দিন বিলম্ব মাত্র। আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত, সৈন্যগণও অলীদসহ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়াছে; এ অবস্থায় কয়েক দিন এই পবিত্র ধামে বিশ্রাম করিয়া দামেস্কে যাত্রা করেন, এই আমাদের প্রার্থনা। জয়নাল-উদ্ধারে মদিনার আবাল-বৃদ্ধ আপনার পশ্চাদ্বর্তী হইবে, কেহই ঘরে বসিয়া থাকিবে না। এতদিন আমরা নায়কবিহীন হইয়া পথে পথে ঘুরিয়াছি, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়াছি; কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। হজরতের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইব বলিয়াই কাসেদ্ পাঠাইয়াছিলাম। আপনি এত অল্প সৈন্য লইয়া কখনো দামেস্কে যাইবেন না। এজিদের চক্র, মারওয়ানের মন্ত্রণা ভেদ করা বড়ই কঠিন;-আমরা আপনার সঙ্গে যাইব। এখনো মদিনা বীরশূন্য হয় নাই, এখনো মদিনা পরাধীন বা পরপদভরে দলিত হয় নাই,-এখনো মদিনার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয় নাই। (কখনো হইবে না)। এখনো মদিনা একেব□রে নিঃসহায়, কি কোন বিষয়ে নিরাশ হয় নাই। এজিদের অত্যাচার-নূরনবী মোহাম্মদের বংশধরগণের প্রতি অত্যাচারের কথা মদিনা ভুলে নাই। যাঁহার জন্য এই পবিত্র সিংহাসন শূন্য আছে, তাঁহার কথা সকলের অন্তরে গাঁথা রহিয়াছে-তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা দিবানিশি অন্তরে জাগিতেছে। আপনি যেদিন মদিনা হইতে যাত্রা করিবেন, সেই দিন মদিনার লোকের প্রভুভক্তি, রাজভক্তি, একতার আদর্শ, হোসেনের বিয়োগজনিত দুঃখের চিহ্ন, সকলই দেখিতে পাইবেন। আমি আর অধিক বলিতে পারি না। এইমাত্র নিবেদন যে সপ্তাহ কাল এই নগরে বিশ্রাম করুন, সপ্তাহ অন্তর আমরা সকলে আপনার সঙ্গী হইব।"

মোহাম্মদ হানিফা নগরবাসীদিগের অনুরোধে সপ্তাহকাল সসৈন্যে মদিনায় থাকিতে সম্মত হইলেন।

ওদিকে মারওয়ান মদিনাভিমুখে আগমন এবং অলীদের দামেস্কে গমন, পথিমধ্যে উভয় সেনাপতির সাক্ষা∏ -উভয় দলের মিলন। অলীদের সঙ্গে অতি অল্পমাত্র সৈন্য; তাহার অধিকাংশই আহত, কতক জরা, কতক অর্ধমরা, কতক অসুস্থ। মুখ মলিন, বসন মলিন! পৃষ্ঠে তূণীর ঝুলিতেছে, তীর নাই। কোষ রহিয়াছে, তরবারি নাই। বর্শার ফলক কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, কেবল দণ্ড বর্তমান। ছিন্নপতাকা ভগ্নদণ্ড। সাহস উ∏ সাহের নামমাত্র নাই। যেন তাড়িত-ভয়ে চকিত সর্বদাই পশ্চাদ্দৃষ্টি। মনঃসংযোগে অশ্বপদশব্দ শ□নিতে কর্ণ স্থির। সৈন্যগণের অবস্থা দেখিলেই অনুমান হয় যে, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতেই ইহাদের সর্বস্ব উড়িয়া গিয়াছে; আহারাভাবেও মহাক্লান্ত।

মন্ত্রীপ্রবর মারওয়ান, অলীদের অবস্থা দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না; ঐ সংযোগস্থলেই উভয় দল একত্রিত হইয়া গমনে ক্ষান্ত হইল। পরস্পর কথাবার্তা হইলে মারওযান বলিল, "এইক্ষণ মদিনা আক্রমণ, কি হানিফার সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে। আমাদের বলবিক্রমের সহিত তুলনা করিলে হানিফার সৈন্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ; এ অবস্থায় আত্মরক্ষাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।"

অলীদ বলিল, "আত্মরক্ষা ভিন্ন আর উপায় কি? সীমারের দুর্দশা দ□খিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া গিয়াছে।"

"সীমারের দুর্দশা কি?"

অলীদ সীমারের শাস্তির বৃত্তান্ত আদি-অন্ত বিবৃত করিল।

মারওয়ান বলিল, "সীমারের যে দুর্দশা ঘটিবে তাহা আমি অগ্রেই ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলাম।"

অলীদ বলিল, "ভ্রাতঃ! হানিফার বলবিক্রম দেখিয়া স্বদেশের আশা, জীবনের আশা, ধন-জন পরিজন আশা হইতে একেবারে নিরাশ হই নাই বটে, কিন্তু সন্দেহ অনেক ঘটিয়াছে?"

"আরে ভাই! আমিই তো সীমার-উদ্ধার ও তোমার সাহায্য, এই দুই কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। সীমারের উদ্ধার তো এ জীবনে এক প্রকার শেষ হইল। এখন তোমার সাহায্য বাকী। যাহা হউক, এই সকল অবস্থা লিখিয়া মহারাজ সমীপে কাসেদ্ প্রেরণ করি। উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এই স্থানেই অবস্থিতি করিব। এ স্থানটি অতি মনোহর ও মনোরম।"

ঊনবিংশ প্রবাহ

রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি আসিয়া, দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ কাল অতীত হইয়া গেল। মদিনাবাসীরা মোহাম্মদ হানিফাকে সসৈন্যে আর এক সপ্তাহ মদিনায় থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। হানিফা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হাঁ-না, কিছুই কহিলেন না।

গাজী রহমান বলিলেন, "আপনাদের অনুরোধ অবশ্যই প্রতিপাল্য; কিন্তু জয়নাল উদ্ধারে যতই বিলম্ব, ততই আশঙ্কা, ততই বিপদ মনে করিতে হইবে। এ সময় বিশ্রামের সময় নহে। এক এক মুহূর্ত এক এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে! বিশেষ মারওয়ানের মন্ত্রণার অন্ত নাই-কোন্ সময় এজিদেক কোন্ পথে চালাইয়া কি অনর্থ ঘটাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? হয় তো সে সময় এজিদের প্রাণান্ত সহিত দামেস্ক, নগর সমভূমি করিলেও সে দুঃখের উপশম হইবে না,-সে অনন্ত দুঃখের ইতি হইবে না। আপনারা প্রবীণ এবং প্রাচীন, যাহা ভাল হয় করুন।"

নাগরিকদল হইতে একজন বলিলেন, "মন্ত্রিবর! আপনার সারগর্ভ বচন অবশ্যই আদরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যে কারণে প্রভুকে আর এক সপ্তাহ কাল থাকিতে অনুরোধ করিতেছি, সে কথা এখন বলিব না। তবে সময়ে তাহা অপ্রকাশ থাকিবে না। জয়নাল আবেদীন, এজিদ্ পাপাত্মার বন্দিগৃহে বন্দি; প্রভু হাসান হোসেনের স্ত্রী পরিবার নূরনবী মোহাম্মদের সহধর্মিণী বিবি সালেমাও ইঁহারাও বন্দি; দিবারাত্র, প্রহরে দণ্ডে, পলে অনুপলে আমাদের অন্তরে এ সকল কথা জাগিতেছে-প্রাণ কাঁদিতেছে,-তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! মনে হইতেছে যদি পাখা থাকিত, যদি মুহূর্ত মধ্যে যাইবার কোন উপায় থাকিত, তবে এখনি যাইয়া দামেস্ক নগর আক্রমণ এবং নরাধম এজিদের প্রাণবধ করিয়া জয়নাল উদ্ধারের উপায় করিতাম। আমরা ভুক্তভোগী, আমাদের পদে পদে আশঙ্কা, পদে পদে নৈরাশ্য। অধিক আর কি বলিব, এজিদের আজ্ঞায়, মারওয়ানের মন্ত্রণায়, অলীদের চক্রে, জায়েদার সাহায্যে, মায়মুনার কৌশলে, মহর্ষি হাসানকে হারাইয়াছি। জেয়াদের ছলনায়, সেই মহাপাপী চির-নারকী জেয়াদের প্রবঞ্চনায় প্রভু হোসেন, মহাবীর কাসেম এবং আলি আকবর প্রভৃতিকে মদিনা হইতে চিরবিদায় দিয়াছি। মন্ত্রিবর! কি বলিব! মদিনার শত শত সমুজ্জ্বল রত্ন, কারবালা-প্রান্তরে রক্তস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে-সে সকল কথা কি আমরা ভুলিয়াছি? তবে যে কেন বিলম্ব করিতেছি-বলিব। যদি ঈশ্বর সে সময়ের মুখ দেখান, তবে বলিব। আমাদের শত অনুরোধ,-মদিনাবাসী আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলেরই অনুরোধ, আর এক সপ্তাহ আপনারা সসৈন্যে মদিনায় অবস্থিতি করুন। সময় হইলে আমরা কখনোই

দামেস্কগমনে বাধা দিব না, বরং মনের আনন্দে জয় জয় রবে, জয়নাল উদ্ধারে আপনাদের সঙ্গে যাত্রা করিব।"

মদিনাবাসীদিগের মত না লইয়া দামেস্ক আক্রমণ করা হইবে না একথা পূর্ব হইতেই সুস্থির আছে। সুতরাং গাজী রহমান আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, অন্য অন্য আলাপে নগরবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। সে দিন কাটিয়া গেল। নিশানগমনে ঈশ্বরাধনা করিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে নিদ্রাদেবীর নিয়মিত অর্চনায় শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মোহাম্মদ হানিফা শয়ন করিয়া আছেন-ঘোর নিদ□রায় অভিভূত! স্বপ্ন দেখিতেছেন-যেন হজরত নূরনবী মোহাম্মদ তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "মোহাম্মদ হানিফ! জাগ্রত হও, আলস্য পরিহার কর, এ সময় তোমার বিশ্রামের সময় নহে। তোমার পরিজন দামেস্কে বন্দি, তুমি মদিনায় বিশ্রামসুখে বিহ্বল! যাও দামেস্কে ঈশ্বরের নাম কর□য়া এখনই যাত্রা কর, জয়নাল উদ্ধার হইবে, কোন চিন্তা নাই। ঈশ্বর তোমার সহায়!" মোহাম্মদ হানিফা যেন স্বপ্নযোগেই প্রভুর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল-অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে ভীত হইয়া গাজী রহমানকে ডাকিয়া, মস্হাব কাক্কা, ওমর আলী এবং আর আর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুগণকে জাগাইয়া, স্বপ্ন-বিবরণ বলিলেন।

গাজী রহমান বলিলেন, "প্রভুর আদেশ হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই, এখনই যাত্রা,-এই শুভ সময়। হাঁ, এখন বুঝিলাম-সময়ের অর্থ এখন বুঝিলাম। আমরা কেবল রাজনীতি, সমরনীতি, বিধি ব্যবস্থা যুক্তি ও কারণের উপর নির্ভর করিয়াই কার্য করি। ভ□রম হইলে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া রক্ষা পাই। কিন্তু মদিনাবাসীরা আমাদের অপেক্ষা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। আমি সে সময়ের অর্থই বুঝিতে পারি নাই। ধন্য মদিনা! ধন্য তোমার পবিত্রতা! ধন্য তোমার একাগ্রতা!"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "গাজী রহমান! আমরা বাহ্যিক ব্যবহার, বাহ্যিক কারণ দ□খিয়াই কার্যানুষ্ঠান করি; কিন্তু মদিনাবাসীদিগের প্রতি কার্য ঈশ্বরে নির্ভর করে এবং নূরনবী মোহাম্মদের প্রতি তাঁহাদের অটল ভক্তি,-তাহার প্রমাণ প্রাচীন কাহিনী। প্রভুর জন্মস্থান মক্কা নগরের অধিবাসীরা প্রভুর কথায় বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশ করা দূরে থাকুক বরং তাঁহার জ□বনের বৈরী হইয়াছিল। এই মদিনাবাসীরাই তাঁহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের সত্যধর্ম এই মদিনাবাসীরাই প্রকাশ্যভাবে অকপটে গ্রহণ করে। আর অধিক কি বলিব, মদিনাবাসীর অন্তর সরল ও প্রেমপূর্ণ। আমি এখনই যাত্রা করিব, প্রভাতের প্রতীক্ষায় আর থাকিব না।"আজ্ঞামাত্র ঘোর রবে ভেরী বাজিতে লাগিল। সৈন্যগণ নিদ্রাসুখ পরিহার করিয়া আতঙ্কে জাগিয়া উঠিল। সাজ সাজ রবে চতুর্দিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। সজ্জিত হইলে প্রভাতীয় উপাসনা সময়ের আহ্বান-স্বরে সকলের

কর্ণকে আনন্দিত করিল। মদিনাবাসীরা প্রথমে ভেরীর শব্দ এবং পরে উপাসনার সুমধুর আহ্বান-স্বরে জাগরিত হইয়া নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিলেন। মোহাম্মদ হানিফা, গাজী রহমান প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণ এবং সৈন্যগণ, সজ্জিত-বেশে উপাসনায় দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিত্তে উপাসনা সমাধান করিয়া, জয়নালের উদ্ধারের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

নগরবাসীরা মহাব্যস্ত হইয়া হানিফার চতুর্দিক বেষ্টন করতঃ যোড়করে বলিতে লাগিলেন, "হজরত! গতকল্য আমরা যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় গ্রাহ্য হইল না।"

মোহাম্মদ হানিফা বিনয়বচনে বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! বিগত নিশায় স্বপ্নযোগে প্রভু মোহাম্মদ আমাকে দামেস্ক গমনে আদেশ করিয়াছেন। আর আমার সাধ্য নাই যে, এখানে ক্ষণকাল বিলম্ব করি!"

"হজরত! আমরা অজ্ঞ, অপরাধ মার্জনা হউক। ঐ আদেশের জন্যই সপ্তাহকাল মদিনায় অবস্থিতির নিমিত্ত পূর্বেও প্রার্থনা করিয়াছিলাম। গতকল্যের প্রার্থনাও ঐ কারণে। আমরা চির-আজ্ঞাবহ দাস, মার্জনা করিবেন। এখন আমাদের আর কোন কথা নাই-আপনিও প্রস্তুত হইয়াছেন, আমরাও প্রস্তুত আছি। আপনি অশ্বে কশাঘাত করিলেই দেখিবেন, কত লোক জয়নাল উদ্ধারে আপনার অনুগামী হয়।"
মোহাম্মদ হানিফা, মস্হাব কাক্কা, গাজী রহমান ও হানিফার আর আত্মীয়-স্বজন এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজগণ, বীরদর্পে অশ্বপৃষ্ঠে ঈশ্বরের নাম করিয়া চাপিয়া বসিলেন। রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হানিফার বিজয় ঘোষণা করিতে করিতে যাত্রা করিল। ধানুকী, পদাতিক ও পতাকিগণ আনন্দ-রবে অগ্রে চলিল।

সপ্তবার হজরতের পবিত্র রওজা পরিক্রম করিয়া সমস্বরে ঈশ্বরের নাম ডাকিয়া সকলে জয়নাল-উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। মদিনাবাসীরাও অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মহানন্দে হানিফার জয়ঘোষণা করিতে করিতে সৈন্যদলে মিশিলেন। মারণ ভিন্ন মরণ কথা কাহারো মনে নাই। সিংহদ্বার পার হইয়া সকলে পুনরায় একস্বরে ঈশ্বরের নাম সপ্তবার উচ্চারণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পথপ্রদর্শক উষ্ট্রারোহী মধুরস্বরে বংশীবাদন করিতে করিত সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল।

দিবাভাগে গমন-রাত্রে বিশ্রাম। এই ভাবে কয়েক দিন যাইতে যাইতে একদিন পথপ্রদর্শকদল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ভেরী বাজাইতে লাগিলেন। সকলেই সম্মুক সুক হইয়া সম্মুখে স্থিরনেত্রে দৃষ্টি করিতেই দেখিলেন যে, বহুদূরে শিবিরের উচ্চ চূড়ায় লোহিত নিশান উড়িতেছে। গাজী রহমান সাঙ্কেতিক নিশান উড়াইয়া সকলকে গমনে ক্ষান্ত করিলেন। সকলেই মহাব্যস্ত। তত্ত্বানুসন্ধানে জানিলেন যে, সম্মুখে সমরনিশান উড়িতেছে, সবিশেষ না জানিয়া আর অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

মারওয়ান-শিবিরেও মারওয়ান ভেরীবাদনধ্বনি শুনিয়াছে।

শিবিরের বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মুখে অন্য কোন কথা সরিল না। অস্থির ও আতঙ্কিত ভাবে অলীদকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভ্রাতঃ! আবার যে পূর্বগগনে কি দেখা যায়। ঐ কি আগমন?"

"কার আগমন?"

"আর কার? যার ভয়ে অলীদ কম্পমান-মারওয়ান অস্থির।"

অলীদ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিল, "আর সন্দেহ নাই-এক্ষণে কি করা যায়?"

"আর কি করা! কিছু দিন বিশ্রাম করিব আশা ছিল-ঘটিল না।-আর ক্ষণকাল তিষ্ঠিলেই তোমার আমার দশা মিলিয়া মিশিয়া বোধ হয়, একই হইবে। হয়ত কিছু বেশিও হইতে পারে। পূর্ব সঙ্কল্প ঠিক রাখিয়া, যত শীঘ্র হইতে পারে, যাইয়া নগর-রক্ষার উপায় করা কর্তব্য। নিতান্ত পক্ষে চাপিয়া পড়ে, দামেস্ক নগর-নিকটস্থ প্রান্তরে আবার ডঙ্কা বাজাইয়া নিশান উড়াইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইব। এখানে আর কিছুই নহে; প্রস্থান-ত্রস্তে প্রস্থান।"

"উহারা যে বিক্রমে আসিতেছে, আমরা যে উহ□দের অগ্রে দামেস্কে যাইতে পারিব, তাহাতেও অনেক সন্দেহ! আপন রাজ্যে দ্বিগুণ বল; যেখানেই ধর ধর, সেই থানেই মার মার। ঐ দেখ, উহারাও গমনে ক্ষান্ত হইয়াছে। না জানিয়া, বিশেষ তত্ত্ব না লইয়া কেন অগ্রসর হইবে? আমাদের সন্ধান না লইতে লইতে আমরা এ স্থান হইতে চলিয়া যাই। আর কথ□ নাই ভাই। প্রস্থান,-শীঘ্র প্রস্থান।"

তখনই শিবির-ভঙ্গের আদেশ হইল, লোহিত পতাকা নীচে নামিল। মুহূর্তমধ্যে শিবির ভঙ্গ করিয়া, মারওয়ান ও অলীদ সৈন্যগণসহ দামেস্কাভিমুখে বেগে চলিল।

ওদিকে গাজী রহমান মহা চিন্তায় পড়িয়াছেন! এই নিশান উড়িতে উড়িতে কোথায় উড়িয়া গেল? দেখিতে দেখিতে শিবিরও ভগ্ন হইল। লোকজনও সরিতে লাগিল। ক্রমেই ঈষ□ দৃষ্টি,-ক্রমেই দৃষ্টির অগোচর।

মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহমানকে বলিলেন, "আর চিন্তা কেন? পৃষ্ঠ দেখাইয়া যখন পলাইয়া গেল, তখন আর সন্দেহ কি? পলায়িত ব্যক্তির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন,-আজ এই স্থানেই বিশ্রাম।"

"তাহাতে ক□ষতি নাই, কিন্তু বিশেষ সতর্কভাবে থাকিতে হইবে। উহারা পলাইয়া বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। গুপ্তচরদিগকে কয়েক জন চতুর সৈন্যসহ সন্ধানে পাঠাইতেছি। সন্ধান করিয়া জানিয়া আসুক-উহারা কে? কেন শিবির স্থাপন করিয়াছিল? কেনই বা চলিয়া গেল?"

"ও'ত ওত্‌বে অলীদের শিবির নহে!"

"না-না; অলীদের শিবিরের অত জাঁকজমক কোথা?"

"তবে কে?"

"সেই তো সন্দেহ, এখনই জানিতে পারিবে।"

বিংশ প্রবাহ

সীমার নাই? আমার চির-হিতৈষী সীমার নাই? মহাবীর সীমার ইহজগতে নাই? হায়! যে বীরের পদভরে কার্‌বালা-প্রান্তর কাঁপিয়াছে, যাহার অস্ত্রের তেজে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, হোসেন-শির দামেস্কে আসিয়াছে, সেই বীর নাই? কে তাহার প্রাণ হরণ করিল? হায়! নিমক-হারাম সৈন্যগণ ষড়যন্ত্র করিয়া সীমারকে বাঁধিয়া দিল, তাহাতেই এই ঘটিল। কাসেদ্! বল, কে সীমারকে বধ করিল?"

কাসেদ্ যোড়করে বলিতে লাগিল, "বাদশা নামদার! মহাবীর সীমারকে একজনে মারে নাই। পঞ্চদশ রথী মিলিয়া বাণাঘাতে সীমারকে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

"সীমারের হস্তে অস্ত্র ছিল না?"

"তাহার হস্তপদ লৌহদণ্ডে বাঁধা ছিল। ঐ বন্ধন দশায় তীরের আঘাতে শরীরের মাংস, শেষে অস্থি পর্যন্ত জর্জরিত হইয়া খসিতে লাগিল, তবু মহাবীরের প্রাণ বাহির হয় নাই? শেষে ঈশ্বরের নাম করিয়া মৃত্যু প্রার্থনা করায় মহাবীর সীমারের আত্মা ইহজগ□ হইতে অনন্তধামে চলিয়া গেল।"

এজিদ্ মহাক্রোধে বলিলেন, "সেখানে আমার সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষ কেহ ছিল না?"

"বাদশা নামদার! সৈন্য বলিতে আর কেহ নাই। তবে পতাকাধারী, ভারবাহী, প্রহরী আর জন কয়েক মাত্র সৈন্য উপস্থিত ছিল।"

"আর আর সৈন্য?"

"আর আর সৈন্য প্রায়ই হানিফার অস্ত্রে মারা গিয়াছে। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা প্রাণভয়ে কে কোথায় পলাইয়াছে, তাহার সন্ধান নাই।"

"অলীদ?"

"সৈন্যাধ্যক্ষ মহামতি জীবিত আছেন,-কিন্তু-"

"কিন্তু কি?"

"বাদশা নামদার! সকলই পত্রে লেখা আছে।"

(মহাক্রোধে) "পত্র শেষে শুনিব। ওত্বে অলীদ উপস্থিত থাকিতে সীমার-উদ্ধার হইল না? সে কি কথা!"

"তিনি উপস্থিত ছিলেন, এখনও জীবিতই আছেন, কিন্তু মরিয়া বাঁচিয়াছেন।"

"হানিফা মদিনায় যাইতে সাহসী হইয়াছে?"

"বাদশা নামদার! সে সকল কথা মুখে বলিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। পত্রেই বিশেষ লেখা আছে।"

"না-আমি পত্র খুলিব না। তোমার মুখে সকল কথা শুনিব, বল।"

"বাদশা নামদার! অলীদ পরাস্ত হইয়াছেন!"

"কে পরাস্ত করিল?"

"মোহাম্মদ হানিফা।"

"কি প্রকারে?"

"অলীদ মদিনা-প্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে হানিফার সহিত যুদ্ধ হয়। ক্রমে কয়েকদিন যুদ্ধ-দিবারাত্র যুদ্ধ। শেষ দিন মস্‌হাব কাক্কা বিস্তর অশ্বারোহী সৈন্যসহ উপস্থিত হইলে দ□মেস্ক সৈন্য আর টিকিতে পারিল না-রক্তমাখা হইয়া দলে দলে ভূতলে গড়াইতে লাগিল। অশ্বদাপটেই বা কত জনের প্রাণ বিয়োগ হইল। বাদশা নামদার! এমন যুদ্ধ কখনো দেখি নাই। এমন বীরও কখন দেখি নাই! অস্ত্রের আঘাত-অশ্বের পদাঘাত সমান চলিল! দেখিতে দেখিতে দামেস্ক সৈন্য তৃণব∏ উড়িয়া গিয়া কোথায় পলাইল, তাহার অন্ত রহিল না। বিপক্ষেরা সেনাপতি মহাশয়ের শিবির লুটপাট করিয়া মদিনাভিমুখে জয় জয় রব করিতে করিতে চলিয়া গেল।"

"অলীদ কিছুই করিলেন না?"

"তিনি আর কি করিবেন? মস্‌হাব কাক্কা তাঁহার অশ্বকে লাথি মারিয়া মারিয়া ফেলিল। তাঁহাকে শূন্যে উঠাইয়া এক আছাড়েই তাঁহার প্রাণ বাহির করিবে-মস্‌হাব কাক্কার এইরূপ কথা; কেবল হানিফার অনুরোধে অলীদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু মস্‌হাব কাক্কা ছাড়িবার পাত্র নহেন, এমনি সজোরে অলীদ মহামতিকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিতে উঠিতে, পড়িতে পড়িতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।"

"মস্‌হাব কাক্কা কে?"

"তিনিই তো মহারথী সীমারকে ধরিয়া লইয়া-"

"তাহা তো শুনিয়াছি, অলীদ বাঁচিয়া গিয়াও কিছু করিলেন না?"

"মহারাজ! পলায়িত, পরাজিত, আতঙ্কিত, নিদ্রাবশে কাক্কারূপে চকিত, চমকিত। তিনি কি আর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পার□ন?"

"মারওয়ান বোধ হয় অলীদের সাহায্য করিতে পারে নাই?"

"তিনি আর কি সাহায্য করিবেন? বাদশা নামদার! মোহাম্মদ হানিফা সর্বস্বান্ত করিয়া মদিনায় প্রবেশ করিলে, এদিকে অলীদ মহামতি দামেস্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন, ওদিকে মন্ত্রীমহোদয়ও দামেস্ক হইতে মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে উভয়ের দেখা। এইক্ষণ তাঁহারা সেই সংযোগস্থানে শিবির নির্মাণ করিয়া বিশ্রামে আছেন। আমি সেই সংযোগ স্থান হইতে মন্ত্রীপ্রবরের পত্র লইয়া আসিয়াছি। তাঁহারা গোপনানুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে, মোহাম্মদ হানিফা শীঘ্রই দামেস্ক নগর আক্রমণ করিবেন।"

এজিদ্ রোষে অধীর হইয়া বলিল, "তাঁহারা শুনিতে পারেন, তাঁহারা হারিতে পারেন, তাঁহারা হানিফার নামে কাঁপিতে পারেন, তাঁহারা বিশ্রামও করিতে পারেন। কিন্তু দামেস্ক নগরে মানুষের আক্রমণ করিবার সাধ্য আছে? এই নগরে শত্রু-প্রবেশের কি ক্ষমতা আছে? এই দুর্ভেদ্য প্রাচীন, পঞ্চবিংশতি লৌহদ্বার, ষষ্টি সেতু, অশীতি পরিখা, পঞ্চ সহস্র গুপ্তকূপ, এজিদ্ জীবিত, ইহাতে হানিফা দূরের কথা, হানিফার পিতা আলী, গোর হইতে উঠিয়া আসিলেও এ নগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। যাও কাসেদ্, এখনই যাও, মারওয়ানকে গিয়া বল যে, আমি স্বয়ং যুদ্ধে যাইতেছি। দেখি, মদিনা আক্রমণ করিতে পারি কি না? দেখি, মদিনার সিংহাসনে বসিতে পারি কি না? দেখি, আমার হস্তে হানিফা বন্দি হয় কি না? দেখি, এই তরবারিতে মস্হাব কাক্কার শির ধরায় গড়াগড়ি যায় কি না? যাও, তোমার পত্র তুমি ফিরাইয়া লইয়া যাও,-যাহা বলিবার বলিলাম-মুখে বলিও।"

এজিদ্ ক্রোধে অধীর হইয়া মারওয়ানের পত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কাসেদ্ পত্র লইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল।

এজিদ্ বিশ্রাম-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আদেশ করিল, "যত সৈন্য এক্ষণে নগরে উপস্থিত আছে, সমুদয় প্রস্তুত হও-সামান্য প্রহরী মাত্র রাজপুরী রক্ষা করিবে, সৈন্য নামে নগর মধ্যে কেহ থাকিতে পারিবে না, সকলকে আমার সহিত মদিনা আক্রমণে যাইতে হইবে।-হানিফার বধসাধনে যাইতে হইবে,-মস্হাব কাক্কার মস্তক চূর্ণ করিতে যাইতে হইবে,-সীমারের দাদ উদ্ধার করিতে যাইতে হইবে। বাজাও ডঙ্কা, বাজাও ভেরী, আন অশ্ব, আন উষ্ট্র, এখনি যাত্রা করিব।"

অমাত্যগণ যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহ□রা যুদ্ধে বিরত হইতে অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু কাহারো কথাই এজিদের নিকট স্থান পাইল না,-কর্ণে ভাল লাগিল না। পরিশেষে বৃদ্ধ হামান বলিতে লাগিলেন,-এতদিন পরে বৃদ্ধ সচিব নিতান্ত বাধ্য হইয়া স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন-

"মহারাজ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বয়স-দোষে আমার বুদ্ধিভ্রম জন্মিয়াছে, বিবেচনার দোষ ঘটিয়াছে, দূর চিন্তাতেও অপরাগ হইয়াছি। ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু মহারাজ! এই বৃদ্ধ আপনার পিতার চিরহিতৈষী, আপনার হিতৈষী, দামেস্ক রাজ্যের হিতৈষী। এই দামেস্ক রাজ্য পূর্বে যাঁহার করতলগত ছিল, ন্যায়ের অনুরোধে উচিত বলিতে এই বৃদ্ধ কখনই তাঁহার নিকট সঙ্কুচিত হয় না। তাহার পর আপনার পিতার রাজত্বকালেও এই বৃদ্ধ সর্বপ্রধান মন্ত্রীর আসন প্রাপ্ত হইয়া ন্যায্য কথা বলিতে কখনোই ত্রুটি করে নাই-ভীত হয় নাই। মহারাজের রাজত্ব সময়েও কর্তব্য কার্যে পশ্চাদ্পদ হয় নাই। কিন্তু মহারাজ! সেকাল আর একাল অনেক ভিন্ন। পূর্বে মন্ত্রণার বিচার হইত, তর্কে মীমাংসা হইত,-ভ্রম কাহার না আছে? ভূপতির ভ্রম হইলে তিনি ভ্রম স্বীকার

করিতেন। অমাত্যগণের ভ্রম হইলে তাঁহারাও ভ্রম স্বীকার করিতেন। এখন সে কাল নাই, সে মন্ত্রণাও নাই, সে মীমাংসাও নাই। ন্যায্য হউক, অন্যায্য হউক, ন্যায় হউক, অন্যায় হউক স্ব স্ব মত প্রবল করিতে সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চেষ্টিত। বিশেষ অপরিপক্ক মস্তিষ্কের নিকট আমরা এক প্রকার বাতুল বলিয়াই সাব্যস্ত হইয়াছি। মহারাজ! মনে হয়, হাসানের বিষপানের পর এই নির্বোধ বৃদ্ধ কি বলিয়াছিল? সেই প্রকাশ্য দরবারে কি বলিয়াছিল? নবীন বয়সে, নূতন সিংহাসনে বসিয়া কৃষ্ণকেশ বিকৃত অপরিপক্ক মস্তিষ্কের মন্ত্রণাতেই মত দিলেন। সেই অদূরদর্শী, ভাবি-জ্ঞান-শূন্য মজ্জারই বেশি আদর করিলেন। মনের বিরাগে সারগর্ভ উপদেশ বিবেচনা না করিয়া সে সম্পূর্ণ ভ্রমময় অসার বাক্যেরই পোষকতা করিলেন। এ পাগল তুচ্ছ হইল। বালকেই বালকের বুদ্ধির প্রশংসা করে, যুবাই যুবার নিকট আদর পায়। আমি বয়সে মহা প্রাচীন হইলেও আপনি রাজা, মাথার মণি। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে সেই এক দিন আমার মত প্রকাশ করিয়াছি, আর আজ রাজ্যের দুরবস্থা, ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছি। মহারাজ! বৃদ্ধ মন্ত্রীর অপরাধ মার্জনা হউক। একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, যে কারণে যুদ্ধ, যে কারণে দামেস্ক রাজ্যের এই শোচনীয় দশা, সে কারণের পরীক্ষা তো অগ্রেই হইয়াছিল? যে আমার নয়, আমি তাহার কেন হইব,-এ কথা সকলের বুঝা উচিত। এক জিনিসের দুইটি গ্রাহক হইলে, পরস্পর শত্রুভাব হিংসা ভাব স্বভাবতঃই যে উপস্থিত হয়, ইহা আমি অস্বীকার করি না। তবে যাহার হৃদয় আছে, মনুষ্যত্ব আছে, সে সেদিকে ভ্রমেও লক্ষ্য করে না, তাহাও জানি। যাহার অসহ্য হয়, যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বসে-করিতেও পারে। কারণ, যৌবনকাল বড়ই ভীষণ কাল। সে কালের অনেক দোষ মার্জনীয়। তবে যে হৃদয়ে শক্তি আছে, যে হৃদয়ে শক্তি আছে, যে মনে বল আছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। শত্রুপরিবারে শত্রুতা কি? তাহার সন্তান সন্ততি পরিজনে হিংসা কি! মহারাজ! হোসেনের শির দামেস্কে কেন আসিল? হোসেন পরিবার দামেস্ক-কারাগারে বন্দি কেন? ইহার কি কোন উত্তর আছে? বিধির ঘটনা, অদৃষ্টের লেখা খণ্ডাইতে কাহারো সাধ্য নাই। মহারাজ! এখনও উপায় আছে, রক্ষার পন্থা আছে। আপনি ক্ষান্ত হউন। রাজ্যবিস্তারে আমার অমত নাই, কিন্তু তাহার জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করুন। এখন চতুর্দিকে যে আগুন জ্বলিয়াছে, আপনি তাহা সহজে নির্বাণ করিতে পারিবেন না। প্রকৃতি ন্যায়ের সহায়, অন্যায়ের বৈরী। মন্ত্রীবর মারওয়ান এখন নিজ ভ্রম স্বীকার করিয়া দামেস্ক রাজ্য রক্ষাহেতু জয়নাল আবেদীনকে কারামুক্ত করিতে মন্ত্রণা দিতেছেন। সে সম্বন্ধে মহারাজ যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমি তাহার সদুত্তর করিব। তবে সামান্য একটু বলিয়া রাখি যে, হানিফার যে জ্বলন্ত রোষাগ্নি সহজে নির্বাণ হইবার নহে। আপনি যে আজ স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন, সেই সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা আছে। -প্রথম আপনি কোথায় যুদ্ধে যাইতেছেন? যদি বলেন মদিনা-আমি বলিতেছি, মদিনায় যাইবার আর ক্ষমতা নাই। সীমার হত, অলীদ পরাস্ত, মারওয়ান ভয়ে

কম্পিত; এ অবস্থায় মদিনা আক্রমণ করা দূরে থাকুক-মদিনার প্রান্তরসীমাতেও প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ধন-বল আর বাহুবলই রাজার বল, ক্রমাগত যুদ্ধে ধনভাণ্ডার প্রায় শূন্য হইল; আর বাহুবল এখন নাই বলিলেই হয়। সীমারের সহিত সীমারের সৈন্যও গিয়াছে,-ওত্‌বে অলীদ সৈন্য সামন্ত হারাইয়া প্রাণে বাঁচিয়া আছে মাত্র। এখন একমাত্র সম্পূর্ণরূপে জীবিত মারওয়ান। রাজ্যরক্ষার জন্যও সৈন্যের প্রয়োজন। আজ যে আদেশ প্রচার হইয়াছে, তাহাতে রাজ্যরক্ষার আর কোন উপায় দেখিতেছি না। কারণ শত্রুর নানা পথ, শত্রুর সন্ধান অব্যর্থ। মহারাজ এদিকে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, অন্য পথে যদি শত্রু আসিয়া নগর আক্রমণ করে, তখন কে রক্ষা করিবে? সে অস্ত্র-সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া কে দণ্ডায়মান হইবে? আমি মহারাজের গমনে বাধা দিতেছি না। আপনারই রাজ্য, আপনারাই সিংহাসন, আপনিই রক্ষা করিবেন। আমার যাহা বলিবার বলিলাম-গ্রাহ্য করা না করা মহারাজের ইচ্ছা।"

এজিদ্ মন্ত্রীবর হামানের কথা মনঃসংযোগে শুনিল, কিন্তু তাহার চিরহিংসাপূর্ণ হৃদয়কে স্ববশে আনিতে পারিল না। দুর্নিবার ক্রোধ দ্বাদশ প্রকার হিংসার জীবনমূর্তি ধারণ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। লোহিত লোচনে ক্রোধযুক্ত স্বরে বলিল, "তুমি মাবিয়ার মন্ত্রী-আমার সহিত তোমার কোন মতেরই ঐক্য নাই-হইবেও না,-হইতে পারেও না। তুমি অনেক সময় আমাকে মনঃকষ্ট দিয়াছ। আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না। তুমি দূর হও-আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। কে আছ, এই বৃদ্ধ পাগলটাকে রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া কারাগারে আবদ্ধ কর। যাহার কোন জ্ঞান নাই, তাহার উপযুক্ত স্থান মশান বা শ্মশান। যাও বুদ্ধিমান, যাও তোমার পরিপক্ক মস্তক লইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ কারাগারে বাস কর। রাজ-প্রাসাদে তোমার আর স্থান নাই।"

আজ্ঞামাত্র প্রহরিগণ বৃদ্ধ সচিবকে লইয়া চলিল। মন্ত্রীবর যাইবার সময়ও বলিলেন, "মহারাজ! রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য। আমি এখনও বলিতেছি, আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না, মারওয়ানের সংবাদ না লইয়া কখনো নগর পরিত্যাগ করিবেন না।"

এজিদ্ মহাক্রোধে বলিল, "আমি এখনই যুদ্ধে যাইব। কোথায়?-ওমর কোথায়? হাসেম কোথায়?"

শশব্যস্তে সৈন্যাধ্যক্ষগণ উপস্থিত হইল। পুনরায় এজিদ্ বলিল, "মদিনা আক্রমণে, হানিফার বধ-সাধনে, আমার সহিত এখনই সসৈন্যে যাত্রা করিতে হইবে। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদে আজ ওমর বরিত হইলেন; যাও-প্রস্তুত হও, যত সৈন্য নগরে আছে, তাহাদিগকে লইয়া প্রস্তুত হও।"

একবিংশ প্রবাহ

হুতাশনের দাহন আশা, ধরণীর জলশোষণ আশা, ভিখারীর অর্থলোভে আশা, চক্ষুর দর্শন আশা, গাভীর তৃণভক্ষণ আশা, ধনীর ধনবৃদ্ধির আশা, প্রেমিকের প্রেমের আশা, সম্রাটের রাজ্যবিস্তার আশার যেমন নিবৃত্তি নাই, হিংসাপূর্ণ পাপহৃদয়ে দুরাশারও তেমনি নিবৃত্তি ন□ই-ইতি নাই। যতই কার্যসিদ্ধি, ততই দুরাশার শ্রীবৃদ্ধি। জয়নাবের রূপমাধুরী হঠা∏ এজিদ্-চক্ষে পড়িল, অন্তরে দুরাশার সঞ্চার হইল। স্বামী জীবিত,-জয়নাবের স্বামী আবদুল জাব্বার জীবিত; অত্যাচার, বলপ্রকাশ মাবিয়ার নিতান্ত অমত, অথচ জয়নাব-রত্ন লাভের আশা। কি দুরাশা! সে কার্যও সিদ্ধ হইল, কিন্তু আশার ইতি হইল না। সে রত্নখচিত সজীব পুষ্পহার দৈবনির্বন্ধে যে কণ্ঠে শোভা করিল-হৃদয় শীতল করিল-সেই কণ্টক। এজিদ্-চক্ষে হাসান বিষম কণ্টক; তাঁহার জীবন অন্ত করিতে পারিলেই আশা পূর্ণ হয়। তাহাও ঘটিল; কিন্তু আশার ইতি হইল না। যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ□, তাহার জীবন-প্রদীপ নির্বাণ না করিলে মনের আশা কখনোই পূর্ণ হইবে না। ঘটনাক্রমে কার্‌বালা-প্রান্তরে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্তের স্রোত বহিয়া তাহাও ঘটিয়া গেল। সৈন্যসামন্ত প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া সে মহামূল্য জয়নাবরত্ন দামেস্‌ক নগরে আসিল, কিন্তু আশার ইতি হইল না।

বৃদ্ধ মন্ত্রী হামান কথার ছলে বলিয়াছিলেন, "যে আমার নয়; আমি তাহার কেন হইব।" এ নিদারুণ বচন কি আঘাতিত হৃদয়মাত্রেরই মহৌষধ? না-রূপজ মোহ যে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সে হৃদয় যথার্থ মানব হৃদয় হইলেও সময়ে সময়ে পশুস্বভাবে পরিণত হয়। প্রথম কথাতেই জয়নাবের মনের ভাব এজিদ্ অনেক জানিতে পারিয়াছেন, সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাও দেখিয়াছেন। সে অস্ত্র তাঁহার বক্ষে বসিবে না, যাহার অস্ত্র, তাঁহারই বক্ষ, তাঁহারই শোণিত,-কিন্তু বিনা আঘাতে, বিনা রক্তপাতে, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত আজীবন শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে যে অদৃশ্যভাবে ঝরিতে থাকিবে, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। তবে আশা?-আছে। দুরাশা কুহকিনী, এজিদের কানে কয়েকটি কথার আভাস দিয়াছে,-তাহাতেই এজিদের অন্তরে এই কথা-এ কি কথা? কমলে গঠিত কোমলাঙ্গীর হৃদয় কি পাষাণ? কোমল হস্তে লৌহ অস্ত্র! কমল-অক্ষিতে বজ্র দৃষ্টি? কোমল-বদনে কর্কশ ভাষা? কোমল-প্রাণে কঠিন ভাব? অসম্ভব! অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং বিপরীত! অবশ্যই কারণ আছে। জয়নাল, হানিফা প্রভৃতি জীবিত। সেই কি মূল কারণ? নিশ্চয় তাহারা ভব-ধাম হইতে চিরকালের জন্য সরিলে নিশ্চয় এ বিপরীত ভাব কখনোই থাকিবে না। নিশ্চয়! নিশ্চয়!! নিশ্চয়!!! চিরকালের জন্য সে সময় সে পদ্ম-চক্ষুতে এজিদের ছায়া ভিন্ন আর কোন ছায়া আসিবে না। সে হৃদয়ে সদা সর্বদা এজিদ্-রূপ ব্যতীত আর কোনরূপ জাগিবে না।

নিশ্চয়ই কমলে কমল মিশিয়া-কোমল ভাব ধারণ করিবে। আপাদ মস্তকে অন্তরে, হৃদয়ে, প্রাণে, শরীরে উত্তাপবিহীন সুকোমল বিজলীছটা সবেগে খেলিতে থাকিবে।"

দুরাশা! দুরাশা!!

কুহকিনী আশার এই ছলনায় এজিদ্ কাহারো কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুন্দুভি বাজাইয়া লোহিত নিশান উড়াইয়া, যাত্রা করিলেন। ওমর হাসেম, আবদুল্লাহ্ জেয়াদ প্রভৃতি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ মহারাজের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। গুপ্তচর সন্ধানীরা কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অপ্রকাশ্যে, কেহ ছদ্মবেশে, সকলের অগ্রে নানা সন্ধানে নানা পথে ছুটিল। যেখানে যাহা শুনিতেছে দেখিতেছে, মুহূর্তে মুহূর্তে আসিয়া জানাইয়া যাইতেছে।

একজন আসিয়া বলিল, "বাদশা নামদারের জয় হউক। কতকগুলি সৈন্য নগরাভিমুখে আসিতেছে।" এজিদের মুখভাব কিঞ্চি মলিন হইল।

কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিয়া বলিল, "আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, যাহারা আসিতেছে তাহারা দামেস্কের সৈন্য।"
এজিদ্ মহা সন্তুষ্ট হইয়া সংবাদ-বাহককে বিশেষ পুরস্কৃত করিতে আদেশ দিয়া বিজয় বাজনা বাজাইতে আজ্ঞা করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সংবাদ আসিল; "বাদশা নামদার! প্রধান মন্ত্রী মারওয়ান এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ অলীদ মহামতি আসিতেছেন।"

এজিদ্ মহাহর্ষে বলিতে লাগিল, "ওমর! জেয়াদ! শীঘ্র আইস, বিজয়ী বীরদ্বয়কে আদরে সম্ভাষণ করিয়া গ্রহণ করি। কি সুযাত্রায় আজ অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলাম। যে হানিফার নামে জগ কম্পিত, সেই হানিফা বন্দিভাবে, কি জীবন-শূন্য দেহে, কি খণ্ডিত শিরে, দামেস্কে আনীত হইতেছে। ধন্য বীর মারওয়ান! কিছু না করিয়া সে আর দামেস্কে ফিরিয়া আসিতেছে না। ধন্য মারওয়ান। খণ্ডিত হউক আর অখণ্ডিত হউক, হানিফার মস্তক বন্দিগৃহের সম্মুখে লটকাইয়া দিব। জয়নাল-শিরও আগামী কল্য ঐ স্থানে বর্শার অগ্র স্থাপিত করিব। দেখিবে আকাশ, দেখিবে সূর্য, দেখিবে জগ , দেখিবে দামেস্কের নরনারী-দেখিবে জয়নাব-এজিদের ক্ষমতা!"

যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই আশার ছলনায় মোহিত হইতেছেন। "এখন মদিনার রাজা কে? মারওয়ানকে উভয় রাজ্যের মন্ত্রীত্ব-পদে অভিষিক্ত করিব, আর আজ আমার নিকট যাহা

চাহিব□, তাহাই দান করিব। বিজয়ী সেনাগণকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিব। এ সকল সৈন্যগণকেও পুরস্কৃত করিব। কাহাকেও বঞ্চিত করিব না।"

এজিদ্ আশার প্রবঞ্চে পড়িয়া যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহাতে হাসিবার কথা নাই। আশা আর ভ্রম, এই দুয়েই মানুষের পরিচয়। আমরা ভবিষ্যতে অন্ধ না হইলে কখনোই ভ্রমকূপে ডুবিতাম না, আশার কুহকে ভুলিতাম না এবং সুখ দুঃখের বিভিন্নতাও বুঝিতাম না। তাহা হইলে যে কি ঘটিত, কি হইত ঈশ্বরই জানেন।

মারওয়ান ওত্বে অলীদ সহ দামেস্কাভিমুখে আসিতেছে, এজিদ্ও মহাহর্ষে সৈন্যগণসহ বিজয়ী বীরদ্বয়ের অভ্যর্থনা হেতু অগ্রসর হইতেছেন, মারওয়ান কখনোই পরাস্ত হইবে না, মারওয়ান পৃষ্ঠ দেখাইয়া কখনোই পলাইবে না, কার্য উদ্ধার না করিয়া দামেস্কে আসিবে না,-এই দৃঢ় বিশ্বাস-এই এজিদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাতেই এত আশা। অল্প সময় মধ্যেই পরস্পর দেখা সাক্ষা∏ হইল। এজিদ্ বিজয়-বাজনা বাজাইয়া বিজয় নিশান উড়াইয়া উপস্থিত হইল। মারওয়ানের অন্তরে আঘাত লাগিতে লাগিল, ম্লানমুখ আরো মলিন হইল।
এজিদ্ অনুমানেই বুঝিল-অমঙ্গলের লক্ষণ! কি বলিয়া কি জিজ্ঞাসা করিবে? কুকথা কুসংবাদ যতক্ষণ চাপা থাকে ততক্ষণই মঙ্গল! মন্ত্রীবরের গলায় রত্নহার পরাইবার কথা বিপরীত চিন্তায় চাপা পড়িয়া গেল! বিজয়-বাজনা স্বভাবতঃই বন্ধ হইল। মারওয়ানের মুখে কি কথা অগ্রে বাহির হইবে শুনিয়া এজিদের মহা আগ্রহ জন্মিল।

মারওয়ান নতশিরে অভিবাদন করিয়া বিনম্রভাবে বলিল, "মহারাজ! আর অগ্রসর হইবেন না। শত্রুদল আগত!"

"তোমাদের আকারে প্রকারে অনেক বুঝিয়াছি। কিন্তু বার বার পশ্চাদ্দিকে সভয়ে দেখিতেছ কি? পশ্চাতে কি আছে?"

মারওয়ান মনে মনে বলিল,-"যাহা আপনার দেখিবার বাকী আছে।" (প্রকাশ্যে) "মহারাজ আর কিছু নহে-সেই চাঁদ-তারা-সংযুক্ত নিশানের অগ্রভাগ দেখিতেছি! বেশি বিলম্ব নাই। তাহারা যেভাবে আসিতেছে, তাহাতে কোনরূপ সাজসজ্জা করিয়া আত্মরক্ষার অন্য কোন নূতন উপায়, কি নগর রক্ষার কোনরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে আর সময় নাই। যাহা সংগ্রহ আছে, তাহাই সম্বল, ইহার প্রতিই নির্ভর।"

"হানিফা কি এত নিকটবর্তী?"

"সে কথা আর মুখে কি বলিব? কান পাতিয়া শুনুন, কিসের শব্দ শুনা যায়।"

"হাঁ, কিছু কিছু শুনিতেছি। কোন কোন সময়ে আকাশে যে মেঘ গর্জন শুনিতে পাওয়া যায়, ব□ধ হয় সেই ঘনঘটাবলী বিজলী সহিত বহু দূর খেলা করিতেছে।"

"মহারাজ ও ঘনঘটার শব্দ নহে, বিদ্যুতের আভাও নহে, দামামার নাকাড়ার গুড়গুড়ি, ডঙ্কার কর্ণভেদী ধ্বনি, আর অস্ত্রের চাক্চিক্য।"

এজিদ্ আরো মনোনিবেশ করিলেন, স্থিরভাবে অশ্ববল্গা ধরিয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, স্পষ□টতঃ ভেরীর ভীষণ নাদ, নাকাড়ার খরতর আওয়াজ, শিঙ্গার ঘোর রোল ক্রমেই নিকটবর্তী। বাজনা শুনিতে শুনিতে দেখিতে পাইলেন, মোহাম্মদী নিশান-দণ্ডের অগ্রভাগ, সজ্জিত পতাকার জাতীয় চিহ্ন, আরোহী এবং পদাতিক সৈন্যগণের হস্তস্থিত বর্শা ফলকের চাক্চিক্য, স্ফূর্তিবিশিষ্ট তেজীয়ান্ অশ□বের পদচালন।

এজিদ্ সদর্পে বলিল, "যাঁহার জন্য আমাকে বহুদূর যাইতে হইত, ঘটনাক্রমে নিকটেই পাইলাম। চিন্তা কি? মারওয়ান এত আশঙ্কা কি? চালাও অশ্ব-এখনি আক্রমণ করিব।"

"মহারাজ! আমরা সর্ববলে বলীয়ান না হইয়া এসময়ে আর আক্রমণ করিব না। আমাদের বহু সৈন্য মোহাম্মদ হানিফার হস্তে মারা গিয়াছে! সৈন্যবল বৃদ্ধি না করিয়া আর আক্রমণের নামও মুখে আনিবেন না। আত্ম-রক্ষা নগর-রক্ষা এই দুইটির প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কার্য করিতে হইবে। বিশেষ ইহাতে আমার আর একটি উদ্দেশ্য সফল হইবে।"

"কি উদ্দেশ্য সফল হইবে।"

"মহারাজ! কার্‌বালা প্রান্তরে হোসেন যেমন জল বিহনে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সারা হইয়াছিল, সেইরূপ দামেস্ক-নগরে হানিফা অন্ন বিহনে সর্বস্বান্ত হইবে। এ রাজ্যে কে তাহাদের আহার যোগাইবে? কে তাহাদের সাহায্য করিবে? আমরা আক্রমণের নামও করিব না, উহারাই আক্রমণ করুক; আক্রমণ ইচ্ছা না হয়, শিবির নির্মাণ করিয়া বসিয়া থাকুক; অগ্রে কিছুই বলিব না। যত দিন বসিয়া থাকিবে, ততই আমাদের মঙ্গল। অন্নের অনটন পড়ুক, ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হউক, সময় পাইলে আমরা মনোমত প্রস্তুত হইতে পারিব। সে সময় বিষম বিক্রমে আক্রমণ করিব।"

এজিদ্ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সম্মত হইলেন, আক্রমণ জন্য আর অগ্রসর হইলেন না, অন্য চিন্তায় মন দিলেন।

ওদিকে গাজী রহমান আপন সুবিধামত স্থানে শিবির নির্মাণের আদেশ দিয়া গমনে ক্ষান্ত হইলেন। মোহাম্মদ হানিফা, মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতি গাজী রহমানের নির্দিষ্ট স্থান মনোনীত করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সৈন্য সামন্ত, অশ্ব উষ্ট্র ইত্যাদি ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিল। বাসোপযোগী বস্ত্রাবাস নির্মাণ হইতে আরম্ভ হইল। গাজী রহমানের আদেশে দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, সীমা নির্দিষ্ট করিয়া তখনি সামরিক নিশান উড়িতে লাগিল। মারওয়ানের চিন্তা বিফল হইল। সমর-ক্ষেত্র,- উভয় দলের সম্মুখ ক্ষেত্র! এজিদ্ পক্ষেও যুদ্ধ নিশান উড়িল, শিবির নির্মাণের ত্রুটি হইল না- প্রভাতে যুদ্ধ।

দ্বাবিংশ প্রবাহ

নিশার অবসান না হইতেই উভয় দলে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল, এক পক্ষে হানিফার প্রাণবিনাশ, অপর পক্ষে এজিদের পরমায়ু শেষ দুই দলে দুই প্রকার আশা। দামেস্ক নগরবাসীরা কে কোন পক্ষের হিতৈষী, তাহা সহজে বুঝিবার সাধ্য নাই। কারণ মোহাম্মদ হানিফার পক্ষে কেহ কোন কথা বলিলে, জয়নাল আবেদীনের জন্য কেহ দুঃখ করিলে, সে রাজদ্রোহী মধ্যে গণ্য হয়, কোতোয়ালের হস্তে তাহার প্রাণ যায়-এ অবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট, সকলেই আনন্দিত। কেহ দূরে, কেহ অদূরে, কেহ নগর-প্রাচীরে, কেহ কেহ উচ্চ বৃক্ষোপরি থাকিয়া উভয় দলের যুদ্ধ দেখিবার প্রয়াসী হইল। মোহাম্মদ হানিফার পক্ষ হইতে জনৈক আম্বাজী সৈন্য যুদ্ধার্থে রণপ্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রতিযোধ না পাঠাইয়া উপায় নাই। মারওয়ান বাধ্য হইয়া বাল্লকীয়া নামে জনৈক বীরকে আম্বাজীর মস্তক শিবিরে আনিতে আদেশ করিলেন। যেই আজ্ঞা-সেই গমন। সকলেই দেখিল উভয় বীর অস্ত্র চালনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, অস্ত্রে শস্ত্রে সংঘর্ষণে সময়ে সময়ে চঞ্চলা চপলাব অগ্নিরেখা দেখা দিতেছে। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর আম্বাজী বল্লকীয়া হস্তে পরাস্ত হইল। পরাভব স্বীকার করিলেও বল্লকীয়া অস্ত্র নিক্ষেপে ক্ষান্ত হইলেন না। সকলেই দেখিলেন, ইসলাম শোণিতে দামেস্ক-প্রান্তর প্রথমে রঞ্জিত হইল-এজিদের মন মহাহর্ষে নাচিয়া উঠিল।

বল্লকীয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আয় কে যুদ্ধ করিবি, আয়! শুনিয়াছি আম্বাজীরা বিখ্যাত বীর। আয় দেখি! বীরের তরবারির নিকটে কোন্ মহাবীর আসিবি আয়!"

আহ্বানের পূর্বেই দ্বিতীয় আম্বাজী বল্লকীয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইল না। উষ্ণীষ সহিত দ্বিতীয় আম্বাজী-শির ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। ক্রমে সপ্তজন আম্বাজী বল্লকীয়া-হস্তে শহীদ হইল।

এজিদ্ হর্ষোফুল্ল-বদনে বলিতে লাগিল, "মারওয়ান! আজ কি দেখিতেছ? এই সকল সৈন্যই তো তোমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে, শৃগাল কুকুরের ন্যায় তাড়াইয়া আনিয়াছে! তাহারাই তো ইহারা?"

"মহারাজ! ইহার কিছুই কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের একটি সৈন্য হস্তে মোহাম্মদীয় সাত জন সৈন্য কোন যুদ্ধেই যমপুরী দর্শন করে নাই। সকলই মহারাজের প্রসাদাত, আর দামেস্ক প্রান্তরের পবিত্রতার গুণে।"

এজিদের পক্ষে উ॥ সাহসূচক বাজনার দ্বিগুণ রোল উঠিয়াছে। বল্লকীয়ার সম্মুখে কেহই টিকিতেছে না! হানিফার সৈন্যশোণিতেই রণপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইতেছে!-এজিদ্ মহা সুখী!

গাজী রহমান মোহাম্মদ হানিফাকে বলিলেন, "বাদশা নামদার! এ প্রকারের যোধ শত্রু-সম্মুখে পাঠান আর উচিত হইতেছে না। বুঝিলাম দামেস্ক রাজ্যের সৈন্যবল একেবারে সামান্য নহে।"

মস্হাব কাক্কা, ওমর আলী, প্রভৃতি বল্লকীয়ার যুদ্ধ বিশেষ মনোযোগে দেখিতে ছিলেন। একা বল্লকীয়া কতকগুলি সৈন্য বিনাশ করিল দেখিয়া তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আমার সহ্য হইতেছে না, সমুদয় শরীরে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। আর শিবিরে থাকিতে পারিলাম না। তোমরা আমার পশ্চা॥ রক্ষা করিবে, গাজী রহমান শিবিরের তত্ত্বাবধানে থাকিবে, সৈন্যদিগের শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। -আমি চলিলাম। আমি হানিফার অস্ত্র আর এজিদের সৈন্য, দুইয়ে একত্র করিয়া দেখিব বেশি বল কাহার।"

হানিফা ঐ কথা বলিয়া অশ্বারোহণ করিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া বলিলেন, "বীরবর! তোমার বীরপনায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু তোমার জীবনের সাধ সকলই মিটিল। ইহাই আক্ষেপ!"

বল্লকীয়া বলিলেন, "মহাশয় আর একটি সাধের কথা বাকী রাখিলেন কেন?"

"আর কি সাধ?"

"হানিফার মস্তকচ্ছেদন। দোহাই আপনার, আপনি ফিরিয়া যাউন। কেন আপনি আপনার সঙ্গী ভ্রাতৃগণ সদৃশ অসময়ে জগ॥ ছাড়িবেন। আপনি ফিরিয়া যাউন। বল্লকীয়ার হস্তে রক্ষা নাই। আমি হানিফার শোণিতপিপাসু! আপনি ফিরিয়া যাউন।"

"তোমার সাধ মিটিবে। আমারই নাম মোহাম্মদ হানিফা।"

"সে কি কথা? এত সৈন্য থাকিতে মোহাম্মদ হানিফা সমরক্ষেত্রে!-ইহা বিশ্বাস্য নহে। আচ্ছা এই আঘাত!"

সে আঘাত কে দেখিল? পরে যাহা ঘটিল তাহাতে এজিদের প্রাণে আঘাত লাগিল। বল্লকীয়ার শরীরের দক্ষিণভাগে দক্ষিণ হস্তসহ এক দিকে পড়িল, বাম ঊরু, বাম হস্ত, বাম চক্ষু, বাম কর্ণ লইয়া অপরার্ধ ভাগ অন্য দিকে পড়িল।

এজিদ্ অলীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, বলিতে পার এ সৈন্যের নাম কি?"

অলীদ্ মনোযোগের সহিত দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ! ইনিই মোহাম্মদ হানিফা।"

এজিদ্ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু স□হসে নির্ভর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সৈন্যগণ! অসি নিষ্কোষিত কর, বর্শা উত্তোলন কর, যদি দামেস্কের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাও, মহাবেগে হানিফাকে আক্রমণ কর। এমন সুযোগ আর হইবে না। তোমাদের বল বিক্রমের ভালরূপে পরিচয় পাইতে হানিফা যুদ্ধক্ষেত্রে আর আসিবে না! নিশ্চয় পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবে। যাও, শীঘ্র যাও, শীঘ্র হানিফার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আন। তোমরাই আমার দক্ষিণ বাহু, তোমরাই আমার বল বিক্রম, তোমরাই আমার সাহস, তোমরাই আমার প্রাণ। ঘোর বিক্রমে হানিফাকে আক্রমণ কর। হয় বন্ধন-নয় শিরচ্ছেদ, এই দুইটি কার্যের একটি কার্য করিতে আজ জীবন পণ কর। বীরগণ! বীরদর্পে চলিয়া যাও। তোমাদের পারিতোষিক আমার প্রাণ, মন, দেহ-মণিমুক্তা হীরক আদি অতি তুচ্ছ কথা।"

সৈন্যগণ অসিহস্তে মার মার শব্দে সমরাঙ্গণে যাইয়া হানিফাকে আক্রমণ করিল। এজিদের চক্ষু হানিফার দিকে। এজিদ্ দেখিলেন হানিফার তরবারি ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ন্যায় চাকিচক্য দেখাইয়া ঊর্ধ্বে, নিম্নে, বামে, দক্ষিণে ঘুরিল এবং লোহিত রেখায় তাহার পূর্ব চাকিচক্য কিঞ্চি॥ মলিন ভাব ধারণ করিল। সম্মুখের একটি প্রাণীও নাই। চক্ষুর পলকে যেন স্থির বায়ুর সহিত মিশিয়া অশ্ব হইতে অন্তর্ধান হইল।

মারওয়ান বলিল, "বাদশা নামদার! দেখিলেন অলীদ সহজে মদিনার পথ ছাড়িয়া দেয় নাই। এই

যে হানিফার অস্ত্র চলিল, আমরা পরাজয় স্বীকার না করিলে এ অস্ত্র আর থাকিবে না, দিবারাত্র সমান ভাবে চলিবে, হানিফার মন কিছুতেই টলিবে না, রক্তের স্রোত বহিয়া দামেস্ক প্রান্তর ডুবিয়া গেলেও সে বিশাল হস্তের বল কমিবে না,-অবশ হইবে না;-তরবারির তেজ কমিবে না, ক্লান্ত হইয়া শিবিরেও যাইবে না।"

এজিদ্ রোষে জ্বলিতেছে। পুনরায় পূর্বপ্রেরিত সৈন্যের দ্বিগুণ সৈন্য হানিফা বধে প্রেরণ করিল। সৈন্যগণ মহাবীরের সম্মুখে যাইয়া একযোগে নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যে যেরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিল, ঈশ্বরেচ্ছায় হানিফা তাহাকে সেই অস্ত্রেই যমপুরী পাঠাইয়া দিলেন। এজিদের ক্রোধের সীমা রহিল না। পুনরায় চতুর্গুণ সেনা পাঠাইল। সেবার এজিদ্ হানিফাকে তরবারি হস্তে তাঁহার সৈন্যগণের নিকট যাইতে দেখিল মাত্র। পরক্ষণেই দেখিল যে, প্রেরিত সৈন্যের অশ্বসকল দিগ্বিদিক্ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, একটি অশ্বপৃষ্ঠেও আরোহী নাই।

এজিদ্ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং যাইতে প্রস্তুত হইল। মারওয়ান করযোড়ে বলিল, "মহারাজ! এমন কার্য করিবেন না, আজ মোহাম্মদ হানিফার সম্মুখে কখনোই যাইবেন না। এখনও দামেস্কের অসংখ্য সৈন্য রহিয়াছে, আমরা জীবিত আছি; আমাদের প্রাণ শেষে যাহ□ ইচ্ছা করিলেন। আমরা জীবিত থাকিতে মহারাজকে হানিফার সম্মুখীন হইতে দেব না।"

এজিদ্ মারওয়ানের কথায় ক্ষান্ত হইল। সে দিন আর যুদ্ধ করিল না। সে দিনের মত শেষ বাজনা বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া মারওয়ান সহ শিবিরে আসিল। মোহাম্মদ হানিফাও তরবারি কোষে আবদ্ধ করিয়া অশ্ববল্গা ফিরাইয়া শিবিরে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ প্রবাহ

প্রভাত হইল। পাখীরা ঈশ-গান গাহিতে গাহিতে জগ∏ জাগাইয়া তুলিল। অরুণোদয়ের সহিত যুদ্ধ-নিশান দামেস্ক-প্রান্তরে উড়িতে লাগিল। যে মস্তক জয়নাবের কর্ণাভরণের দোলায় দুলিয়াছিল ঘুরিয়াছিল, এখনও দুলিতেছে, ঘুরিতেছে), আজ সেই মস্তক হানিফার অস্ত্র চালনার কথা মনে করিয়া মহাবিপাকে ঘুরিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মারওয়ান, অলীদ, জেয়াদ, ওমরের মস্তিষ্ক পরিশুষ্ক; সৈন্যগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার-না জানি আবার কি ঘটে!

উভয় পক্ষই প্রস্তুত। হানিফার বৈমাত্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওমর আলী করযোড়ে হানিফার নিকট বলিলেন, "আর্য! আজিকার যুদ্ধভার দাসের প্রতি অর্পিত হউক।"

হানিফা সস্নেহে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! গত কল্য যে উদ্দেশ্যে তরবারি ধরিয়াছিলাম, যে আশায় দুল্দুলকে কশাঘাত করিয়াছিলাম, তাহা আমার সফল হয় নাই। বিপক্ষদল আমাকে বড়ই অপ্রস্তুত করিয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, যুদ্ধ শেষ না করিয়া আর তরবারি কোষ□ আবদ্ধ করিব না, শিবির হইতে বাহির হইয়াছি, আর শিবিরে যাইব না, আজি প্রথম-আজি শেষ। শুনিয়াছি বিশেষ সন্ধানেও জানিয়াছি, এজিদ্ স্বয়ং যুদ্ধে আসিয়াছে! যুদ্ধ-সময়েই হউক, কি শেষেই হউক, অবশ্যই এজিদেক হাতে পাইতাম! আমার চক্ষে পড়িলে তাহার জীবন কালই শেষ হইত। হোসেনের মস্তক এজিদ্ র্কাবালা হইতে দামেস্কে আনিয়াছিল। আমি তাহার মস্তক হাতে করিয়া দামেস্কবাসীদিগকে দেখাইতে দেখাইতে বন্দিগৃহে যাইয়া জয়নালের সম্মুখে ধরিতাম, আমার মনের আশা মনেই রহিল। কি করি, বাধ্য হইয়া গতকল্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াছি। আজ তুমি যাইবে, যাও। ভাই! তোমাকে ঈশ্বরে সঁপ□লাম। দয়াময়ের নাম করিয়া নূরনবী মোহাম্মদের নাম করিয়া ভক্তিভাবে পিতার চরণ উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া, তরবারি হস্তে কর। শত সহস্র বিধর্মী বধ করিয়া জয়নাল উদ্ধারের উপায় কর। তোমার তরবারির তীক্ষ্ণধার আজ শত্রুশোণিতে রঞ্জিত হউক, সেই আশীর্বাদ করি। কিন্তু ভাই, এজিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না। ক্রোধবশতঃ ভ্রাতৃ-আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া মহাপাপ-কূপে ডুবিও না; সাবধান, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না।"
ওমর আলী ভ্রাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া ভক্তিভাবে ভ্রাতৃ-পদ পূজা করিয়া হানিফার উপদেশ মত তরবারি হস্তে করিলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সৈন্যগণ সমস্বরে ঈশ্বরের নাম ঘোষণা করিয়া ওমর আলীর জয় ঘোষণা করিল।

মহাবীর ওমর আলী পুনরায় ঈশ্বরের নাম করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। নক্ষত্রবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেই, এজিদ্-পক্ষীয় বীর সোহরাব জঙ্গ অশ্বদাপটের সহিত অসি চালনা করিতে করিতে উপস্থিত হইল। স্থিরভাবে ক্ষণকাল ওমর আলীর আপাদমস্তক দৃষ্টি করিয়া বলিল, "তোমার নাম কি মোহাম্মদ হানিফা?"

ওমর আলী বলিলেন, "সে কথায় তোমার কাজ কি? তোমার কাজ তুমি কর।"

"কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? সিংহ কি কখনো শৃগালের সহিত যুঝিয়া থাকে? শুনিয়াছি মোহাম্মদ হানিফা সর্বশ্রেষ্ঠ বীর! তুমি কি সেই হানিফা?"

"আমার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে, ফিরিয়া যাও।"

সোহরাব হাসিয়া বলিল, "এত দিন পরে আজ নূতন কথা শুনিলাম! সোহরাব জঙ্গের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার! তুমি যদি মোহাম্মদ হানিফা হও বীরত্বের সহিত পরিচয় দাও। পরিচয় দিতে ভয় হয়, তুমিই ফিরিয়া যাও।"

"আমি ফিরিয়া যাইব?"

"তবে তুমি কি যথার্থই মোহাম্মদ হানিফা?"

"এত পরিচয়ের আবশ্যক কি? তোমাকে আমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি পাপাত্মা এজিদ্?"

"সাবধান দামেস্ক অধিপতির অবমাননা করিও না।"

"আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করি না, তরবারির ক্ষমতা দেখিতে চাহি।"

"জানিলাম তুমিই মোহাম্মদ হানিফা।"

"শোন কাফের নারকি! তুই তোর অস্ত্রের আঘাত ভিন্ন যদি পুনরায় কথা বলিস্, তবে তুই যে পাথর পূজিয়া থাকিস্ সেই পাথরের শপথ।"

"আমি পাথর পূজা করি; তুই তো তাহাও করিস্ না। অনশ্চিত ভাবে নিরাকারের উপাসনায় কি মনের তৃপ্তি হয় রে বর্বর?"

"জাহান্নামী কাফের! আবার বাক্‌চাতুরী? জাতীয় নীতির বহির্ভূত বলিয়া কথা কহিতে সময় পাইতেছিস!"

"আমি তোর পরিচয় না পাইলে কখনোই অপাত্রে অস্ত্রনিক্ষেপ করিব না। ভাল মুখে বলিতেছি, তুমি যদি মোহাম্মদ হানিফা না হও, তবে তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ নাই-যুদ্ধ নাই। তুমি আমার পরম বন্ধু, প্রিয় সুহৃদ।"

"বিধর্মীদিগের বাক্‌চাতুরীই এই প্রকার-প্রস্তর পূজকদিগের স্বভাবই এই।"

"ওরে নিরেট বর্বর! প্রস্তরে কি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য নাই? দেখ দেখ লৌহেতে কি আছে।" আঘাত-অমনি প্রতিঘাত!

সোহরাব বলিল, "রে আম্বাজী! তুই মোহাম্মদ হানিফা; কেন আমাকে বঞ্চনা করিতেছিস্? আমার আঘাত সহ্য কর□বার লোক জগতে নাই। সোহরাবের অস্ত্র এক অঙ্গে দুইবার স্পর্শ করে না।"

এ কথাটা কেবল ওমর আলী শুনিলেন মাত্র। আর যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, তবে তিনি দেখিয়াছেন, সোহরাবের দেহ অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। কার আঘাত? আর কার, ওমর আলীর?

সোহরাব নিধন এজিদের সহ হইল না! মহা ক্রোধে নিষ্কোষিত অসিহস্তে সমরপ্রাঙ্গণে আসিয়া বলিল, "তুই কে? আমার প্রাণের বন্ধু সোহরাবকে বিনাশ করিলি? বল তো আম্বাজী তুই কে?"

"আবার পরিচয়? বল তো কাফের তুই কে?"

"আমি দামেস্কের অধিপতি। আরো বলিব, আমার নাম এজিদ্।"

ওমর আলীর হৃদয় কাঁপিয়া গেল, ভয়শূন্য হৃদয়ে মহা ভয়ের সঞ্চ□র হইল। ভ্রাতৃ-আজ্ঞা বার বার মনে পড়িতে লাগিল। প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুই কি যথার্থই এজিদ্?"

"কেন, এজিদ্ নামে এত ভয় কেন?"

"সহস্র এজিদে আমার ভয় নাই, কিন্তু-"

"ও সকল 'কিন্তু' কিছু নহে। ধর এজিদের আঘাত!"

"আমি প্রস্তুত আছি।"

এজিদ্ মহাক্রোধে তরবারির আঘাত করিল। ওমর আল□ বর্মে উড়াইয়া বলিলেন, "তুই যদি যথার্থই এজিদ্ তবে তোর আজ পরম ভাগ্য।"

"আমার সৌভাগ্য চিরকাল।"

"তা বটে-কি বলিব ভ্রাতৃ-আজ্ঞা।"

এজিদ্ পুনরায় আঘাত করিল। ওমর আলী সে আঘাত উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "আর কেন? তোমার বাহুবল, অস্ত্রবল সকলই দেখিলাম।"

এজিদ্ মহাক্রোধে পুনরায় আঘাত করিল। ওমর আলী সে আঘাত অসিতে উড়াইয়া দিলেন। ক্রমাগত এজিদের আঘাত ও ওমর আলীর আত্মরক্ষা।

এজিদ্ বলিল, "ওহে! তুমি যদি মোহাম্মদ হানিফা না হও, তবে যথার্থ বল, তুমি কে?"

"এখন পরিচয়ে প্রয়োজন নাই। তোমার আর কি ক্ষমতা আছে, দেখাও।"

"ক্ষমতা তো দেখাইব; কিন্তু দেখিবে কে? আমার একটু সন্দেহ হইতেছে, তাহাতেই বিলম্ব!"

"রণক্ষেত্রে সন্দেহ কি? হাতে অস্ত্র থাকিতে মুখে কেন?"

"তোমার অস্ত্রে ধার আছে কি না, দেখিলাম না। কিন্তু কথার ধারে গায়ে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে।"

"বাকচাতুরী ছাড়, এখন আঘাত কর।"

এজিদ্ ক্রমে তরবারি, তীর, বর্শা, যাহা কিছু তাহার আয়ত্ত ছিল আঘাত করিল। কিন্তু ওমর আলী সেই অচল পাষাণ প্রতিমাব∏ দণ্ডায়মান-এজিদ্ মহা লজ্জিত।
এজিদ্ বলিল, "আমার সন্দেহ ঘুচিল, তুমিই মোহাম্মদ হানিফা। হানিফা! গতকল্য তোমার যুদ্ধ দেখিয়াছি, আজিও দেখিলাম। ধন্য তোমার বাহুবল! এত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম, কিছুই করিতে প□রিলাম না। তোমার সহ্যগুণ-"

ওমর আলী হাসিয়া বলিলেন, "এজিদ্! তোমার আর কি ক্ষমতা আছে, দেখাও। অস্ত্র থাকিতে আজ আমি নিরস্ত্র, বল থাকিতে দুর্বল। কি পরিতাপ! আমার হাতে পড়িয়া আজ বাঁচিয়া গেলে।"

"ওরে পাষণ্ড! সাধ্য থাকিতে অসাধ্য কি? ভেকে কি কখনো অহি-মস্তকে আঘাত করিতে প□রে? শৃগালের কি ক্ষমতা যে শার্দূলের গায়ে অঙ্গুলি স্পর্শ করে? তুই যাহাই মনে করিয়া থাকিস্, নিশ্চয় জানিস, আজ তোর জীবনের শেষ।"

"কথাটা মিছে বোধ হইতেছে না। তাহা যাহা হউক, হয় অস্ত্রত্যাগ কর, না হয় পলাও।"

"আমি পলাইব! তোর জীবন শেষ না করিয়া!"

এজিদ্ পুনরায় তরবারি আঘাত করিল,-বৃথা হইল। পরিশেষে ফাঁস হস্তে তিন চারি বার ওমর আলীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ওমর আলীর গলায় ফাঁস নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু ফাঁসিতে আট্‌কে

কই? ওমর আলী ভ্রাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আজ এজিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন না। এজিদ্ এখন অস্ত্র ছাড়িল, মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেই ওমর আলীর মনের সাধ পূর্ণ হয়। তিনি সেই চিন্তায় আছেন, সময় খুঁজিতেছেন-কার্যেও তাহাই ঘটিল।

মোহাম্মদ হানিফা শিবিরেই বসিয়া যুদ্ধের সংবাদ লইতেছেন মাত্র। এ পর্যন্ত কেহই পরাস্ত হয় নাই। এজিদ্ স্বয়ং যুদ্ধে আসিয়াছে, আর হানিফা বোধে ওমর আলীকে যথাসাধ্য আক্রমণ করিয়াছে, একথার তত্ব কেহই সন্ধান করেন নাই হানিফাও শুনিতে পান নাই। এজিদ্ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিবে, ইহা কেহ মনে করেন নাই।

এজিদ্ নিশ্চয় জানিয়াছে যে, এই মোহাম্মদ হানিফা। উভয় ভ্রাতার আকৃতি প্রায় এক; তবে যে প্রভেদ, তাহা জগ∏ কর্ত□র সৃষ্টির মহিমা ও কৌশল! এজিদ্ একদিন মাত্র দেখিয়া সে ভেদ বিশেষরূপে নির্ণয় করিতে পারে নাই। আবার এ পর্যন্ত অস্ত্রনিক্ষেপ করিল না, এ কি কথা? মল্লযুদ্ধ করিয়া বান্ধিয়া ফেলিব-মল্লযুদ্ধে নিশ্চয় ধরিব-ইহাই এজিদের মনের ভাব।

উভয়ের মনের আশাই উভয় সফল করিবেন। প্রকৃতি ক□হার অনুকূল, তাহা কে বলিতে পারে? উভয় বীর অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন,-মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীর-পদ-দলনে পদতলস্থ মৃত্তিকা স্বাভাবিক ছিদ্রে অঙ্গ মিশাইয়া ক্রমে সরিতে লাগিল।

মারওয়ান আবদুল্লাহ্ জেয়াদ্ প্রভৃতি এই অলৌকিক যুদ্ধে এজিদকে লিপ্ত দেখিয়া মহাবেগে অশ্ব চালাইল। হ□নিফাপক্ষীয় কয়েকজন যোদ্ধাও ওমর আলীকে হঠা∏ মল্লযুদ্ধে রত দেখিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন।

এজিদ্ কতবার ওমর আলীকে ধরিতেছে, ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। ওমর আলীও এজিদকে ধরিতেছেন, কিন্তু স্ববশে আনিতে পারিতেছেন না।

মোহাম্মদ হানিফাপক্ষীয় বীরগণ এজিদকে চিনিয়া চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন ওমর আলীর মল্লযুদ্ধের কারণ। এজিদের প্রতি কাহারো অস্ত্রনিক্ষেপ করিবার অনুমতি নাই। কাজেই ওমর আলীরও নিস্তার নাই। হায়! হায়! একি হইল, মনে মনে এই আন্দোলন করিয়া মোহাম্মদ হানিফার নিকট এ কথা বলিতে, কেহ কাহারো অপেক্ষা না করিয়া সকলেই শিবিরাভিমুখে ছুটিলেন।

এদিকে এজিদ্ মল্লযুদ্ধের পেঁচাওবন্দে গ্রীবা এবং ঊরু সাপটিয়া ধরিয়াছে। ওমর আলী সে বন্ধন কাটিয়া এজিদকে ধরিলেন। সেই সময় মারওয়ান, জেয়াদ প্রভৃতি সকলে ত্রস্তে অশ্ব হইতে নামিয়া

মহাবীর ওমর আলীকে ধরিল এবং ফাঁস দ্বারা তাঁহার হস্ত পদ, গ্রীব বাঁধিয়া জয় জয় রব করিতে করিতে আপন শিবিরাভিমুখে আসিতে লাগিল।

মোহাম্মদ হানিফা এজিদের সংবাদ পাইয়া সজ্জিত বেশে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, সমরাঙ্গণে জন-প্রাণী মাত্র নাই। এজিদের শিবিরের নিকট মহা কোলাহল-জয় জয় রব-তুমুল বাজনা। আর বৃথা সাজ-বৃথা গমন। ভ্রাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে গিয়া আজ ওমর আলী বন্দি।

মোহাম্মদ হানিফা কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মহা চিন্তায় বসিয়া পড়িলেন।

বিপক্ষদলে বাদ্যের তুফান উঠিল, দামেস্ক প্রান্তর হর্ষে ও বিষাদে কাঁপিয়া উঠিল। এজিদ্দলে প্রথমে কথা-মোহাম্মদ হানিফা বন্দি শেষে সাব্যস্ত হইল, মোহাম্মদ হানিফা নহে, এ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা-নাম ওমর আলী। যাহা হউক, হানিফার দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন, সিংহের এক অঙ্গ হীন-এজিদেরই জয়।

এজিদ্ আজ্ঞা করিল, "আগামী কল্য যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে, কারণ ওমর আলীর প্রাণবধ। শত্রুকে যখন হাতে পাইয়াছি, তখন ছাড়িব না, নিশ্চয় প্রাণদণ্ড করিব। কিসে প্রাণদণ্ড? তরবারিতে নহে, অন্য কোন প্রকারে নহে,-শূলে প্রাণদণ্ড। হানিফা দেখিবে, তাহার সৈন্য সামন্ত দেখিবে,-প্রকাশ্য স্থানে শূলে ওমর আলীর প্রাণবিনাশ করিতে হইবে। এখনই ঘোষণা করিয়া দাও যে, হানিফার ভ্রাতা মহারাজ হস্তে বন্দ, আগামী কল্য তাহার প্রাণবধ।"

মারওয়ান তখনই রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত হইল। মুহূর্ত মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ও নগরে ঘোষণা হইল, "মোহাম্মদ হানিফার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওমর আজ এজিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল, রাজকৌশলে সে পাপী আজ বন্দি। আগামী কল্য দামেস্ক নগরের পূর্বপ্রান তরে সমর ক্ষেত্রের নিকট শূলে চড়াইয়া তাহার প্রাণবধ করা হইবে।"

মোহাম্মদ হানিফার কর্ণেও এ নিদারুণ ঘোষণা প্রবেশ করিল। শিবিরস্থ সকলেই এই মর্মভেদী ঘোষণায় মহা আকুল হইলেন। গাজী রহমানের বিশাল মস্তক ঘুরিয়া গেল, মস্তিষ্কের মজ্জা আলোড়িত হইয়া তড়ি বেগে চালিত হইতে লাগিল।

চতুর্বিংশ প্রবাহ

আজ ওমর আলীর প্রাণবধ। এ সংবাদে কেহ দুঃখী, কেহ সুখী। নগরবাসীরা কেহ ম্লান মুখে বধ্যভূমিতে যাইতেছে-কেহ মনের আনন্দে হাসি রহস্যে নানা কথার প্রসঙ্গে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইতেছে। শূলদণ্ড দণ্ডায়মান হইয়াছে। স্বপক্ষ বিপক্ষ সৈন্যদল ওমর আলীর বধক্রিয়া স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়, মন্ত্রী মারওয়ান সে উপায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া করিয়াছে। দিনমণির আগমনসহ নাগরিকদল দলে দলে দামেস্ক-প্রান্তরে আসিয়া একত্রিত হইতে লাগিল। প্রায় সকল লোকের মুখেই এই কথা-"আজ শূল-দণ্ডের অগ্রভাগ রক্তমাখা হইয়া ওমর আলীর মজ্জা ভেদ করিবে। কাল মস্হাব কাক্কার খণ্ডিত শির ধরায় লুণ্ঠিত হইবে; তাহার পর হানিফার দশা যাহা ঘটিবে, তাহা বুঝিতেই পারা যায়।"

কথা গোপন থাকিবার নহে। বিশেষ মন্দ কথা বায়ুর অগ্রে অগ্রে অতি গুপ্তস্থানেও প্রবেশ করে। বন্দিগৃহেও ঐ কথা শেষে প্রাণবধের কথা শুনিয়া সাহরেবানু ও হাসনেবানুর কথা বন্ধ হইয়াছে, অন্তরে ব্যথা লাগিয়াছে। ক্রন্দন ভিন্ন তাঁহাদের আর উপায় কি? হোসেন-পরিজনের দুঃখের অন্ত নাই। রক্ত, মাংস, অস্থি ও চর্মসংযুক্ত শরীর বলিয়াই এত সহ্য হইতেছে,-পাষাণে গঠিত হইলে এতদিন বিদীর্ণ হইত,-লৌহ-নির্মিত হইলে কোন্ দিন গলিয়া যাইত!

সাহরেবানু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায়! সর্বস্ব গেল, প্রাণ গেল, রাজ্য গেল,-স্বাধীনতা গেল! আশা ছিল জয়নাল আবেদীন বন্দি গৃহ হইতে উদ্ধার হইবে। কিন্তু যিনি উদ্ধার হেতু কত কষ্ট, কত বিপদ কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দামেস্কপ্রান্তর পর্যন্ত আসিলেন, আসিয়াও তিনি কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। আর ভরসা কি! আজ ওমর আলী-কাল শুনিব যে মোহাম্মদ হানিফার জীবন শেষ! আর আশা কি! জগদীশ! তোমার মনে ইহাই ছিল! তোমার মনে ইহাই ছিল!"

সালেমা বিবি বলিলেন, "সাহরেবানু, এ কি? ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। সেই নির্বিকার নিরাকার দয়াময়কে কোন প্রকারে দোষী করিও না,-মহাপাপ! মহাপাপ! তিনি জীবের ভাল'র জন্যই আছেন, অজ্ঞ লোকের শিক্ষার জন্য অনেক সময়ে অনেক লীলা দেখাইয়া থাকেন। সেই করুণাময় ভগবান কৌশলে দেখাইয়া দেন যে ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব ক্ষমতাশালী হইলেও তাঁহার ক্ষমতার নিকট অতি ক্ষুদ্র ও তুচ□ছ। আমাদের স্বভাবই এই যে, কোন মানুষের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিলেই আমরা সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। কিন্তু সেই মহাশক্তির প্রভাবে,

মানবের অন্তরের মূঢ়তা ও মূর্খতা দূর করিতে সেই অলৌকিক ক্ষমতাশালী মানবের প্রতি এমন কোন বিপদজাল বিস্তার হয় যে, তাহার সে অলৌকিক ক্ষমতা ও শক্তি যে কোথায়, কোন্ পথে, কিসে মিশিয়া যায়, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন মহাপ্রভুর ক্ষমতা অসীম। তিনিই সর্বমূল, তিনিই বিপদের কাণ্ডারী, বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধার হইবার একমাত্র তরী। মানুষের ক্ষমতা কি? ওমর আলীর সাধ্য কি? হ□নিফার শক্তি কি? সেই বিপদতারণ ভগবানের কৃপা না হইলে, দয়াময়ের দয়া না হইলে, কোন্ প্রাণী কাহাকে বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তিনিই রক্ষাকর্তা, তিনিই সর্ববিজয়, সর্বরক্ষক, বিধাতা! সাহরেবানু স্থির হও। হৃদয়ে বল কর। সেই অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি একমনে নির্ভর কর। দুঃখে পড়িয়া সামান্য লোকের ন্যায় বিহ্বল হইও না। বলহীন হৃদয়ের ন্যায় ব্যাকুল হইও না। তাঁহার নামে কলঙ্ক রটাইও না। তিনি তাঁহার সৃষ্ট জীবনের মন্দ-চিন্তা কখনোই করেন না। সাবধান-সাহরেবানু সাবধান, মনের মলিনতা দূর কর। তিনি অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। তিনি সর্বমঙ্গলময় অদ্বিত□য় ঈশ্বর।"

"এত বিপদ মানুষের অদৃষ্টেও ঘটে! সকলই তো ঈশ্বরের কার্য! আমরা কি অপরাধে অপরাধী। কি পাপ করিয়াছি যে তাহারই এই প্রতিফল?"

"একথা মুখে আনিও না, বিপদ, ব্যাধি, জ্বরা, জগতে নূতন নহে। নূরনবী হজরত মোহাম্মদ মস্তফার পরিজন হইলেই যে ইহজগতে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে না, একথা কখনোই অন্তরে স্থান দিও না। ঈশ্বর মহান্, তাঁহার শক্তি মহান্। কত নবী, কত অলি, কত দরবেশ, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কত শত সহস্র মহাপুরুষ, যোগী, ঋষি, এই ভবে জন্মিয়া গিয়াছেন। কত ভক্তের মন পরীক্ষার জন্য তিনি কত কি করিয়াছেন। তুমি জানিয়া শুনিয়া আজ ভুলিয়া যাইতেছ। ছি! ছি! ঈশ্বরে নির্ভর কর! তুমি কি সকলই ভুলিয়া গিয়াছ? হজরত আদমকেও বেহেস্তের চিরসুখ শান্তি পরিত্যাগে চির-সন্তাপহারিণী নয়নের মণি পরম প্রিয়তমা প্রাণের প্রাণ অর্ধাঙ্গিনী সহধর্মিণী বিবি হাওয়ার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়া এক নয় দুই নয় ৪০ ব⊓ সর সজল নয়নে দেশ দেশান্তরে, পর্বতে বিজনে, প্রান্তরে, মহাকষ্টে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। হজরত এব্রাহিমকেও গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। হজরত নুহ পয়গম্বরকে জলে ভাসিতে হইয়াছিল। হজরত এহিয়াকে মহাব্যাধিগ্রস্থ হইয়া মহাকষ্ট পাইতে হইয়াছিল। হজরত ইউসুফকে অন্ধকূপে ডুবিতে হইয়াছিল। হজরত ইউনোস্কে ম⊓ স্যের উদরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। হজরত জাক্রিয়াকে করাতে দ্বিখণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। হজরত মুশাকে প্রাণভয়ে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। ঈসাইদিগের মতে হজরত ঈসাকেও শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। আমাদের হজরত মোহাম্মদ কি কম বিপদে পড়িয়াছিলেন? প্রাণভয়ে জন্মভূমি মক্কা নগর পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে মদিনা যাইতে হইয়াছিল। ইঁহারা কি বিপদকালে ঈশ্বরের নাম ভুলিয়াছিলেন? নূরনবী মোহাম্মদের কথা একবার

মনে কর। ঈশ্বরের আদেশে তিনি কি না করিয়াছেন। রাজাধিরাজ সাদ্দাদ, নমরূদ, ফেরাউন, কারূণ, ইহাদের অবস্থাও একবার ভাবিয়া দেখ। ধন-বল, রাজ্য-বল, বাহুবল প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে থাকা সত্বেও তাঁহারা কত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সে সকল প্রাচীন কাহিনী, প্রাচীন কথা, কেবল সেই অদ্বিতীয় ভগবানের মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দিতেছে। তিনি কি না করিতে পারেন? আজ ওমর আলীর প্রাণবধ হইবে, কাল এজিদের প্রাণ যাইতে পারে। ঈশ্বর যাহা ঘটাইবেন, তাহা নিবারণের কাহারো ক্ষমতা নাই। তিনি সর্বপ্রকারে দয়াময়-সকল অবস্থাতেই করুণাময়। ভাবিলে কি হইবে? আর কাঁদিলেই বা কি হইবে?"

"আপনার হিতোপদেশে আমার মন অনেক সুস্থ হইল। কিন্তু একটি কথা এই যে, প্রধান বীর ওমর আলী এজিদ্ হস□তে মারা পড়িল, ইহাতে হানিফার সাহস, বল, উ∏ সাহ, অনেক লাঘব হইল।"

"সে কি কথা? সে অদ্বিতীয় ভগবান হানিফাকেও এজিদ্ হস্তে বিনাশ করাইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন। তাঁহার নিকটে এ কার্য কিছুই নহে। তিনি কি না করিতে পারেন? পর্বতকে সমুদ্রে পরিণত করিতে, মহানগরকে বনে পর□ণত করিতে, মহাসমুদ্রে মহানগর বসাইতে তাঁহার কতক্ষণের কাজ? তাঁহার ক্ষমতার-দয়ার পার নাই। তবে জগ∏ চক্ষে সাধারণ বিবেচনায় দেখিতে হইবে যে, এ সকল ঘটনার মূল কি? আমার মনের কথা আমি বলিতেছি-ইহা আর কিছুই নহে, ঈশ্বরের লীলা-প্রকাশ-ক্ষমতা বিকাশ। কিন্তু ঈশ্বর সেই ক্ষমতা বিক□শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৃষ্ট জীবকে উপদেশ দিতেছেন, 'জীব। সাবধান! এই কার্যে এই ফল, এই পথে চলিলে এই দুর্গতি, এই আমার নির্ধারিত নিয়মের অতিক্রম করিলে এই শাস্তি।' তিনি সকলকেই সমান ক্ষমতা দিয়াছেন। কাহাকে কোন কার্যই করিতে তিনি নিষেধ করেন না। আপন ভালমন্দ আপনিই বুঝ□য়া লইতে হইবে। সংসার বড় ভয়ানক কঠিন স্থান। আজ আমরা দামেস্কের বন্দিখানায় বন্দিভাবে বসিয়া এত কথা বলিতেছি। -ভাব দেখি, ইহার মূল কি?"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় জয়নাব আসিয়া বলিলেন, "আমি গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, নগরের বহুসংখ্যক লোক দামেস্ক প্রান্তরে যাইতেছে। সকলের মুখে এই কথা যে, আজ ওমর আলীর প্রাণবধ দেখিব, কাল মোহাম্মদ হানিফার খণ্ডিত শির দামেস্ক প্রান্তরে লুটাইতে দেখিব। জয়নাল আবেদীন কারাগার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল; প্রহরিগণ কে কোথায় আছে দেখিতে পাইলাম না। জয়নাল ঐ জনতার মধ্যে মিশিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেল। আমি সঙ্কেতে অনেক নিষেধ করিলাম-শুনিল না। একবার ফিরিয়া তাকাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে বেগে চলিয়া গেল! কেবলমাত্র একটি কথা শুনিলাম-"হায় রে অদৃষ্ট! কার্‌বালার ঘটনা এখানেও ঘটিতে আরম্ভ হইল। এক একটি

করিয়া এজিদ্ হস্তে-' এই কথার পর আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না দেখিতে দেখিতে চক্ষুর অন্তরাল হইয়া পড়িল-এ আবার কি ঘটনা ঘটিল!"

সাহরেবানু জয়নাবের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া কথাগুলি শুনিলেন। তাঁহার মুখের ভাব সে সময় যে প্রকার হইয়াছিল, তাহা কবির কল্পনার অতীত,-চিন্তার বহির্ভূত। জয়নাল আবেদীনই তাঁহাদের একমাত্র ভরসা। সাহরেবানুর প্রাণপাখী সে সময় দেহপি রে ছিল কিনা, তাহা কে বলিতে পারে? চক্ষু স্থির! কণ্ঠ রোধ! সে একপ্রকার ভাব-স্পন্দনহীন।

সালেমা বিবি বুদ্ধিমতী, সহ্যগুণও তাঁহার বিস্তর। কিন্তু সাহরেবানুর অবস্থা দেখিয়া তিনিও বিহ্বল হইলেন। নাম ধরিয়া অনেকবার ডাকিলেন। চৈতন্য নাই। বুকে মুখে হস্ত দিয়া সান্ত্বনার অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু সাহরেবানুর মোহভঙ্গ হইল না, তিনি মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "জয়নাল! বাবা জয়নাল। নিরাশ্রয়া দুঃখিনীর সন্তান! কোথা গেলি বাপ? তোর পায় পায় শত্রু, পায় পাপ বিপদ, আমরা চিরবন্দি। দুঃখের ভার বহন করিতে জগতে আমাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। তুই দুঃখিনীর সন্তান, কি কথা মনে করিয়া কোথা গেলি? তুই কি তোর পিতৃব্য ওমর আলীর প্রাণবধ দেখিতে গিয়াছিস্? তুই সেই বধ্যভূমিতে গিয়া কি করিবি? তোকে যে চিনিবে, সেই এজিদের নিকট লইয়া গিয়া তোকেও ওমর আলীর সঙ্গী করিবে। এজিদ্ এখন হানিফার প্রাণ লইতেই অগ্রসর হইয়াছে। তোকে কয়েকবার মারিতে গিয়াও কৃতকার্য হয় নাই; আজ তোকে দেখিলে তা'র ক্রোদের কি সীমা থাকিবে? বন্দি পলাইলে কা'র না রোষের ভাব দ্বিগুণ হয়? জয়নাল, তোর এ বুদ্ধি কেন হইল?"

সাহরেবানু বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সালেমা বিবিও অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। শেষে সালেমা বিবি বলিলেন, "সাহরেবানু, স্থির হও। জয়নাল অবোধ নহে। তাহার পিতার সমস্ত গুণই তাহাতে রহিয়াছে। ঈশ্বর তাহাকে বীরপুরুষ করিয়াছেন। এজিদের অত্যাচার তাহার হৃদয়ে আঁকা রহিয়াছে। সে একা কিছুই করিতে পারিবে না। আবার আমাদিগকে বন্দিখানায় রাখিয়া এমন কোনও কার□যে হঠা∏ হস্তক্ষেপ করিবে না যে তাহাতে মারা পড়ে কি ধরা পড়ে। তাহার আশা অনেক। ঈশ্বরে নির্ভর কর, এ সকল তাঁহারই লীলা। তুমি স্থির হও, ঈশ্বরের নাম করিয়া জয়নালকে আশীর্বাদ কর,-তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। তুমি নিশ্চয় জানিও এজিদ্ হস্তে তাহার মৃত্যু নাই। সেই মদিনার রাজ□, সেই দামেস্কের রাজা। আমি মাননীয় নূরনবীমুখে শুনিয়াছি, জয়নাল আবেদীন দ্বারা মদিনার সিংহাসন রক্ষা হইবে, ইমাম বংশ জীবিত থাকিবে, রোজকেয়ামত পর্যন্ত জয়নাল আবেদীনের বংশধরগণ জগতে সকলের নিকট পূজনীয় হইয়া থাকিবে। নূরনবীর বাণী কি কখন মিথ্যা হয়? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, জয়নালের মনোবাঞ্ছা নির্বিঘ্নে পরিপূর্ণ হউক।"

পঞ্চবিংশ প্রবাহ

মানবের ভাগ্যবিমানে দুঃখময় কালমেঘ দেখা দিলে, সে দিকে কাহারো দৃষ্টি পড়ে না, ভ্রমেও কেহ ফিরিয়া দেখে না। ভাল মুখে দু'টি ভাল কথা বলিয়া তাহার তাপিত প্রাণ শীতল করা দূরে থাকুক, মুখ ফুটিয়া কথা কহিতেও ঘৃণা জন্মে, সে দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিতেও অপমান জ্ঞান হয়। সে উপযাচক হইয়া মিশিতে আসিলেও নানা কৌশলে তাড়াইতে ইচ্ছা করে। আত্মীয়-স্বজন, পরিজন ও জ্ঞাতি কুটুম্বের চক্ষেও দুর্ভাগার আকৃতি চক্ষুশূল বোধ হয়। একপ্রাণ, একআত্মা, হৃদয়ের বন্ধুও সে সময় সহস্র দোষ দেকাইয়া ক্রমে সরিতে থাকেন। দুঃখের সময় জীবন কাহার না ভারবোধ হয়? শনি-গ্রস্ত জীবের কোথায় না অনাদর? রাহু-গ্রস্ত বিধুর অপবাদই বা কত? ভবের ভাব বড়ই চম□ কার। কালে আবার সেই আকাশে,-সেই মানবের ভাগ্য আকাশে, মৃদু মৃদু ভাবে সুবাতাস বহিয়া কাল মেঘগুলি ক্রমে সরাইয়া সৌভাগ্য-শশীর পুনরুদয় হইলে, আর কথা নাই। কত হৃদয় হইতে প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা, আদর, স্নেহ, যত্ন এবং মায়ার স্রোত প্রবাহ ধারা,-যাহা বল ছুটিতে থাকে, বহিতে থাকে। কত মনে দয়ার সঞ্চার, মিলনের বাসনা এবং ভক্তির উদয় হইতে থাকে। কত চক্ষু সরলে, বঙ্কিমে, দ□খিতে ইচ্ছা করে। কত মুখে সুযশ সুখ্যাতি গাহিতে ইচ্ছা করে, শতমুখে সুকীর্তির গুণ বর্ণিত হইতে থাকে। আর যাচিয়া প্রেম বাড়াইতে হয় না, ডাকিয়াও কাছে বসাইতে হয় না। পরিচয় না থাকিলেও পরিচয়ের পরিচয় দিয়া, দাপিয়া চাপিয়া বসিয়া থাকে। আজ এজিদের ভাগ্য-বিমান হইতে কালমেঘ সরিয়া সৌভাগ্য-শশীর উদয় হইয়াছে-ওমর আলী বন্দি। শত শত ঘোষণা দিয়া, দ্বিগুণ বেতনের আশা দেখাইয়াও আশার অনুরূপ সৈন্যসংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় নাই। ওমর আলী বন্দি, শূলদণ্ডে তাঁহার প্রাণবধের ঘোষণা শুনিয়া দলে দলে সৈন্যদলে নাম লিখাইতেছে; স্বার্থের আশায়, অর্থের লালসায়, কত লোক বিনা বেতনে এজিদপক্ষে মিশিতেছে। অপরিচিত বিদেশী বোধে যাহাদিগকে গ্রহণ করিতে মারওয়ানের অমত হইতেছে, তাহাদের কেহ কেহ স্ব স্ব গুণ দেখাইয়া, কেহবা, বাহুবলের পরিচয় দিয়া সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছে। কেহবা কোন সৈন্যাধ্যক্ষকে অর্থে বশীভূত করিয়া তাহার উপরোধে প্রবেশপথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। সকলেই যে সমরক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইবে তাহা নহে। জয়ের ভাগ, যশের অংশ গ্রহণ করাই অনেকের অন্তরের নিগূঢ় আশা। আজ ওমর আলীর জীবন শেষ, কাল হানিফার পরমায়ু শেষ, যুদ্ধের শেষ-এই বিশেষ তত্ত্বেই স্বদেশী বিদেশী বহুলোকের সৈন্যদলে প্রবেশ। আবার ইহাও অনেকের মনে,-যদি বিপদ সম্ভব বিবেচনা হয়, পরাজয়ের লক্ষণ দেখা যায়, তবে ভবের ভাব, প্রকৃতির স্বভাব, সময়ের তা□ পর্য দেখাইয়া ক্রমে সরিতে থাকিব। কিন্তু জয়ের সম্ভাবনাই অধিক। ওমর আলীর প্রাণবধ-হানিফার দক্ষিণ বাহু ভগ্ন, একই কথা। একা হানিফার এক হস্তে কি করিবে? জয়ের

আশাই অধিক। এজিদের ভাগ্যবিমানে সুবায়ু প্রতিঘাতে কালমেঘের অন্তর্ধান অতি নিকট। এজিদ্-শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে বিষম জনতা-সকলের দৃষ্টিই শূলদণ্ডের সূক্ষ্ম অগ্রভাগে।

ওদিকে মোহাম্মদ হানিফার প্রাণ ওষ্ঠাগত, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কন্ঠ শুষ্ক, সৈনিক দলে মহা আন্দোলন। "হায়! হায়! এমন বীর বিপাকে মারা পড়িল! ভ্রাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অকাল কালের হস্তে নিপতিত হইল! কি সর্বনাশ! এজিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না, এই কথাতেই আজ ওমর আলী কিশোর বয়সে শত্রুহস্তে শূলে বিদ্ধ হইতে চলিল! ধন্য রে ভ্রাতৃভক্তি! ধন্য রে স্থির প্রতিজ্ঞা! ধন্য আজ্ঞা পালন! ধন্য ওমর আলী!"

সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করা বড় বিষম ব্যাপার। বিপদকালেই দূরদর্শিতার পরিচয়, ভবিষ্য∏ জ্ঞানের পরিচয়ের পরীক্ষা হয়। সুখের সময় দুশ্চিন্তা, ভবিষ্য∏ ভাবনা, প্রায় কোন মস্তকই বহন করিতে ইচ্ছা করে না।

মোহাম্মদ হানিফা শুধু আক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই! গাজী রহমানও কেবল বিলাপ বাক্য শুনিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহাদের মস্তিষ্কসিন্ধু আজ বিশেষরূপে আলোড়িত হইয়াছে। সহসা এজিদ্ শিবির আক্রমণ করিবেন না অথচ ওমর আলীকে উদ্ধার করিবার আশা অন্তরের এক কোণে বিশেষ গোপনভাবে রহিয়াছে। বিনা বেতনের চাকরে গৃহকার্যের সুবিধা নাই, তাহাতে আবার যুদ্ধকাণ্ডে! অবৈতনিক সৈন্য কি ভয়ানক কথা। কি সাংঘাতিক ভ্রম! এ ভ্রম কাহার?

এজিদ্ বস্ত্রমণ্ডপে দরবার আহ্বান করিয়া, স্বর্ণময় আসনে মহাগর্বিতভাবে বসিয়াছে। রাজমুকুট শিরে শোভা পাইতেছে। মন্ত্রীপ্রবর মারওয□ন দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান। সৈন্যশ্রেণী দরবারসীমা ঘিরিয়া গায় গায় মিশিয়া, অসি হস্তে খাড়া হইয়াছে। পঞ্চবিংশতি রথী নিষ্কোষিত কৃপণ হস্তে ঘিরিয়া বন্ধনদশায় ওমর আলীকে দরবারে উপস্থিত করিল।

মারওয়ান ওমর আলীকে বলিল, "ওমর আলী! তুমি যে বন্দি, সে কথা তোমার জ্ঞান আছে?"

ওমর আলী বলিলেন, "এইক্ষণে তোমাদের হস্তে বন্দি-সে কথা আমার বেশ জ্ঞান আছে।"

"বন্দির এত অহঙ্কার কেন? নতশিরে যোড়করে রাজ সমীপে দণ্ডায়মান হওয়া কি তোমার এ সময়ে উচিত নহে? রাজাকে অভিবাদন করা কি এ অবস্থায় কর্তব্য নহে? মুহূর্ত পরে তোমার কি দশা ঘটিবে তাহা কি তুমি মনে কর না?"

"আমি সকলই মনে করিতেছি। তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় কর, অনর্থক বাক্বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। আমি কোনরূপ অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি না যে, নতশিরে ন্যূনতা স্বীকারে দরবারে খাড়া হইব!"

"সাবধান! সর্তক হইয়া জিহ্বা চালনা করিও। নম্রভাবে কথা কহা কি তোমাদের কাহারো অভ্যাস নাই? এ রাজ-দরবার-সমর-প্রাঙ্গণ নহে।"

"আমি প্রথমেই তোমাকে বলিয়াছি, বাক্বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। আমাকে জ্বালাতন করিও না! আমি তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি না।"

এজিদ্ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আমার সহিত কথা বল।"

ওমর আলী বলিলেন, "তুমিই এমন পবিত্র শরীর ভবধামে অধিষ্ঠান করিয়াছ যে, নিজের গৌরব নিজেই প্রকাশ করিতেছ। তোমার সহিত কথা বলিলে কি আমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে?"

"গৌরব বৃদ্ধি হউক বা না হউক, অতি অল্প সময়ও যদি জগতের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর, প্রভু বলিয়া মান্য কর, আমি তোমাকে প্রাণদণ্ড হইতে ম□ক্ত করিতেছি।"

"কি ঘৃণা! কি লজ্জা! এজিদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা! এজিদের আশ্রয় গ্রহণ! মারিয়ার পুত্রের বশ্যতা স্বীকার! ছি ছি, তুমি আমার প্রভু হইতে ইচ্ছা কর? তোমার বংশাবলীর কথা, তোমার পিতার কথা একবার মনে কর। ছি! ছি! বড় ঘৃণার কণা! এজিদ্, এত আশা তোমার-তুমি আবার মহারাজ!"

এজিদ্ রোষে অধীর হইয়া বলিল, "তোমার গর্দান লইতে পারি, তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুকুরের উদরস্থ করিতে পারি। তুমি আমার নিকট প্রার্থনা জানাও যে, 'মহারাজ! মহাকষ্টে যেন আমাকে বধ করা না হয়'।"

ওমর আলী ক্রোধে বলিলেন, "ধিক্ তোমার কথায়! আর শতাধিক্ আমার জীবনে! সহজে প্রাণ বধ করা হয় ইহাই আমার প্রার্থনা! তোমার যাহা করিবার ক্ষমতা থাকে কর, আমি প্রস্তুত আছি।"

"মরণের পূর্বে যে লোকে বিকারগ্রস্ত হয়, এ কথা সত্য! তোমার কপাল নিতান্ত মন্দ, আমি কি করিব?"

"তুমি আর কি করিবে? যাহা করিবে তাহার দ্বিগুণ ফল ভোগ করিবে।"

এজিদ্ সক্রোধে বলিল, "মারওয়ান, ইহার কথা আমার সহ্য হয় না! প্রকাশ্য স্থানে যাহাতে সর্বসাধারণে দেখিতে পায়, বিপক্ষগণ দেখিতে পায়, এমন স্থানে শূলে চড়াইয়া এখনই ইহার প্রাণবধ কর। কার্যশেষে আমাকে সংবাদ দিও!"

ওমর আলী বলিলেন, "কার্য শেষ করিলে তোমাকে আর সংবাদ শুনিতে হইবে না। তোম□রই সংবাদ অনেকে শুনিবে।"

মহাক্রোধে এজিদ্ বলিল, "আর সহ্য হয় না। মারওয়ান! শীঘ্র ইহাকে শূলে চড়াও।" মারওয়ান নতশিরে সম্ভাষণ করিয়া বন্দিসহ দরবার হইতে বহির্গত হইল।

শিবিরের বাহিরে লোকে লোকারণ্য। নির্দিষ্ট বধ্যভূমিতে বন্দিসহ গমন করা বড়ই কঠিন। মারওয়ান শিবিরের দ্বার□ দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'দর্শকগণের মনে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, রাজাজ্ঞাও প্রতিপালন হয়। আবার শত্রুপক্ষ অতি নিকট। তাহারাই বা কি কাণ্ড করিয়া বসে, তাহারই বা বিচিত্র কি? প্রকাশ্য স্থানে শূলে চড়াইয়া প্রাণবধ করিতে হইবে, এ কথাও তাহারা শুনিয়াছে। শূলদণ্ড যে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাও স্পষ্টভাবেই দেখিতেছে। ইহাতে যে তাহারা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিবে, নির্বাকে দণ্ডায়মান হইয়া ওমর আলীর বধক্রিয়া স্বচক্ষে দেখিবে, এ ও কখনোই বিশ্বাস হয় না। হয় তো কোন নূতন কাণ্ড করিয়া তুলিবে।'

মারওয়ান বিশেষ চিন্তা করিয়া আদেশ করিল, "বধ্যভ□মি পর্যন্ত যাইবার সুপ্রশস্ত পথ মধ্যে রাখিয়া উভয়পার্শ্বে সৈন্যশ্রেণী দণ্ডায়মান করা হইবে। প্রহরী এবং প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত সামান্য সৈন্য কি কোন প্রাণী আমার বিনানুমতিতে এ পথে বধ্যভূমিতে যাইতে পারিবে না।"

আদেশ মাত্র নিষ্কোষিত অসি হস্তে সৈন্যগণ গায় গায় মিশিয়া বধ্যভূমি পর্যন্ত গমনোপযোগী প্রশস্ত স্থান রাখিয়া দুই শ্রেণীতে পরস্পর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন শিবির-দ্বার হইতে শূলদণ্ডের অগ্রভাগ স্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল। মারওয়ান পুনরায় আজ্ঞা করিল, "শূলদণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকার কতক স্থান রাখিয়া শূলদণ্ডসহ ঐ চক্রাকার স্থান সজ্জিত সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। একশ্রেণীতে চক্রাকারে ঐ স্থান বেষ্টন করিলে শঙ্কা দূর হইবে না। সপ্তচক্র সৈন্য দ্বারা ঐ স্থান বেষ্টন করিতে হইবে। চতুর্দিকে প্রহরী নিযুক্ত থাকিবে! বিপক্ষদল হইতে সামান্য একটি প্রাণীও আমাদের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া না আসিতে পারে-সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আবার এদিকেও শিবিরদ্বার চতুষ্টয়ে এবং সীমান্ত স্থানে রক্ষীদিগের উপরেও সজ্জিত সৈন্য দ্বারা বিশেষ সতর্কে শিবির রক্ষা করিতে হইবে।"

মারওয়ান সৈন্যাধ্যক্ষগণকে আহ্বান করিয়া আরো আজ্ঞা করিল "যে সকল সৈন্য বিশেষ শিক্ষিত ও পুরাতন, তাহাদের দ্বারা শিবির এবং শিবিরদ্বার চতুষ্টয় রক্ষা করিতে হইবে। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমার প্রত্যেক সীমায় সহস্র সহস্র সৈন্য তীর, বর্শা ও তরবারিহস্তে রক্ষীরূপে দণ্ডায়মান থাকিবে। শিবিরের মধ্যে যেখানে যেখানে প্রহরী নিযুক্ত আছে, সেই সেই স্থানে দ্বিগুণিত প্রহরী ও সম্ভব মত সৈন্য নিয়োজিত করিয়া শিবির রক্ষা করিতে হইবে। সৈন্যাধ্যক্ষগণ আপন আপন সৈন্যদলের প্রতি বিশেষ সতর্কিতভাবে দৃষ্টি রাখিবেন।"

"ওমর আলীর বধসাধন হইতে কল্য প্রভাত পর্যন্ত সাধ্যাতীত সতর্কতার সহিত থাকিতে হইবে। সৈন্যাধ্যক্ষগণ অশ্বারোহ□ হইয়া মুহূর্তে মুহূর্তে শিবিরের চতুষ্পার্শ পরিবেষ্টন করিবেন। ওমর আলীর বধসাধনে হর্ষ, বিপদ, বিষাদ সকলই রহিয়াছে, সকল দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাবধান, আমার এই আজ্ঞার অণুমাত্রও যেন অন্যথা না হয়। যে সকল সৈন্য নূতন গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে কখনোই শিবির রক্ষার কার্যে, কি সীমা রক্ষার কার্য, কি প্রহরীর কার্যে, কোনরূপ কার্যে নিযুক্ত করা হইবে না। এমন কি আমার দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত তাহারা শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে এ সকল কথা না বলিয়া বাহিরের অন্য কোন কার্যে, কি শূলদণ্ড যে প্রণালীতে রক্ষ□ করার আদেশ হইয়াছে, তাহাতেই নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু সে সপ্তচক্রের সীমাচক্রে, কি ষষ্ঠ বা পঞ্চম চক্রে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে না। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্রেই তাহাদের স্থান,-শূলদণ্ডের নিকট হইতে উপরোক্ত চক্রত্রয় ভিন্ন অন্য কোন চক্রে তাহারা না যাইতে পার□-সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।"

মারওয়ান এই সকল আদেশ করিয়া, বন্দিসহ বধ্যভূমিতে যাইতে উদ্যত হইল। বন্দি ওমর আলী চতুর্দিকে চাহিয়া বধ্যভূমিতে যাইতে অসম্মত হইলেন।

মারওয়ান বলিল, "ওমর আলী! তুমি জানিয়া শুনিয়া কেন বিহ্বল হইতেছ? বন্দিভাবে রাজ আজ্ঞা অবহেলা! তুমি স্বেচ্ছাপূর্বক বধ্যভূমিতে না গেলে আমি কি তোমাকে শূলে চড়াইয়া মারিতে পারিব না? তুমি এখনও যদি মহারাজ এজিদের বশ্যতা স্বীকার কর, প্রভু বলিয়া মান্য কর, অপরাধ মার্জনাহেতু যোড়করে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে এখনও তোমার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। আমি মহার□জের রোষাগ্নি করিতে করিতে চেষ্টা করিব। বধ্যভূমিতে যাইব না,-এ কি কথা? সাধ্য কি যে তুমি না যাইয়া পার? তোমাকে নিশ্চয়ই ঐ শূলদণ্ডের নিকট যাইতে হইবে,-নিশ্চয়ই ঐ শূলে আরোহণ করিতে হইবে,-বিদ্ধ হইতে হইবে,-মরিতে হইবে। মহারাজ এজিদের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।"

ওমর আলী বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে লইয়া যাইতে পার, লইয়া যাও-শূলে দাও। কিন্তু আমি ইচ্ছাপূর্বক শূলদণ্ডের নিকট যাইব না,-শূলে আরোহণ করা তো শেষের কথা। আমার প্রাণবধ করাই

তো তোমাদের ইচ্ছা; তরবারি আছে আঘাত কর,-তীর আছে, বক্ষ'পরি লক্ষ্য কর,-বর্শা আছে, বিদ্ধ কর,-গদা আছে, মস্তক চূর্ণ কর,-ফ□□স আছে, গলায় দিয়া শ্বাস বন্ধ কর, যে প্রকারে ইচ্ছা হয় প্রাণ বাহির কর। আমি শূলে চড়িব না।"

"আমি তোমাকে শূলে চড়াইব। মহারাজ এজিদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। তুমি তোমার প্রাণ বাহির করিবার দশটি উপায় বাহির করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ঐ একমাত্র শূলদণ্ডেই তোমার জীবন শ□ষ-কেন আমাকে বিরক্ত কর?"

"তোমার ক্ষমতা থাকে, আমাকে লইয়া যাও।"

"কেন? শূলে চড়িয়া প্রাণ দিতে কি লজ্জা বোধ হয়? হায় রে লজ্জা! এমন অমূল্য জীবনই যদি গেল তবে সে লজ্জায় ফল কি?"

"আমি তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না। তোমার কার্য তুমি কর, আমি আর এক পদও অগ্রসর হইব না।"

"মুহূর্ত পরে যাহার জীবনকাণ্ড শেষ অভিনয় হইয়া, জীবনের মত যবনিকা পত্তন হইবে, তাহার আবার আস্পর্ধা?"

"দেখ্ মারওয়ান! সাবধান হইয়া কথা বলিস্! আমার হস্ত কঠিন বন্ধনে বাঁধা আছে, নতুবা তোর মুখের শাস্তি করিতে ওমর আলীকে বেশি দূর যাইতে হইত না!"

মারওয়ান মহাক্রোধে ওমর আলীকে পশ্চাদ্দিক হইতে সজোরে ধাক্কা দিয়া বলিল, "চল, তোকে পায় হাঁটাইয়া লইয়া শূলে চড়াইব।"

ওমর আলী নীরব। মারওয়ান অনেক চেষ্টা করিল, তিল-পরিমাণ স্থানও ওমর আলীকে সরাইতে পারিল না। লজ্জিত হইয়া বলিল, "সকলে একত্রে একযোগে ধরিয়া তোকে শূন্যে শূন্যে লইয়া যাইব।"

ওমর আলী হাস্য করিয়া বলিল, "মারওয়ান তুমি তো পারিলে না। সকলে একত্র হইয়া আমাকে শূলদণ্ডের নিকট লইয়া যাইবে, ইহাতে তোমার গৌরব কি? তুমি সুখী হও কোন্ মুখে?"

"আমি সুখী হই বা না হই, তোকে শূলে চড়াই?"

"এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিলে তো শূল?"

মারওয়ান প্রহরিগণকে বলিল, "তোমরা অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া সকলে ইহাকে ধর, শূন্যে শূন্যে লইয়া আমার সঙ্গে আইস।"

প্রহরিগণ প্রভু-আজ্ঞা পালন করিল বটে, কিন্তু ওমর আলী সেই পাষাণ, সেই পাষাণময়-অচল। তিনি যে পদ যেখানে রাখিয়াছিলেন, সে পদ সেই খানেই রহিয়া গেল। প্রহরিগণ লজ্জিত-মারওয়ান রোষে অধীর।

মারওয়ান পুনরায় বলিতে লাগিল, "মহা বিপদ! এখান হইতে বধ্যভূমি পর্যন্ত লইতেই এত কষ্ট, শূলের উপর চড়ান তো সহজ কথা নহে।"

ওমর আলী বলিলেন, "মারওয়ান! চিন্তা কি? তুমি যদি আমাকে বধ্যভূমি পর্যন্ত লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আমি ইচ্ছা করিয়া শূলে চড়িব। তুমি চিন্তা করিও না। যতক্ষণ থাকি, জগতে হাসি তামাসা করিয়া চলিয়া যাই। মরণ কাহার না আছে? আজ আমার এই প্রকার মরণ হইতেছে; কাল না হউক, কালে তোমাকেও অন্য প্রকারে মরিতে হইবে।"

মারওয়ান মনে মনে বলিতে লাগিল, "এখান হইতে ধরাধরি করিয়া লইয়া গেলেও তো শূলে চড়ান মহাবিপদ দেখিতেছি। আবদুল্লাহ্ জেয়াদকে ডাকি।" এই স্থির কর□য়া প্রকাশ্যভাবে বলিল, "আবদুল্লাহ্ জেয়াদকে ডাকিয়া আন, আর তাহার অধীনে কয়েকজন বলবান্ সৈন্য গতকল্য সৈন্যদলে নাম লিখাইয়াছে, তাহাদিগকেও এখানে আসিতে বল।"

ওমর আলী বলিলেন, "ওহে মন্ত্রী! কোন্ আবদুল্লাহ্ জেয়াদ? কুফানগরের জেয়াদ?-সেই নিমকহারাম জেয়াদ? বিশ্বাসঘাতক জেয়াদ? না অন্য কেহ?"

"তাহাতে তোমার প্রয়োজন কি?"

"প্রয়োজন কিছুই নাই-তবে পাপাত্মার মুখখানা চক্ষে দেখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে আছে। শীঘ্র আসিতে বল, মরণকালে দেখিয়া যাই।"

"তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত-এ সময়েও তোমার হাসি তামাসা-এ সময়েও আমাদিগকে ঘৃণা!"

"আমি তো আর তোমার মত ম□র্খ নহি যে, কারণ, কার্য ও যুক্তি অবহেলা করিয়া কেবল ঈশ্বরের প্রতি চাহিয়া থাকিব? তুমি মনে করিয়াছ যে আমরা তোমার প্রাণবধ করিতে পারিব

না,-আমাদের হস্তে মরিবে না। ওমর! অঙ্গারও যদি হরিদ্রার কান্তি পায়, মশকও যদি সমুদ্র শুষিয়া ফেলে, অচল যদি সচলভাব ধারণ করে, সূর্যদেবও যদি পশ্চিমে উদিত হয়, তথাচ তোমার জীবন কখনোই রক্ষা হইতে পারে না। মারওয়ানের হস্ত হইতে বাঁচিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে না। মুহূর্ত পরেই তোমার চক্ষের পাতা ইহকালের জন্য বন্ধ হইবে। শূলদণ্ড তোমার মস্তক ভেদ করিয়া বহির্গত হইবে। এখনও বাঁচিবার আশা-জেয়াদকে দেখিবার আশা?"

"অত বক্তৃতা করিও না, অত অদৃষ্ট দিয়াও আমাকে বুঝাইও না। ঈশ্বরের মহিমার পার নাই। তিনি হজরত ইব্রাহিমকে অগ্নি হইতে, ইউসুফকে কূপ হইতে, নুহেক তুফান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন! কত জনকে কত বিপদ, কত কষ্ট, কত দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন। আর আমাকে এই সামান্য বন্ধন হইতে এজিদের আদেশ হইতে, আর নিতান্ত আহস্মক! মন্ত্রী মারওয়ানের হস্ত হইতে উদ্ধার করা তাঁহার কতক্ষণের কার্য!"

"তোমার ঈশ্বর, যুক্তি ও কারণের নিকট পরাস্ত। আমি যদি তোমার এ বন্ধন না খুলিয়া দেই, তোমার ঈশ্বর অদৃশ্যভাবে খুলিয়া দিন্ দেখি? কারণ ব্যতীত কোন□ কালে কোন্ কার্য হইয়াছে? দৈব কথা দৈবশক্তি ছাড়িয়া দাও,-না হয় তোমার বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখ, ও কথায় মারওয়ানের মন টলিবে না।"

"মন টলিবে না বটে, টলিতে পারে।"

"পূর্বেই বলিয়াছি-মারওয়ান তোমার মত পাগল নহে।"

এদিকে বীরবর আবদুল্লাহ্ জেয়াদ কয়েকজন সজ্জিত সৈন্যসহ মারওয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া উপস্থিত ঘটনা দেখিল-শুনিয়া আরো চম□ কৃত হইল। ক্ষণকাল পরে জেয়াদ গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি ওমর আলীকে বধ্যভূমিতে লইতেছি। কি আশ্চর্য, ওমর আলীকে মৃত্তিকা হইতে শূন্যে উত্তোলন করা যায় না, এ কি কথা! অস্ত্রের সাহায্যে সকলেই সকল করিতে পারে।"

জেয়াদ ওমর আলীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে শূন্যে তুলিতে অনেক চেষ্টা করিল,-পারিল না। লজ্জা রাখিবার আর স্থান কোথায়? বিরক্ত ভাবে বলিল, "বাহরাম! তুমি তো আপন বাহুবলের ক্ষমতা অনেক দেখাইয়াছ-উঠাও।"

মারওয়ান বল□ল, "বাহরামের বাহুবল দেখিয়া আমি চম□ কৃত হইয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি ঐ গুণেই আমি বাহরামকে সৈন্যদলে আদরে গ্রহণ করিয়াছে। এখন পদোন্নতি-পুরস্কার সকলই যদি ওমর আলীকে-"

বাহরাম মারওয়ান এবং জেয়াদকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "গোলাম এখনই হুকুম তামিল করিতেছে।"

ওমর আলী আড়নয়নে বাহরামকে দেখিয়া বলিলেন, "জেয়াদ! কত জনকে ঠকাইতে চাও? স্বপ্ন-বিবরণে প্রভু হোসেনকে ঠকাইয়াছ, মদিনার বিখ্যাত বীর মোসলেমকে ঠকাইয়াছ, আজ আবার কাহাকে ঠকাইবে?"

জেয়াদ বলিল, "তোমার অস্ত্রের ধার বদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু কথার ধারটুকু এখনও আছে। এখনই সে ধার বদ্ধ হইবে! উপযুক্ত লোক আনিয়াছি।"

"উপযুক্ত লোক হইলে অবশ্যই পরাভব স্বীকার করিব। সে যাহা বলিবে, বিনা বাক্যব্যয়ে শুনিব। কিন্তু মরা বাঁচা ঈশ্বরের হাত।"

"আরে মূর্খ! এখনও মরা বাঁচা ঈশ্বরের হাত? তোমার ঈশ্বর এখনও তোমাকে বাঁচাইবেন,-ভরসা আছে? ইচ্ছা করিলে কেবল মহারাজ এজিদ্ বাঁচাইলে বাঁচাইতে পারেন।"

"রে বর্বর জেয়াদ! তুই ঈশ্বরের মহিমা কি বুঝিবি-পামর?"

"তোমার হিতোপদেশ আর শুনিতে ইচ্ছা করি না। এখন গাত্রোত্থান করুন, যমদূত শিয়রে দণ্ডায়মান।"

ওমর আলী জেয়াদের কথায় কোন উত্তর করিলেন না, সেই পূর্ববৎ দণ্ডায়মান, সেই অটল-অচল।

জেয়াদ বাহরামকে পুনরায় বলিল, "আর দেখ কি? উহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া চল।"

বাহরাম সিংহ বিক্রমে ওমর আলীকে ধরিল এবং 'জয় মহারাজ এজিদ্' শব্দ করিয়া একেবারে শূন্যে উঠাইয়া বলিল, "হুকুম হয়ত এই স্থানে ইহার বধ-ক্রিয়া সমাধা করিয়া দেই। এক আছাড়েই অস্থি চূর্ণ করিয়া মজ্জা বাহির করি।"

বাহরামের বাহুবল দেখিয়া মারওয়ান জেয়াদ শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিল। মারওয়ান উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "বাহরাম! ওমর আলীকে মারিয়া ফেলিও না। রাজাজ্ঞা তাহা নহে। শূলে চড়াইয়া মারিতে হইবে। শিবিরের মধ্যে প্রাণ বধের ইচ্ছা থাকিলে অনেক উপায় ছিল। শূলদণ্ড পর্যন্ত ইহাকে শূন্যভাবে লইয়া যাইতে হইব□।"

"যো হুকুম" বলিয়া বাহরাম এজিদের জয় ঘোষণা করিতে করিতে ওমর আলীকে তৃণব∏ লইয়া চলিল। মারওয়ান ও জেয়াদ হাসিতে হাসিতে আর আর সঙ্গীসহ চলিল। কি ভয়ানক! সকলের চক্ষেই ভীম-দর্শন। শূলদণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে সৈন্যশ্রেণী দণ্ডায়মান। দর্শকগণের চক্ষু,-শূলের অগ্রভাগে। কাহারো মুখে কথা নাই। সকলেই নীরব। প্রান্তর নীরব।

বাহরাম ওমর আলীকে শূলদণ্ডের নিকট লইয়া ছাড়িয়া দিলেন, জেয়াদ ও মারওয়ান পুনঃ পুনঃ বাহরামের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল, অবশেষে বলিল, "বীরবর বাহরাম! তুমি ওমর আলীকে শূলদণ্ডে চড়াইয়া রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর।"

জেয়াদ মারওয়ানকে বলিল, "আমার ইচ্ছা, যে পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ না হয়, সে পর্যন্ত ওমর আলী শূলদণ্ডেই বিদ্ধ থাক্!"

মারওয়ান বলিল, এ "কথাটা বড় গুরুতর! মহারাজের অভিপ্রায় জানা আবশ্যক। শত্রুর মনে কষ্ট দিতে, তোমার এ যুক্তি সর্বপ্রধান বটে-কিন্তু রাজাজ্ঞা তাহা নহে। আমার মতে মৃত দেহে শত্রুতা নাই, কিন্তু হানিফার বিশেষ মনোকষ্টের কারণ হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। শত্রুকে জব্দ করাই তো কথা। তোমার মত প্রকাশ করিয়া মহারাজের নিকট হইতে ইহার মীমাংসা করিয়া আসিতেছি। তুমি এদিকের কার্য শেষ কর। আমার প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছিল, আমি সে ভার তোমাকে অর্পণ করিলাম। তুমি ওমর আলীকে মহারাজের আজ্ঞামত বধ কর। আমি মহারাজের নিকট হইতে ঐ কথার মীমাংসা করিয়া এখনি আসিতেছি।"

জেয়াদ বাহরামকে বলিল, "বাহরাম! বন্দিকে জিজ্ঞাসা কর, এখন তার আর কথা কি? এখনও মহারাজ এজিদ্ দয়া করিলে করিতে পারেন।"

বাহরাম জিজ্ঞাসা করিল, "ওমর আলী! তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত! কোন কথা বলিবার থাকে বল,-আর বিলম্ব নাই।"

ওমর আলী বলিলেন, "এতক্ষণ অনেকবার বলিয়াছি, আর কোন কথা নাই। তবে ইচ্ছা যে, যাইবার সময় একবার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া যাই। কিন্তু আমার হস্ত পদ যে কঠিন বন্ধনে বাঁধা আছে, ইহাতে সম্পূর্ণরূপে উপাসনার ব্যাঘাত হইতেছে। যদি তোমাদের সাহস হয়, তবে আমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দাও। আমি অন্তিম সময়ে একবার পরম কারুণিক পরমেশ্বরের যথার্থ নাম উচ্চারণ করিয়া আমার জাতীয় উপাসনায় অন্তরকে পরিতৃপ্ত করি।"

জেয়াদ বলিল, "ওমর! আমি তোমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিতেছি। তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার ইষ্ট-দেবতার নাম কর, তোমার ঈশ্বরকে যথাবিধি পূজা কর, মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করিতে আমি কখনোই বাধা দিব না। ঈশ্বর তোমাকে যে এখনও রক্ষা করিতে পারেন এ ভ্রমও পরীক্ষা কর। আমি তোমাকে তোমার ইষ্ট-দেবতার শপথ দিয়া বলিতেছি তোমার উদ্ধারের জন্য কায়মনে তোমার নিরাকার নির্বিকার দয়াল প্রভুর নিকট আরাধনা কর।" এই বলিয়া জেয়াদ স্বহস্তে ওমর আলীর বন্ধন মোচন করিয়া দিল!

ওমর আলী, মৃত্তিকা দ্বারা (জলাভাবে মৃত্তিকাদ্বারাও শরীর পবিত্র করিবার বিধি আছে, তাহার নাম "তয়ন্মুখ।") "আজু" ক্রিয়া সমাপন করিয়া যথারীতি ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। উপাসনার পর দুই হস্ত তুলিয়া মহাপ্রভুর গুণানুবাদ করিতে করিতে শূলদণ্ডের চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং বীরত্বের সহিত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ওমর আলীর সঙ্গে সঙ্গে বাহরাম বলিয়া উঠিলেন, "জেয়াদ! বিশ্বাসঘাতকতার ফল গ্রহণ কর। মোসলেমের প্রতিশোধ গ্রহণ কর! ওমর আলীকে উদ্ধার করিতে আসিয়া তোমাকে সুযোগমতে পাইয়াছি-ছাড়িব না।" এই বলিয়া সজোর আঘাতে জেয়াদ-শির দেহবিচ্ছিন্ন হইলে, শিরসংযুক্ত কেশগুচ্ছ ধরিয়া, শিরহস্তে বাহরাম বলিতে লাগিলেন, "রে বিধর্মী এজিদ্! দেখ, কি কৌশলে বাহরাম ওমর আলীকে লইয়া চলিল। কেবল ওমর আলীকে উদ্ধার করিবার জন্যই বাহরাম ছদ্মবেশে তোমার প্রিয় সেনাপতি জেয়াদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আমি মোহাম্মদ হানিফার দাস। যুদ্ধ সময়ে আগন্তুক সৈন্য গ্রহণ করার এই প্রতিফল! সৈন্য বৃদ্ধি লালসায় ভবিষ্য   চিন্তা ভুলিয়া যাওয়ার এই ফল। দেখ্-এই দেখ্ আজ কি ঘটিল। আগন্তুক সেনায় বিশ্বাস নাই বলিয়া তোমার মন্ত্রীপ্রবর শূলদণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্রে নূতন সেনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহারা বাহির চক্রে থাকিলে কি জানি কি বিপদ ঘটায় তাঁহার এই দুশ্চিন্তায় ঈশ্বর আমাদেরই মঙ্গল করিয়াছেন। এখন দেখ্! বাহরাম জেয়াদের শির লইয়া বীরত্ব প্রকাশে ওমর আলীকে সঙ্গে লইয়া চলিল।"

ওমর আলী জেয়াদের কটিবন্ধ হইতে তরবারি সজোরে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "মোহাম্মদীয় ভ্রাতাগণ! আর কেন? প্রভুর নাম ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের গুণগান করিতে করিতে শিবিরে চল। ওমর আলী সহজেই উদ্ধার হইলেন। আর আত্মগোপনে প্রয়োজন কি?" প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় চক্রের সেনাগণ সমস্বরে, "আল্লাহ আকবর, জয় মোহাম্মদ হানিফা! জয় মোহাম্মদ হানিফা!" বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে চতুর্থ এবং পঞ্চম চক্র ভেদ করিয়া ষষ্ঠ চক্রে গিয়া পড়িল। ঘোর সংগ্রাম-অবিশ্রান্ত অসি চলিতে লাগিল। এজিদের বিশ্বাসী সৈন্যগণ, যাহারা ষষ্ঠ এবং সপ্তম চক্রে ছিল, হঠা   স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগের বিদ্রোহিতা দেখিয়া মহা ভীত হইল! বাহিরের শত্রু ওমর আলীকে না লইতে পারে, ইহাই তাহাদের মনের ধারণা, তাহাতেই মনঃসংযোগ ও

সতর্কতা। হঠা∏ বিপরীত ভাব দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কোথা হইতে কি ঘটিল, কি কারণে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইল, কিছুই সন্ধান করিতে পারিল না। জেয়াদের খণ্ডিত শির অপরিচিত সৈন্যহস্তে দেখিয়া মহারাজ এজিদ্ বাঁচিয়া আছেন কি না, ইহাই সমধিক শঙ্কার কারণ হইল। চক্র টিকিল না, মুহূর্তমধ্যে চক্র ভগ্ন করিয়া ওমর আলী এবং বাহরাম সঙ্গিগণসহ বাহিরে আসিলেন। যাহারা সম্মুখে পড়িল তাহারাই রক্তমাখা হইয়া মৃত্তিকাশ□য়ী হইল।

আশা ছিল কি?-ঘটিল কি? কোথায় ওমর আলীর শূলবিদ্ধ শরীর সকলের চক্ষে পড়িবে,-না জেয়াদের খণ্ডিত দেহ দেখিতে হইল। মারওয়ানের দুঃখের সীমা নাই। ওদিকে হানিফা শিবিরে শত সহস্র বিজয় নিশান উড়িতেছে, সন্তোষসূচক বাজনায় দামেস্ক প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছে। এজিদ্ এ সংবাদ□ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া বধ্যভূমিতে আগমন করিল এবং বলিতে লাগিল "হায় হায়! কার বধ কে করিল? যাহা হউক হানিফার উষ্ণ চিন্তার বলে ওমর আলী কৌশল করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। আমাদেরও শিক্ষা হইল। সমরক্ষেত্রে আগন্তুক সৈন্যকে বিশ্বাস করিয়া সৈন্যশ্রেণীতে গ্রহণ করার ফল, প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিল। আমাদের অজ্ঞতা, অদূর শিক্ষার কার্যফল, হাতে হাতে প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আমার ইহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু জেয়াদের শিরশূন্য দেহ দেখিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। জেয়াদের শির আজ হানিফার শিবিরে যাইবে, একথা কাহার মনে ছিল?-কে ভাবিয়াছিল?-কিন্তু চিন্তা কি? এখনই প্রতিশোধ, এখনই ইহার প্রতিশোধ লইব। এ শূলদণ্ড যে ভাবে আছে, সেই ভাবেই রাখিব। ভবিষ্য∏ বিপদ গণনা করিয়া আর বিরত হইব না। আর কাহারো কথা শুনিব না। যাও-এখনই দামেস্কে যাও। জয়নাল আবেদীনকে বাঁধিয়া আন। ঐ শূলদণ্ডে তাহাকে চড়াইয়া প্রিয় বন্ধু জেয়াদের শোক নিবারণ করিব,-মনের দুঃখ নিবারণ করিব। জয়নাল বধে শত শত বাধা দিলেও এজিদ্ আজ ক্ষান্ত হইবে না। শূলে চড়াইয়া শত্রুবধ করিতে পারি কি না হানিফাকে দেখাইতে এজিদ্ কখনোই ভুলিবে না! বন্দিকে ধরিয়া আনিয়া শূলে চড়াইব, ইহাতে আর আশঙ্কা কি? শঙ্কা থাকিলেও আজ এজিদ্ কিছুতেই সঙ্কুচিত হইবে না। এখনই যাও। মারওয়ান এখনই যাও, জয়নালকে করিয়া আন-এজিদ্ এই বধ্যভূমিতেই রহিল। ভেরীর বাজনার সহিত, ডঙ্কার ধ্বনির সহিত, নগরে, প্রান্তরে, সমরক্ষেত্রে, হানিফার শিবিরের নিকটে ঘোষণা করিয়া দাও যে, ওমর আলীর জন্য যে শূলদণ্ড স্থাপন করা হইয়াছিল, সেই শূলদণ্ড□ জয়নালকে চড়াইয়া জেয়াদের প্রতিশোধ লওয়া যাইবে।"

মারওয়ান আর দ্বিরুক্তি করিল না। রাজাদেশ মত ঘোষণা প্রচারের আজ্ঞা করিয়া সপ্তবিংশতি অশ্বারোহী সৈন্যসহ অশ্বরোহণে তখনই নগরাভিমুখে ছুটিল।

ষড়বিংশ প্রবাহ

এক দুঃখের কথা শেষ না-হইতেই আর একটি কথা শুনিতে হইল। জয়নাল আবেদীনকে অদ্যই শূলে চড়াইয়া জেয়াদের প্রতিশোধ লইব, এজিদের এই প্রতিজ্ঞা।

জয়নাল বন্দিগৃহে নাই, একথা এজিদপক্ষীয় একটি প্রাণীও অবগত নহে। মারওয়ান কারাগারের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রহরীকে অনুমতি করিল, "তোমরা কয়েকজন জয়নালকে ধরিয়া আন! সাবধান, আর কাহাকেও কিছু বলিয়ো না।"

মন্ত্রীবরের আজ্ঞায় প্রহরিগণ কারাগারমধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জয়নাল আবেদীন এ গৃহে নাই।"

মারওয়ানের মস্তক ঘুরিয়া গেল, অশ্বপৃষ্ঠে আর থাকিতে প□রিল না। উদ্বিগ্নচিত্তে স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে চলিল, কারাগৃহের প্রত্যেক কক্ষ তন্নতন্ন করিয়া দেখিল, কোন সন্ধান পাইল না। হোসেন-পরিজনের চিত্তবিকার এবং হাব-ভাব দেখিয়া নিশ্চয় বুঝিল, জয়নাল বিষয়ে ইঁহারাও অজ্ঞাত। বিলম্ব না করিয়া নগরমধ্যে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

ওদিকে মোহাম্মদ হানিফা এক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় বিপদ সম্মুখে করিয়া বসিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,-"যাহার জন্য মহাসংগ্রাম, যাহার উদ্ধার জন্য মদিনা হইতে দামেস্ক পর্যন্ত স্থানে স্থানে শোণিতপ্রবাহ, শত শত বীরবরের আত্মবিসর্জন, মদিনার সিংহাসন শূন্য,-হায়! হায়! সেই জয়নালের প্রাণবধ! ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কী আছে? ওমর আলীকে ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এজিদ্ জয়নালকে শূলে চড়াইয়া সংহার করিবে। হায়! হায়! যাহার উদ্ধার জন্য এতদূর আসিলাম, যাহার উদ্ধার জন্য এত আত্মীয়-বন্ধু হারাইলাম,-হায়! হায়! আজ স্বচক্ষে তাহার বধক□রিয়া দেখিতে হইল! কোন্ পথে কোন্ কৌশলে আনিয়া শূলে চড়াইবে, তাহার সন্ধান কী প্রকারে করি-উদ্ধারের উপায়ই-বা করি কি প্রকারে? সন্ধান করিয়া কোন ফল দেখি না। সামান্য সুযোগ পাইলে যে নিজের উদ্ধার নিজে করিতে পারিবে, সে ক্ষমতা কি তাহার মস্তকে আছে?"

"হায়! হায়! আমার সকল আশাই মিটিয়া গেল! কেন দামেস্কে আসিলাম? কেন এত প্রাণবধ করিলাম? কেন ওমর আলীকে কৌশলে উদ্ধার করিলাম? ওমর আলীর প্রাণ দিয়াও যদি জয়নালকে রক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও উদ্দেশ্য ঠিক থাকিত, বোধ হয়, ইমাম বংশও

রক্ষা পাইত। দয়াময়! করুণাময়! জয়নালকে রক্ষা করিয়ো। আজ আমার ব□দ্ধির বিপর্যয় ঘটিয়াছে! ভেরীর বাজনার সহিত ঘোষণার কথা শুনিয়া আমার মস্তকের মজ্জা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ভ্রাতঃ ওমর আলী, ভ্রাতঃ আক্কেল আলী (বাহরাম), প্রিয় বন্ধু মস্হাব, চিরহিতৈষী গাজী রহমান কোথায়? তোমরা জয়নালের প্রাণ রক্ষার উপায় কর, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতেছি!"

গাজী রহমান বলিলেন, "বাদশা নামদার! আপনি ব্যস্ত হইবেন না। ধৈর্য ধারণ করুন, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিলে অবশ্যই শান্তিবোধ হইবে। মনে করিলাম, আজই যুদ্ধ শেষ, জীবনের শেষ। যে কল্পনা করিয়া আজ পর্যন্ত এজিদের শিবির আক্রমণ করি নাই, সে কল্পনার ইতি এখনই হইয়া গেল। কোন উপায়ে অগ্রে জয়নালকে হস্তগত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কারণ এজিদ্ রীতিনীতির বাধ্য নহে। স্বেচ্ছাচার কলঙ্করেখায় তাহার আপাদমস্তক জড়িত। এই দেখুন জেয়াদ মারা পড়িল, জয়নালের প্রাণবধের আজ্ঞা প্রচার হইল, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছিলাম, যেদিন জয়নাল হস্তগত হইবে, সেই দিনই এই যুদ্ধের শেষ অঙ্ক অভিনয় করিয়া এজিদ্বধ কাণ্ডে যবনিকা পতন করিব। বাদশা নামদার! যদি তাহাই না হইল, তবে আর বিলম্ব কী? ভ্রাতৃগণ! চিন্তা কী? সাজ সমরে! বন্ধুগণ! সাজ সমরে-বাজাও ডঙ্কা,-উড়াও নিশান,-ধর তরবারি-ভাঙ্গ শিবির-মার এজিদ্-চল নগরে-দাও আগুন, পুড়ুক দামেস্ক। আর ফিরিব না-জগতের মুখ আর দেখিব না। জয়নালকে হারাইয়া শুধু প্রাণ লইয়া স্বদেশেও যাইব না-এই প্রতিজ্ঞা। আজ গাজী রহমানের এই স্থির প্রতিজ্ঞা।"

মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহমানের বাক্যে সিংহ গর্জনের ন্যায় গর্জিয়া উঠিলেন; আর-আর মহারথিগণও ঐ উ∏ সাহবাক্যে দ্বিগুণ উ∏ সাহান্বিত হইয়া "সাজ সমরে" "সাজ সমরে" মুখে বলিতে বলিতে মুহূর্তমধ্যে প্রস্তুত হইলেন। ঘোর রোলে বাজনা বাজিয়া উঠিল। মোহাম্মদ হানিফা অসি, চর্ম, তীর, খঞ্জর, কাটারি প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া দুলদুলে আরোহণ করিলেন। সৈন্যগণ সমস্বরে ঈশ্বরের নাম করিয়া শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

সংবাদবাহিগণ এজিদ্ সমীপে করজোড়ে নিবেদন করিল, "মহরাজ! মোহাম্মদ হানিফা বহুসংখ্যক সৈন্যসহ মহাতেজে শিবিরাভিমুখে আসিতেছেন, এক্ষণে উপায়?-মন্ত্রীবর ম□রওয়ান শিবিরে নাই-সৈন্যগণও নিরু∏ সাহ-যুদ্ধসাজের কোন আয়োজন নাই। কুফাধিপতির দুর্দশায় সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত, উ∏ সাহ-উদ্যম কাহারো নাই। নৈরাশ্যের সহিত বিষাদমলিনরেখা সৈন্যগণের বদনে দেখা দিয়াছে।"

এজিদ্ মহাব্যস্ত হইয়া শিবির বহির্ভাগে গিয়া দেখিল যে, প্রান্তরের প্রস্তররাশ চূর্ণ করিয়া বালুকাকণা শূন্যে উড়াইয়া অসংখ্য সৈন্য শিবির আক্রমণে আসিতেছে।

এদিকে মন্ত্রীবর মারওয়ান ম্লানমুখ হইয়া উপস্থিত। বলিল-'জয়নাল বন্দিগৃহে নাই, নগরেও নাই, বিশেষ সন্ধানে জানিলাম, জয়নালের কোন সন্ধান নাই। মহাবিপদ! চতুর্দিকেই বিপদ, সম্মুখেও ঘোর বিপদ! মহার জ! সেই ঘোষণা প্রকাশেই এই আগুন জ্বলিয়াছে। মোহাম্মদ হানিফার হঠা শিবির আক্রমণ করিবার কারণ আর কিছুই নহে-ঐ ঘোষণা-জয়নালের প্রাণদণ্ডের ঘোষণা।"

এজিদ্ মহা ভীত হইয়া বলিল, "এক্ষণে উপায়? সৈন্যগণের মনের গতি আজ ভাল নহে! হানিফাকে কোন কৌশলে ক্ষান্ত করিতে পারিলে কাল দেখিব। সৈন্যগণের হাবভাব দেখিয়া আজ আমি এক প্রকার হতাশ হইয়াছি।"

মারওয়ান বলিল, "এইক্ষণে সে সকল কথা বলিবার সময় নহে, শত্রুগণ প্রায় আগত। জয়নাল আবেদীন নগরে নাই, বন্দিগৃহে নাই, একথা প্রকাশ হইলে যে কথা-শূলে চড়াইয়া তাহার প্রাণবধ করিলেও সেই কথা। এখন এই উপস্থিত আক্রমণ হইত রক্ষার উপায় করাই আবশ্যক। বিপক্ষদলের যেরূপ রুদ্রভাব, উগ্রমূর্তি দেখিতেছি, ইহাতে কি যে ঘটিবে বুঝিতেছি না, চেষ্টার ত্রুটি করিবে না।"

মারওয়ান তখনই সন্ধিসূচক নিশান উড়াইয়া দিল এবং জনৈক বিশ্বাসী দূতকে কয়েকটি কথা বলিয়া সেই বীরশ্রেষ্ঠ বীরগণের সম্মুখে প্রেরণ করিল।

মোহাম্মদ হানিফা এবং তাঁহার অপরাপর আত্মীয়গণ দূতের প্রতি একযোগে অসি উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "রাখ্ তোর সন্ধি! রাখ্ তোর সাদা নিশান!"

গাজী রহমান ত্রস্তে মোহাম্মদ হানিফার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "বাদশা নামদার! ক্ষান্ত হউন! পরাজিত শত্রু মহাবীরেরও বধ্য নহে-বিশেষ দূত। রোষপরবশ হইয়া রাজবিধি রাজপদে দলিত করিবেন না। অস্ত্র কোষে আবদ্ধ করুন। দূতবরের প্রার্থনা শুনিতেই হইবে, গ্রাহ্য করা-না-করা নামদারের ইচ্ছা।"

হানিফা লজ্জিত হইয়া হস্ত সঙ্কুচিত করিলেন; তরবারি পিধানে রাখিয়া বলিলেন, "গাজী রহমান, তুমি যথার্থই আমার বুদ্ধিবল। দুর্দমন য় ক্রোধেই লোকে মূর্খতা প্রকাশ করে-মানুষকে নিন্দার ভাগী করে। যাহা হউক, তুমি দূতবরের সহিত কথা বল।"

এজিদ্-দূত মহা সমারোহে মোহাম্মদ হানিফাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "জয়নাল আবেদীনকে শূলে চড়াইয়া বধ করিবার ঘোষণা রহিত করা গেল, শূলদণ্ড এখনই উঠাইয়া ফেলিবে। আমাদের সৈন্যগণ মহাক্লান্ত,-বিনা যুদ্ধেই আজ আমরা পরাভব স্বীকার করিলাম। যদি ইহাতেই আপনারা চিরজয় মনে করেন, তবে মহারাজ এজিদ্ তাঁহার হস্তস্থিত তরবারি যাহা ভূমিতে রাখিয়া দিয়াছেন, আর তাহা হস্তে স্পর্শ করিবেন না। গলায় কুঠার বাঁধিয়া আগামীকল্য আপনার শিবিরে উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিবেন।"

গাজী রহমান বলিলেন, "যদি জয়নাল আবেদীনের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয় এবং তাহার প্রাণের প্রতিভূ মহারাজ এজিদ্ হউন, তবে আমরা আজকার মত কেন-যত দিন যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিতে ইচ্ছা করেন-সম্মত আছি। বিনা যুদ্ধে, কী দৈববিপাকে, কী অপ্রস্তুতজনিত, কী অপারগতা হেতু, পরাভব স্বীকার করিলে আমরা তাহাতে জয় মনে করি না। যে সময় তোমাদের তরবারির তেজ কম হইবে, সমর-প্রাঙ্গণ হইতে প্রাণভয়ে পলাইতে থাকিবে, শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় তাড়াইতে থাকিব, কোথায় নিশান, কোথায় ব্যূহ, কোথায় কে, কে স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ জ্ঞান থাকিবে না, রক্তস্রোতে রঞ্জিত দেহ সকল ভাসিয়া যাইবে, কোন স্থানে তোমাদের সৈন্য দেহখণ্ড খণ্ডিত অশ্বদেহে শোণিত-সংযোগ জমাট বাঁধিয়া গড়াইতে থাকিবে, কোন স্থানে দ্বীপাকার ধারণ করিবে, শিরশূন্য কবন্ধ সকল রক্তের ফোয়ারা ছুটাইয়া নাচিতে নাচিতে হেলিয়া-দুলিয়া শবদেহের উপর পড়িয়া হাত-পা আছড়াইতে থাকিবে, আমরা বীরদর্পে বিজয় নিশান উড়াইয়া দামেস্ক রাজপাটে জয়নাল আবেদীনকে বসাইয়া রক্তমাখা শরীরে র িত তরবারি সকল মহারাজ জয়নাল আবেদীনের সম্মুখে রাখিয়া মহারাজাধিরাজ সম্ভাষণে নতশিরে দণ্ডায়মান হইব,-তোমাদের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে, তবে সেও আমাদের সহিত ঐ অভিষেক-ক্রিয়ায় যোগদান করিবে, নগরময় যখন অর্ধচন্দ্র আর পূর্ণ তারা চিহ্নিত পতাকা সকল উড়িতে থাকিবে, দূতবর! সেই দিন যথার্থ জয়ী হইলাম, মনে করিব। অন্য প্রকার জয়ের আশা আমাদের অন্তরে নাই। যাও দূতবর, তোমার রাজাকে গিয়া বল-আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলাম। যেদিন তোমাদের সমর-নিশান শিবিরশিরে উড়িত দেখিব, ভেরীর বাজনা স্বকর্ণে শুনিব, সেইদিন আমাদের তরবারির চাকিচক্য, তীরের গতি, বর্শার চাল, অশ্বের দাপট, নিশানের ক্রীড়া সকলই দেখিতে পাইবে। আজ ক্ষান্ত দিলাম। কিন্তু পুনরায় বলিতেছি, জয়নালের প্রাণ তোমাদের রাজার প্রতিভূতে রহিল। যাও দূতবর, শিবিরে যাও। আমরা শিব রে চলিলাম।"

সপ্তবিংশ প্রবাহ

রজনী দ্বিপ্রহর। তিথির পরিভাগে বিধুর অনুদয়, কিন্তু আকাশ নক্ষত্রমালায় পরিশোভিত। মহা কোলাহলপূর্ণ সমর-প্রাঙ্গণ এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে নিস্তব্ধ। দামেস্ক প্রান্তরে প্রাণীর অভাব নাই। কিন্তু প্রায় সকলেই নিদ্রার কোলে অচেতন। জাগে কে?-প্রহরীদল, সন্ধানী দল, আর উভয় পক্ষের মন্ত্রীদল! মন্ত্রীদল মধ্যেও কেহ কেহ আলস্যের পরিভোগে চক্ষু মুদিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইতেছেন, কেহ দিবাভাগে সেই অভাবনীয় ঘটনার কোন কোন অংশ ভাবিয়া উপবেশন স্থানেই গড়াইয়া পড়িয়াছেন, কেহ শয়ন-শয্যার এক পার্শ্বে পড়িয়া আধ-জাগরণে আধ-স্বপনে জেয়াদের শির শূন্য দেহ দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। যথার্থ জাগরিত কে? এক পক্ষে মারওয়ান, অন্য পক্ষে গাজী রহমান।

মারওয়ান আপন নির্দিষ্ট বস্ত্রাবাসের বহির্দ্বারে সামান্য কাষ্ঠাসনোপরি উপবেশন করিয়া বলিতেছে, "ভাবিলাম কী? ঘটিল কী? এখনই-বা উপায় কী? রাজ্য রক্ষা, রাজজীবন রক্ষা, নিজের প্রাণরক্ষার উপায় কী? কী ভ্রম! কী ভয়ানক ভ্রম! আশা ছিল, শত্রুকে শূলে দিয়া জগতে নাম জাঁকাইব,-যুদ্ধে জয়লাভ করিব,-সেই আশাবারিধি গাজী রহমানের মস্তিষ্কতেজে ছদ্মবেশী বাহরামের বাহুবলে এবং ওমর আলীর কৌশলে একেবারে পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখন জীবনের আশঙ্কা, রাজ-জীবনে সন্দেহ। জয়নাল আবেদীনের বন্দিগৃহ হইতে পলায়নে আরো সর্বনাশ ঘটিল। দ্বারে দ্বারে প্রহরী, নগরে প্রবেশের দ্বারে প্রহরী, বহির্দ্বারে প্রহরী, সকল প্রহরীর চক্ষে ধুলা দিয়া আপন মুক্তি আপনিই করিল। কী আশ্চর্য কাণ্ড! এখন আর কার জন্য যুদ্ধ? আর কি কারণে হানিফার সহিত শত্রুতা? কেন প্রাণী ক্ষয়? জয়নালকে হানিফার হস্তে না দিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। সন্ধির প্রস্তাব মুখে আনিতেও আমার আর ক্ষমতা নাই-আর তাহাতে ভুলিবে না। সন্ধির নিশানে আর পড়িবে না। শত সহস্র দূতের প্রস্তাবেও আর কর্ণপাত করিবে না। পরাজয় স্বীকারে মৃত্তিকায় তরবারি র□খিয়া দিলেও আর ছাড়িবে না। যদি জয়নালের মুক্তির কথা গোপনেই থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে আমাদের লাভ কি? জয়নালই যদি আমাদের হাত ছাড়া হইল, তবে হানিফা পরাজয়ে ফল কি? ফল আছে। মহারাজের প্রাণ, স্বদেশের স্বাধীনতা, সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ রক্ষা করা ভিন্ন আর কি আশা? কিন্তু ইহাতেও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। হোসেনপুত্র জয়নাল-সিংহশাবক সিংহ। আজই হউক, কালই হউক, দু'দিন পরেই হউক, তাহার বলবিক্রম সে প্রকাশ করিবে-নিশ্চয় করিবে। সে নব-কেশরীর নবগর্জনে দামেস্ক নগর কাঁপিবেই কাঁপিবে। আর পিতৃ-প্রতিশোধ সে কালে লইবেই লইবে।"

মারওয়ানের চিন্তার ইতি নাই। দামেস্কের এ দুর্দশা কেন ঘটিল, এও এক প্রশ্ন আছে। এজিদের দোষ, কি তাহার দোষ-সে কথারও মীমাংসা হইতেছে। সর্বোপরি প্রাণের ভয়-মহাভয়। যদি আবদুল্লাহ্ জেয়াদকে ওমর আলীর বধসাধন-ভার অর্পণ করিয়া রাজসমীপে না যাইত, তাহা হইলে এই নিশীথ সময়ে প্রান্তরে বসিয়া আর চিন্তার ভার বহন করিতে হইত না। এ কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতেছে।

মারওয়ান যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে হানিফার শিবিরে প্রজ্বলিত দীপমালা সমুজ্জ্বল নক্ষত্রমালার ন্যায় তাঁহার চক্ষে দৃষ্ট হইতেছিল। প্রদীপ্ত দীপরাশির উজ্জ্বলাভা মনঃসংযোগে দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে নূতন একটি কথার সঞ্চার হইল। কথাটা কিছু গুরুতর-অথচ নীচ। কিন্তু মারওয়ানের হৃদয়ে সে-কথার সঞ্চার আজ নূতন নহে। বিশেষ আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধিবলে মারওয়ান মনের কথা মুখে আনিলেন। গুপ্তভাবে হানিফার শিবিরে যাইয়া জয়নালের কোন সন্ধান জানিতে পারা যায় কি? যদি জয়নাল হানিফার হস্তগত হইয়া থাকে, তবে সকলই বৃথা। কোন উপায়ে, কী কোন কৌশলে, কোন সুযোগে জয়নালের কোন সন্ধান করিতে পারিলে, এখনো রক্ষার অনেক উপায় করা যায়। মদিনায় মায়মুনার আবাসে কত নিশীথ সময়ে ছদ্মবেশে যাইয়া কত গুপ্ত সন্ধান করিয়াছি, কত অসাধ্য সাধনা সহজে সাধন করিয়াছি, আর এ দামেস্কনগর আপন দেশ, নিজের অধিকার, এখানে কী কিছুই করিতে পারিব না? তবে একটি কথা,-পাত্রভেদে কিছু লঘু-গুরু আছে। আবার একেবারে নিঃসন্দেহের কথাও নহে। মোহাম্মদ হানিফা বুদ্ধিমান্। প্রধানমন্ত্রী গাজী রহমান অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও চতুর,-তাঁহাদের নিকট মারওয়ান পরাস্ত। কি জানি কী কৌশল করিয়া শিবির রক্ষার কী উপায় করিয়াছে, হঠা বিপদগ্রস্ত হইলেও হইতে পারি। অদ্বিতীয় ভালবাসার প্রাণপাখিটাই যে দেহপি র হইতে একেবারে দূর না হইতে পারে, তাহাই বা কে বলিবে? এও সন্দেহ; নতুবা দামেস্ক প্রান্তরে এই নিশীথ সময়ে একা একা ভ্রমণ করিতে মারওয়ান সন্দ□হান্ নহে, দামেস্ক-রাজমন্ত্রী ভীত নহে।"

এই বলিয়া মারওয়ান আসন ছাড়িল! দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "একা যাইব না, অলীদকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে-পথিক-সাজে-সামান্য পথিক-সাজে বাহির হইব!"

মারওয়ান বেশ-পরিবর্তন জন্য বস্ত্রাবাস মধ্যে প্রবেশ করিল।

অলীদের চক্ষেও আজ নিদ্রা নাই। মহাবীর হৃদয় আজ মহাচিন্তায় অস্থির। এ যুদ্ধের পরিণামের ফল কি? সময়ের যে প্রকার গতি দেখিতেছি, শেষ ঘটনার নিয়তি-দেবী যে কোন দৃশ্য দেখাইয়া এ অভিনয়নের যবনিকা পতন করিবেন তাহা তিনিই জানেন।
অলীদ শিবিরের বাহিরে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে, আর ভাবিতেছে-মাঝে মাঝে বিমানে

পরিশোভিত তারাদলের মিটি মিটি ভাব দেখিয়া মনে মনে আর একটি মহাভাবের ভাবনা ভাবিতেছে। কিন্তু সে ভাব ক্ষণকাল-সে জ্বলন্ত দৃঢ় ভাব হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। মায়াময় সংসারের স্বার্থপূর্ণ ভাবই প্রবলবেগে তাহার হৃদয় অধিকার করিতেছে। নিশির শেষের সহিত কি আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিবে? কার ভাগ্যে কি আছে, কে বলিবে? আবার তারাদলে নয়ন পড়িল,-সেই মধুমাখা মিটি মিটি হাসি ভাব,-এ তারা ও তারা, কত তারা দেখিল, কিন্তু অরুন্ধতী নক্ষত্র তাহার নয়নে পড়িল না। তারাদল হইতে নয়ন ফিরাইয়া আনিতেই হানিফার শিবিরে প্রদীপ্ত দীপালোকের প্রতি চক্ষু পড়িল। অলীদ সে দিকে মনঃসংযোগ না করিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি করিতেই তীর ধনু হস্তে লইল। ছদ্মবেশী মারওয়ান কথা না কহিলে অলীদ-বাণে তখনই তাহার জীবন শেষ হইত।

অলীদ বলিল, "নিশীথ সময়ে এ বেশে কোথায়? ভাগ্যে কথা বলিয়াছিলেন।"

"তাহাতেও দুঃখ ছিল না। যে গতিক দেখিতেছি ত□হাতে দুই-এক দিনের অগ্র-পশ্চা∏ মাত্র। ভাল তোমার চক্ষে যে আজি নিদ্রা নাই?"

"আপনার চক্ষেই-বা কী আছে?"

"অনেক চেষ্টা করিলাম,-কিছুতেই নিদ্রা হইল না। মনে শান্তি নাই?" আত্মার পরিতোষ কিসে হইবে? নানা প্রকার চিন্তায় মন মহা আকুল হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি কি ভ্রম! কি করিতে গিয়া কি ঘটিল। জেয়াদের মৃত্যু, জেয়াদ নিজ বুদ্ধিতেই টানিয়া আনিয়াছিল। এমন আশ্চর্য ঘটনা, অভাবনীয় বুদ্ধিকৌশল, হাতে হাতে চাতুরী, কখনোই দেখি নাই, আজ পর্যন্ত কাহারো মুখে শুনিও নাই। ধন্য মোহাম্মদ হানিফা! ধন্য মন্ত্রী গাজী রহমান।"

"গত বিষয়ের চিন্তা বৃথা। আলোচনাতে কেবল আক্ষেপ ও মনের কষ্ট! ও-কথা মনে করিবার প্রয়োজন নাই। এখন রাত্রি প্রভাতের পর উপায় কি? যুদ্ধ আর ক্ষান্ত থাকে না,-সে যুদ্ধই-বা কাহার জন্য, মূলধন তো সরিয়া পড়িয়াছে।"

"সেও কম আশ্চর্য নহে।"

"সময় মন্দ হইলে এই প্রকারই হইয়া থাকে।"

"যাহা হইবার হইয়াছে, এখন চল একবার হানিফার শিবিরের দিকে যাইয়া দেখিয়া আসি, কোন সুযোগে জয়নালের কোন সন্ধান লইতে পারি কি-না, এখন মূল কথা জয়নাল আবেদীন। যুদ্ধ

করিতে হইলেও জয়নাল। পরাভব স্বীকার করিয়া প্রাণরক্ষা-রাজ্যরক্ষা করিতে হইলেও জয়নাল! সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইলেও সেই জয়নাল। জয়নালের সন্ধান না করিয়া আর কোন কথা উঠিতে পারে না। জীবনে মরণে, রাজ্য রক্ষণে সকল অবস্থাতেই জয়নালের প্রয়োজন।"

"তাহা তো শুনিলাম! কিন্তু একটি কথা-এই নিশীথ সময়ে জয়নালের সন্ধান করিতে কি বিপক্ষ-শিবিরে সন্ধান জানিতে যাইব-তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিব কি-না, সে বিষয়ে একটুকু ভাবা চাই। ছদ□মবেশ ধারণ করিয়া পথিক, পরিব্রাজক, দীন-দুঃখীর পরিচয় দিলেই যে কার্যসিদ্ধি হয় তাহা নহে। এ মদিনার মায়মুনা নহে, দগ্ধহৃদয় জায়েদা নহে। এ বড় কঠিন হৃদয়, বৃহ▯ মস্তক। এ মস্তকে মজ্জার ভাগও অতি অধিক, শক্তিও বেশি পরিমাণ, ক্ষমতাও অপরিসীম। প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো অনেক দেখিতেছ□। আবার এই নিশীথ সময়ে ছদ্মবেশে গোপন ভাবে দেখিয়া অধিক আর লাভ কি হইবে? তাহাদের গুপ্তসন্ধান জানিয়া সাবধান সতর্ক হওয়া, কি কোন কার্যের প্রতিযোগিতা করা, কি নূতন কার্যের অনুষ্ঠান করা বহু দূরের কথা, শিবিরের বহিঃস্থ সীমার নিকট যাইতে পার কি-না সন্দেহ। তোমার ইচ্ছা হইয়াছে-চল দেখিয়া আসি, গাজী রহমানের সতর্কতাও জানিয়া আসি; কিন্তু লাভ কিছু হইবে না, বরং বিপদের আশঙ্কাই অধিক।"

"লাভের আশা যাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সে যে ঘটিবে না, তাহাও বুঝিতেছি। তথাচ যদি কিছু পারি।"

"পারিবে তো অনেক। মানে মানে ফিরিয়া আসিতে পারিলেই রক্ষা।"

"আচ্ছা, দ□খাই যাউক, আমাদেরই তো রাজ্য।"

"আচ্ছা, আমি সম্মত আছি।"

"তবে আর বিলম্ব কি? পোশাক লও।"

"পোশাক তো লইবই, আরো কিছু লইব।"

"সাবধান! কেহ যেন হঠা▯ না দেখিতে পায়।"

ওত্বে অলীদ ছদ্মবেশে মারওয়ানের সঙ্গে চুপে চুপে বাহির হইল। প্রভাত না-হইতেই ফিরিয়া আসিবে, এই কথা পথে স্থির হইল। কিঞ্চি▯ দূরে আসিয়া মারওয়ান বলল, "একেবারে সোজা

পথে যাইব না। শিবিরের পশ্চাৎ ভাগ সম্মুখে করিয়া যাইতে হইবে। এখন আমাদের বাম পার্শ্ব হইয়া ক্রমে শিবির বেষ্টন করিয়া যাইতে থাকিব।"

এই যুক্তিই স্থির করিয়া বাম দিকেই যাইতে লাগিল। ক্রমে হানিফার শিবিরের পশ্চাৎ দিক তাঁহাদের চক্ষে পড়িতে লাগিল। সম্মুখে যেরূপ আলোর পরিপাটি, সেইরূপ পশ্চাৎ পার্শ্ব সকল দিকেই সমান। সম্মুখ, পার্শ্ব, পশ্চাতের কিছুই ভেদ নাই। কখনো দ্রুতপদে, কখনো মন্দ মন্দ ভাবে চতুর্দিক লক্ষ্য করিয়া যথাসাধ্য সতর্কিতভাবে যাইতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আরো লোক আসিতেছে। আরো কিছু দূর অগ্রসর হইলে হাসি, রহস্য, বিদ্রূপসূচক কোন কোন কথার আভাস তাহাদের কানে আসিতে লাগিল। কোন্ দিকে, কত দূর হইতে-এই কথার আভাস আসিতেছে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। কারণ কখনো দক্ষিণে, কখনো বামে, কখনো সম্মুখে আবার কখনো পশ্চাতে-অতি মৃদুমৃদু কথার আভাস কানে আসিতে লাগিল।

উভয়ে গমনে ক্ষান্ত দিয়া মনঃসংযোগে বিশেষ লক্ষ্যে চারিদিকে দেখিতে লাগিল। দেখিল, কোন দিকে কিছুই নাই, চারিদিকে অন্ধকার, উপরে তারকারাজি।

উভয়ে আবার যাইতে লাগিল। অনুমান দশ পদ ভূমি অতিক্রম করিয়া যাইলেই, মানব মুখোচ্চারিত অর্থসংযুক্ত কথার ঈষৎ ভাব স্পষ্ট শুনিতে লাগিল। সে কথার প্রতি গ্রাহ্য না করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু আর বেশিদূর যাইতে হইল না। আনুমানিক পঞ্চ হস্ত পরিমাণ ভূমি পশ্চাৎ করিতেই তাহাদের বাম পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল-"আর নয়, অনেক আসিয়াছ।"

মারওয়ান চমকিয়া উঠিল।

আবার শব্দ হইল, "কী অভিসন্ধি?"

মারওয়ান ও অলীদ উভয়েই চমকিয়া উঠিল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল,-স্থির ভাবে দাঁড়াইল।

আবার শব্দ হইল, নিশীথ সময়ে রাজশিবিরের দিকে কেন? সাবধান! আর অগ্রসর হইয়ো না। যদি কোন আশা থাকে, সূর্য উদয়ের পর।"

মারওয়ান ও অলীদ উভয়ে ফিরিল, আর সে পথের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কিছুদূর আসিয়া অন্য পথে অন্য দিকে শিবিরের অন্য দিক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। মারওয়ান বলিল, "অলীদ! আমাদের ভুল হইয়াছে; এদিকে না আসিয়া অন্য দিকে যাওয়াই ভাল ছিল।"

"অন্য কোন্ দিকে যাওয়া ভাল ছিল বলুন, স□ই দিকেই যাই। ভুল সংশোধন করিতে কতক্ষণ? যে দিকে আপনার নিঃসন্দেহ বোধ হয়, সেই দিকেই চলুন।"

মারওয়ান শিবিরের দক্ষিণ পার্শ্বে যাইতে লাগিল, সেই দিকে যাইতে মনে কোন সন্দেহ হইল না। পশ্চাতে, সম্মুখে কি বামে কোন দিকেই আর ভারি বোধ হইল না। নিঃসন্দেহে যাইতে লাগিল।

অলীদ বলিল, "দেখিলে? গাজী রহমানের বন্দোবস্ত দেখিলে?"

"এদিকে কি?"

"বোধ হয়, এদিকের জন্য তত আবশ্যক মনে করেন নাই।"

"সে কী আর ভ্রম নয়?"

"মারওয়ান! এখন ও-কথা মুখে আনিয়ো না। গাজী রহমানের ভ্রম-একথা মুখে আনিয়ো না। কার্য সিদ্ধি করিয়া নির্বিঘ্নে শিবিরে যাইয়া যাহা বলিবার বলিয়ো। কোন দিকে কি কৌশল করিয়াছে, তাহা তাহারাই জানে।"

"তা জানুক, এদিকে কোন বাধা নাই, নিঃসন্দেহে যাইতেছি, মনে কোনরূপ শঙ্কা হইতেছে না।"

"আমি ভাই আমার কথা বলি। আমার মনে অনেক কথা উঠিয়াছে-ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছে। আমি তোমার পশ্চাতে থাকিব না। দুই জনে একত্রে সমান ভাবে যাইব। কেহই কাহারো অগ্র-পশ্চা□ হইব না।"

মারওয়ান হাসিয়া বলিল, "অলীদ! তুমি আজ মহাবীরের নাম হাসাইলে! অল্পমতি বালকগণের মনের গতির সহিত, পরিপক্ক মনের সমান ভাব দেখাইলে! বীরহৃদয়ে, ভয়! দুইজনে সমানভাবে একত্র যাইতে পারিলেই নির্ভয়, এ কি কথা?"

"মারওয়ান! আমরা যে কার্যে বাহির হইয়াছি, সে কার্যের কথা মনে আছে? কার্যগতিকে সাহস, রুচিগতিকে বল। এখন তোমার মন্ত্রীত্ব নাই, আমারও বীরত্ব নাই! যেমন কার্য, তেমনই স্বভাব।"

উভয়ে হাসি-রহস্যে একত্রে যাইতেছে, প্রজ্বলিত দীপের প্রদীপ্ত আভায় শিবির-দ্বার, মানুষের গতিবিধি স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। গমন□র বেগ কিছু বেশি করিল, সঙ্গে সঙ্গে হাসি-রহস্য চলিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের হাসিমুখ বেশিক্ষণ রহিল না। দৈবা□ একটি শব্দ তাহাদের কর্ণে

প্রবেশ করিল। দক্ষিণে-বামে দৃষ্টি করিল অন্ধকার-সম্মুখে দীপালোক-গমনে ক্ষান্ত হইল। আবার সেই হৃদয়-কম্পনকারী শব্দ-ক্ষিপ্রহস্ত ন□ক্ষিপ্ত তীরের শনশন্ শব্দ। অন্তরে জানিয়াছে-তীরের গতি, মুখে বলিতেছে-"কিসের শব্দ? অলীদ! কিসের শব্দ?" কি বিপদ, মুখের কথা মুখে থাকিতেই তিনটি লৌহশর তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এখন কি করিবে, অগ্রে পা ফেলিবে, কি পাছে সরিবে, কি স্থিরভাবে এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিব□, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে গম্ভীর নাদে শব্দ হইল, "শত্রু হও, মিত্র হও, ফিরিয়া যাও,-রাত্রে এ শিবিরে প্রবেশ নিষেধ-রাত্রে আঘাত মহারাজের নিষিদ্ধ, তাহাতেই প্রাণ বাঁচাইয়া গেলে; নতুবা ঐ স্থানেই ইহকালের মত পড়িয়া থাকিতে!"

আর কোন কথা নাই। চতুর□দিকে নিঃশব্দ। কিছুক্ষণ পরে অলীদ বলিল, "মারওয়ান! এখন আর কথা কি? আঙ্গুল পরিমাণ ভূমি আগে যাইতে আর কি সাহস হয়?"

মারওয়ান মৃদুস্বরে বলিল, "ওহে চুপ কর! প্রহরীরা আমাদের নিকটেই আছে।"

"নিকটে থাকিলে তো ধরিয়া ফেলিত।"

"ধরিবার তো কোন কথা নাই। তবে উহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত শিবির রক্ষা করিতেছে। যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলাম, তাহা ঘটিল না। এখন নিরাপদে শিবিরে যাইতে পারিলেই রক্ষা।"

"সে কথা তো আমি আগেই বলিয়াছি। এখন লাভের মধ্যে প্রাণ লইয়া টানাটানি।"

মারওয়ান বলিল, "আর কথা বলিব না, চুপে চুপে নিঃশব্দে চলিয়া যাই।"

উভয়ে কিছুদূর আসিয়া, "রক্ষা পাইলাম" বলিয়া দাঁড়াইল। চুপি চুপি কথা কহিতেও সাহস হইল না-পারিলও না। কণ্ঠ-তালু শুষ্ক, জিহ্বা একেবারে নীরস,-তবু বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। ক্ষণকাল পরে একটু স্থির হইয়া মারওয়ান বলিল, "অলীদ! বাঁচিলাম। চল, এখন একটু স্থির হইয়া আমাদের শিবিরে যাই।"

মুখের কথা শেষ হইতেই পশ্চাদ্দিক হইতে বজ্রনাদে শব্দ হইল-"সাবধান, আর কথা বলিয়ো না,-চলিয়া যাও;-ঐ বৃক্ষ-ঐ তোমাদের সম্মুখের ঐ উচ্চ খর্জুর বৃক্ষ সীমা। আমাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতে পারিবে না। যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, সীমার বাহিরে যাও।"
কি করে, উভয়ে দ্রুতপদে সীমা-বৃক্ষ ছাড়িয়া রক্ষা পাইল। আর কোন কথা শুনিল না। মারওয়ান বলিল, "জীবনে এমন অপমান কখনোই হই নাই। কী লজ্জা!"

মারওয়ান বলিল, "কী বিপদ! হানিফার প্রহরীরা কি প্রান্তরের চতুষ্পার্শে ঘিরিয়া রহিয়াছে? এখনো কিছুতেই মন সুস্থির হয় নাই। এখনো হৃদয়ের চঞ্চলতা দূর হয় নাই। এখানে দাঁড়াইব না। এখন সন্দেহ হইতেছে! আমাদের দেশ-আমাদের রাজ্য, সীমা-বৃক্ষ উহাদের-কী আশ্চর্য? সীমা-বৃক্ষ না ছাড়াইয়া আসিলে জীবন যায়। কী ভয়ানক ব্যাপার! চল, শিবিরে যাই।"

উভয়ে নীরবে আপন শিবিরাভিমুখে চলিল! যাইতে যাইতে সম্মুখে একখণ্ড বৃহ৷ শিলাখণ্ড দেখিয়া মারওয়ান বলিল, "অলীদ! এই শিলাখণ্ডের উপরে একটু বসিয়া বিশ্রাম করি। নানা কারণে মন অস্থির হইয়াছে। আর কোন গোলযোগ নাই। ক্ষণকাল এই স্থানে বসিয়া মনের অস্থিরতা দূর করি। যেমন কার্যে আসিয়াছিলাম তাহার প্রতিফলও পাইলাম।"

অলীদ মারওয়ানের কথায় আর কোন আপত্তি না করিয়া শিলাখণ্ডের চতুষ্পার্শ একবার বেষ্টন করিয়া আসিল এবং নিঃসন্দেহভাবে উভয়ে বসিয়া অস্ফুট স্বরে দুই-একটি কথা কহিতে লাগিল।

এক কথার ইতি না-হইতেই অন্য কথা তুলিলে কথার বান্ধুনি থাকে না, সমাজ-বিশেষে অসভ্যতাও প্রকাশ পায়। জয়নাল আবেদীন বন্দিগৃহ হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এমন সুযোগ পাই নাই যে, তাঁহার বিবরণ পাঠকগণের গোচর করি। মারওয়ান ও ওত্বে অলীদ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া নির্বিঘ্নে মনের কথা ভাঙ্গচুর করুন, এই অবসরে আমরা জয়নালের কথাটা বলিয়া রাখি।

জয়নাল আবেদীন, ওমর আলীর শূলের ঘোষণা শুনিয়া বন্দিগৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ হইতে প্রহরীদলের অসাবধানতায় নাগরিক দলে মিশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন! তিনি নামে সকলের নিকট পরিচিত কিন্তু অনেকে তাঁহাকে চক্ষে দেখে নাই। মোহাম্মদ হানিফাকে তিনি কখনো দেখেন নাই, ওমর আলীকেও দেখেন নাই,-অথচ ওমর আলীর প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন, এই দুরাশার কুহকে মাতিয়াই দামেস্কপ্রান্তরে আসিয়াছিলেন। এজিদের শিব□র, হানিফার শিবির, ওমর আলীর নিষ্কৃতি সমুদয় দেখিয়াছেন, তাঁহার নিজের প্রাণবধ করার ঘোষণাও স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। ঐ ঘোষণার পর তিলার্ধকালও দামেস্কপ্রান্তরে অবস্থিত করেন নাই; নিকটস্থ এক পর্বত গুহায় আত্মগোপন করিয়া দিবা অতিবাহিত করিয়াছেন। নিশীথ সময়ে পর্বত গুহা হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার প্রথম চিন্তা-কী উপায়ে মোহাম্মদ হানিফার সহিত একত্রিত হইবেন। সে শিবিরে তাঁহার পরিচিত লোক কেহই নাই! নিজ মুখে নিজ পরিচয় দিয়া খাড়া হইতেও নিতান্ত অনিচ্ছা। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, দুই-এক পদে হানিফার শিবিরাভিমুখেই যাইতেছেন।
অলীদ বলিল□ন, "মারওয়ান! কিছু শুনিতে পাইতেছ?"

"স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু মানুষের গতিবিধির ভাব বেশ বুঝা যাইতেছে। একজন দুইজন নহে, বহুলোকের সাবধানে পদবিক্ষেপ ভাব অনুভব হইতেছে। আর এখানে থাকা উচিত নহে। বোধ হয় বিপক্ষেরা আমাদের পরিচয় পাইয়াছে, এখনো আমাদিগকে ছাড়ে নাই। ঐ দেখ সম্মুখে চাহিয়া দেখ। আমরা ছদ্মবেশে আসিয়াছি, কেবল তোমার নিকটে একখানি তরবারি আর আমার নিকট সামান্য একখানি ছুরি ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র আমাদের সঙ্গে নাই। আর থাকিলেই বা কি হইত? তাহাদের তীরের মুখ হইতে দিনে রক্ষা পাওয়াই দায়, তায় আবার ঘোর নিশা। মনঃসংযোগে কান প□তিয়া শোন, যেন চতুর্দিকেই লোকের গতিবিধি, চলাফেরা, সাড়া পাওয়া যাইতেছে। চল, আর এখানে থাকা নহে।" এই বলিয়া শিলাখণ্ড হইতে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া সমতল ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন।

জয়নাল আবেদীনও নিকটবর্তী হইয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

মারওয়ান থতমত খাইয়া সভয় হৃদয়ে উত্তর করিল, "আমরা পথিক, পথহারা হইয়া এখানে আসিয়াছি।"

"নিশীথ সময়ে পথিক পথহারা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে! এ কী কথা?"

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে পথিক! তোমরা কি বিদেশী?"

"হাঁ, আমরা বিদেশী।"

"কী আশ্চর্য! তোমরা বিদেশী হইয়া এই মহা সংগ্রামস্থলে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? সত্য বল, কোন চিন্তা নাই।"

মারওয়ান বলিল, "যথার্থ বলিতেছি-আমরা বিদেশী, অজানা দেশ, পথঘাটের ভাল পরিচয় নাই-চিনি না। দামেস্ক নগরে চাকরির আশায় যাইতেছি। দিবসে সৈন্যসামন্তের ভয়; রাত্রেই নগরে প্রবেশ করিব আশা এবং অন্তরে নিগূঢ় তত্ত্ব।"

"তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? তোমাদের বসতি কোথায়?"

"আমরা মদিনা হইতে আসিতেছি। মদিনায় আমাদের বাসস্থান।"

ভীমনাদে শিলারাশির পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল-"ওরে ছদ্মবেশী নিশাচর! মদিনাবাসীরা দামেস্কে চাকরির আশায় আসিয়াছে? আর কোথায় যাইবি? এই স্থানেই নিশা যাপন কর। প্রভাতে পরীক্ষার পর ম□ক্তি। এক পদও আর অগ্রসর হইতে পারিবি না। যদি চক্ষের জ্যোতি থাকে, দৃষ্টির ক্ষমতা

থাকে, তবে যেদিকে ইচ্ছা চাহিয়া দেখ, পঞ্চবিংশতি বর্শার ফলক তোমাদের বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, বাহু ও পার্শ্ব লক্ষ্য করিয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে। সাবধান, কোন কথার প্রসঙ্গ করিয়ো না,-নীরবে তিন মূর্তি প্রভাত পর্যন্ত এই স্থানে দণ্ডায়মান থাক। আর যাইবার সাধ্য নাই। মোহাম্মদ হানিফার গুপ্ত সৈন্য দ্বারা তোমরা তিনজন সূর্যোদয় পর্যন্ত বন্দি।"

অষ্টবিংশ প্রবাহ

রাজার দক্ষিণহস্ত মন্ত্রী, বুদ্ধি মন্ত্রী-বল মন্ত্রী! মন্ত্রীপ্রবর গাজী রহমানের চক্ষেও আজ নিদ্রা নাই, এ কথা সপ্তবিংশতি প্রবাহের আরম্ভেই প্রকাশ করা হইয়াছে। গাজী রহমান এক্ষণে মহাব্যস্ত। নিশা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গুপ্তচরেরা এ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। আজিকার সংবাদ, দামেস্ক নগরের সংবাদ-এজিদ্ শিবিরের নূতন সংবাদ এ পর্যন্ত কোন সংবাদই প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় দিনে শিবির আক্রমণের উদ্যোগে জয়নাল আবেদীনের প্রাণ বধ হইতে বিরত হইল। ইহাতে কী কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আছে? আজ হউক, কাল হউক, শিবির আক্রমণ হইবেই হইবে,-সে ভয়ে জয়নালের প্রাণবধে ক্ষান্ত হইবে কেন?

দূরদর্শী মন্ত্রী উপরোক্ত আলোচনায় চিন্তার বেগ বিস্তার করিয়াছেন। নগর প্রান্তর, শিবির, বন্দিগৃহ, যুদ্ধক্ষেত্র, সৈনিকদল, শূলদণ্ড, এজিদ্, মারওয়ান্, সকলের বিষয় এক-একবার আলোচনা করিতেছেন। আবার মনে উঠিল, জয়নাল বধে ক্ষান্ত থাকিবে কেন? মারওয়ানের কূটবুদ্ধির সীমা বহুদূরব্যাপী। নিশাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এখনো কেহ শিবিরে ফিরিতেছে না, ইহারই বা কারণ কি? আর যে দুইটি ছদ্মবেশীর কথা শুনিলাম, তাহারা শিবিরের দিকে আসিতেছিল, প্রহরীদিগের সতর্কতায় কৃতকার্য হইতে পারে নাই। দুই-তিনবার চেষ্টা করিয়াও শিবিরের বহির্ভাগ রেখার নিকটে আসা দূরে থাকুক, সহস্র হস্ত ব্যবধান হইতেই ফিরিয়া গিয়াছে। ইহারাই-বা কে? বিশেষ গোপনভাবে চরদিগকে, শেষে পঞ্চবিংশতি আম্বাজী সৈন্যকেও পাঠাইয়াছি। তাহারা-বা কী করিল? মন্ত্রীপ্রবর এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শিব□র-অভ্যন্তরস্থ তৃতীয় দ্বার পর্যন্ত আসিয়া সর্বপ্রধান দ্বারী মালিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সংবাদ জানিতে পারিয়াছ?"

মালিক বলিলেন, "আমি এ পর্যন্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই।"

মন্ত্রীবর মৃদুমন্দপদে চতুর্থ দ্বার পর্যন্ত যাইয়া সাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সংবাদ নাই?"

সাদ জোড়করে বলিলেন, "আমি যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া জানাই নাই।"

"কী সংবাদ?"

"শিবির বহির্দ্বারের চন্দ্ররেখা পর্যন্ত সাহবাজের প্রহরায় আছে! তাহার কিছু দূরেই সীমা-নির্দিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ! সেই বৃক্ষের কিঞ্চি৷ দূরে স্তূপাকার শিলাখণ্ডোপরি সেই দুইটি লোক অস্ফুট স্বরে কী আলাপ করিতেছিল। অনুমানে বোধ হয়, তাহারা কোনরূপ দুরভিসন্ধিতেই আসিয়াছিল।"

মন্ত্রীবর আরো চিন্তিত হইলেন। ক্রমে শিবিরের বহির্দ্বার পর্যন্ত যাইয়া দাঁড়াইতেই সুদক্ষ প্রহরী আব্দুল কাদের করজোড়ে বলিল, "শিলা সমষ্টির নিকটে যে দুইজন ছদ্মবেশী বসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে আর একজন আসিয়া মিশিয়াছে। এ সকল সংবাদে কোন বিশেষ সারত্ব নাই বলিয়া চরেরা পুনরায় গিয়াছে।"

উভয়ে এই কথা হইতেছে, ইতিমধ্যে দামেস্কনগরে প্রেরিত গুপ্তচর দ্বারে প্রবেশ করিতেই মন্ত্রীবরকে দেখিয়া নতশিরে অভিবাদনপূর্বক বলিল, "আজ বড় ভয়ানক সংবাদ আনিতে হইয়াছে। জয়নাল আবেদীন বন্দিগৃহে নাই। এজিদের আজ্ঞায় মারওয়ান জয়নাল আবেদীনকে ধরিয়া আনিতে গিয়াছিল, না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। দামেস্ক নগরে ঘরে ঘরে এজিদের সন্ধানী লোক ফিরিতেছে; রাজপথ, গুপ্তপথ, দীন-দরিদ্রের কুটীর তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। জয়নাল আবেদীন কোথায় গিয়াছেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।"

এ সংবাদ শুনিয়া গাজী রহমান একেবারে নিস্তব্ধ হইলেন। বহু চিন্তার পর সাব্যস্ত হইল, জয়নাল আবেদীন নগর হইতে বাহির হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। শত্রু হস্তেও পতিত হন নাই। কিন্তু আশঙ্কা অনেক। এই অভাবনীয় সংবাদে মন্ত্রীপ্রবরের মস্তক ঘুরিয়া গেল, মস্তিষ্কের মজ্জা চিন্তাশক্তির অপরিসীম বেগে অধিকতর আলোড়িত হইয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম-বিন্দুতে ললাট পরিশোভিত হইল।

একজন গুপ্তচর আসিয়া সেই সময় বলিতে লাগিল, "সেই নিশাচরদ্বয় শিলাখণ্ডে বসিয়া আলাপ করিতেছে, কোন কথাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল না। কেবল 'মদিনা', 'চতুর', 'ফিরিয়া যাই',-এই তিনটি কথা বুঝা গিয়াছিল। ইতিমধ্যে আর একজন লোক হঠা৷ সেইখানে উপস্থিত হইতেই উহারা যেন ভয়ে ভীত হইয়া গাত্রোত্থান করিল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কে?' তাহাতে তাহারা উত্তর করিল-'আমরা পথিক!' পুনরায় প্রশ্ন-'পথিক এ-পথে কেন?' উত্তর-'পথ ভুলিয়া।' আবার প্রশ্ন-'কোথায় যাইবে?' উত্তর-'দামেস্ক নগরে।' 'কি আশা?'-'চাকরি', 'বসতি

কোথায়?'-'মদিনা।' চতুর্দিক হইতে শব্দ হইল, 'আর কোথায় যাইবি? মদিনার লোক চাকরির জন্য দামেস্কে!' আম্বাজী গুপ্ত সৈন্যগণ বর্শাহস্তে তিনজনকেই ঘিরিয়া ফেলিল, পঞ্চবিংশতি বর্শাফলক তাহাদ□র বক্ষঃ এবং পৃষ্ঠে উত্থিত হইয়া তিনজনকে বন্দি করিল। প্রভাতে পরিচয়-পরীক্ষার পর মুক্তি।"

মন্ত্রীবর এই সকল কথা মনের সহিত শুনিয়া আদেশ করিলেন, "এখনই আর শত বর্শাধারী সৈন্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে ঐ বন্দি তিনজনকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আনিয়া তিন স্থানে আবদ্ধ কর। সাবধান, কাহারো সহিত যেন কেহ আর কোন কথা না কহিতে পারে, দেখা না করিতে পারে।-বন্দিগণ প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা বা অপমানসূচক কোন কথা কেহ প্রয়োগ না করে। সাবধান! আর তোমরা কেহ দামেস্ক নগরে যাও, কেহ কেহ এজিদ্-শিবিরের নিকটও সন্ধান কর। নিকটবর্তী পর্বত, বন, উপবন, যেখানে মানুষের গতিবিধি যাওয়া-আসা সম্ভব মনে কর, সেইখানেই সন্ধান করিবে। আর সতর্ক হইয়া সর্বদা মনে রাখিয়া দেখিয়ো যে, কেহ কাহাকে ধরিয়া কোথাও লইয়া যায় কি না। যদি ধরিয়া লয়, তাহার অনুসরণে যাইবে-দুই-একজন আসিয়া শিবিরে সংবাদ দিবে, নিশা অবসানের সহিত আমি ইহার সংবাদ তোমাদের নিকট চ□হি। চরগণ, আজিই তোমাদের পরিশ্রমের শেষ দিন। আজিকার পরিশ্রমই যথার্থ পরিশ্রম! প্রভুর উপকার ও সাহায্যের জন্য প্রাণপণে সন্ধান লইবে-প্রত্যুষে পুরস্কার। আমি তোমাদের আগমন প্রতীক্ষায় জাগরিত রহিলাম।"

গুপ্তচরগণ মন্ত্রীবরের পদচুম্বন করিয়া স্ব-স্ব গন্তব্যপথে যথেচ্ছা চল□য়া গেল। মন্ত্রীবর চক্ষের পলক ফিরাইতে অবসর পাইলেন না। কে-কোথায়-কোন্ পথে চলিয়া গেল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। একটু চিন্তা করিয়া আর একটি আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, "নিশাবসানের পূর্বে এজিদ্ শিবিরের নিকট ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ঘোষণা করিবে, তিনটি লোক আমাদের হাতে বন্দি, যদি তোমাদের শিবিরস্থ কেহ হয়, তবে সূর্যোদয়ের পর চাহিয়া পাঠাইলেই ছাড়িয়া দিব।" মন্ত্রীবর এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া বহির্দ্বার হইতে চলিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশ প্রবাহ

মদ্যপায়ীর সুখে-দুঃখে সমান ভাব। সকল অবস্থাতেই মদের প্রয়োজন। মনকে প্রফুল্ল করিতে, মনের দুঃখ দূর করিতে; মনে কিছুই নাই অর্থা□ কালি নাই, বালি নাই, ময়লা নাই, একেবারে সাদা-সে সময়ও মদের প্রয়োজন। গগনে শুকতারা দেখা গিয়াছে-প্রভাত নিকটে। এজিদের চক্ষে ঘুম

নাই, ক্রমে পেয়ালা পূর্ণ করিতেছে, উদরে ঢালিতেছে। কিছুতেই মন প্রফুল্ল হয় না, আনন্দও জন্মে না-মনের চিন্তাও দূর হয় না। ঐ কথা-ঐ ওমর আলীর নিষ্কৃতির কথা-জয়নালের নিরুদ্দেশের কথা-মধ্যে মধ্যে আবদুল্লাহ্ জেয়াদের খণ্ডিত শিরের কত কথা মনে পড়িতেছে,-পেয়ালা চলিতেছে। ক্রমেই চিন্তার বেগ বৃদ্ধি, পূর্বকথা স্মরণ। প্রথম সূচনা-পরে অনুতাপের সহিত চক্ষে জল। আবার পাত্র পরিপূরণ হইল। এজিদ্ পাত্রহস্তে করিয়া একটু চিন্তার পর উদরে ঢালিল,-জ্বলন্ত হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, মনের গতি মুহূর্তে পরিবর্তন হইল,-মুখে কথা ফুটিল। "কেন হেরিলাম? সে জ□বলন্ত রূপরাশির প্রতি কেন চাইলাম? হায়! হায়!! সেই এক দিন, আর আজ এক দিন! কী প্রমাদ! প্রেমের দায়ে কী না ঘটিল! কত প্রাণ-ছি! ছি! কত প্রাণ বিনাশ হইল! উহুঃ কী কথা মনে পড়িল। সে নিদারুণ কথা কেন এখন মনে হইল! আমি সীমার-রত্ন হারাইয়াছি, অকপটমিত্র জেয়াদ-ধনে বঞ্চিত হইয়াছ□। এখন মারওয়ান, ওত্বে অলীদ এবং ওমর-এই তিন রত্ন জীবিত; কিন্তু শত্রুমুখে বক্ষঃবিস্তারে দাঁড়ায় কে? ওমর বৃদ্ধ, মারওয়ান বাক্চাতুরিতে পটু, বুদ্ধি চালনায় অদ্বিতীয়, অস্ত্রচালনায় একেবারে গণ্ডমূর্খ। বল-ভরসা একমাত্র ওত্বে অলীদ। অলীদেরও পূর্বের ন্যায় বলবিক্রম নাই, মস্হাব কাঙ্কার নামে কম্পমান। কাঙ্কার নাম শুনিলে সে কি আর যুদ্ধে যাইবে? যুদ্ধ কিসের? কার জন্য যুদ্ধ? এ যুদ্ধ করে কে? কি কারণে যুদ্ধ? জয়নাল আবেদীন কোথা-এ কথার উত্তর কি?"

আরো একপাত্র হইল। আবার কোন চিন্তায় মজিল, কে বলিবে? মুখে কথা নাই-নীরব! অগ্নির দাহনকারিতা, জলের শীতলত্ব, প্রস্তরের কাঠিন্য, আর মদের মাদকতা কোথায় যাইবে? আবার সাধ্যাতীত হইলেও সুরা মহাবিষ।

মায়মুনা ও জায়েদার অঙ্গীকার পূর্ণ পর্বোপলক্ষে, পাঠকগণ এজিদের সুরাপান দেখিয়াছেন। সে সময়ে এজিদের চক্ষে জল পড়িয়াছিল, এখন এজিদের চক্ষে জল নাই। বিশাল বিস্ফারিত যুগল চক্ষে এখন আর জল নাই। কিছু যে না-আছে তাহা নহে, তরলতায় বেশি প্রভেদ বোধ হয় নাও থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ণে একেবারে বিপরীত-টক্টকে লাল, জবাফুল পরাস্ত। তাহাতেই বলিতেছি, এজিদের চক্ষে জল নাই। যদি পড়িবার হয়, যদি এজিদের অক্ষিদ্বয় হইতে এইক্ষণে কিছু পড়িবার থাকে, তবে কী পড়িবে? সে রক্তজবা সদৃশ লাল চক্ষু হইতে এইক্ষণে কী পড়িবে? না-না-না, সে জল নহে! যে দুই-এক ফোঁটা পড়িবে সেই দুই-এক ফোঁটা জল নহে। জল হইবার কথা নহে। মর্মাঘাতের আঘাতিত স্থানের বিকৃত শোণিত-ধার, মর্মাঘাতের ক্ষত স্থানের রক্তের ধার দুই চক্ষু ফাটিয়া পড়িবে! জগ∏ দেখিবে, এজিদের চক্ষে জল পড়ে নাই। এজিদ্ও দেখিবে তাহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হয় নাই-সে বিশাল নেত্রযুগল হইতে আজ জলধারা প্রবাহিত হয় নাই। হৃদয়ের বিকৃত শোণিত-ধার

চক্ষু দ্বারে বহির্গত হইয়া, সে পাপ-তাপ অংশের তেজ কথঞ্চি￼ পরিমাণ হ্রাস বোধ জন্মাইবার জন্যই বোধ হয়, যদি পড়িতে হয়, দুই-এক ফোঁটা পড়িবে। বিশাল বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় ঘোর রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, চক্ষু তারা লোহিত সাগরে হাবুডুবু খেলিতেছে। আজ অপাত্রের হস্তে পাত্র উঠিয়াছে। সুরপ্রিয় অনন্তসুধা মূর্খ হস্তে পড়িয়া মহাবিষে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। আবার পেয়ালা পূর্ণ হইল। চক্ষের পলকে চক্ষুদ্বয় আরো লোহিত হইল। মস্তক অপেক্ষাকৃত ভারী, পদদ্বয় বেঠিক। মানসিক ভাব বিলীন, পশুভাব জাগ্রত। বাক্শক্তির শক্তি বৃদ্ধি, কিন্তু অযৌক্তিক-অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গতভাবেই পূর্ণ-মনে মুখে এক।

এজিদ্ বলিতেছে-সুরাপূর্ণ পেয়ালা হস্তে করিয়া বারবার পেয়ালার দিকে চাহিতেছে আর বলিতেছে, "এ স্বর্গীয় সুরা ধরাধামে কে আনিল? এ যন্ত্রণা নিবারক, মনোদুঃখাপহারক, মনস্তাপ-বিনাশক, প্রেমভাব উত্তেজক, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপক, ষড়রিপু সংহারক, নবরস উদ্দীপক, দেহকান্তি পরিবর্ধক, কন্ঠস্বর প্রকাশক, এই নবগুণ বিশিষ্ট অমৃত ধরাধ￼মে কে আনিল? মরি মরি! আহা মরি মরি! এ স্বর্গীয় অমৃত ধরাধামে কে আনিল? অহো করুণা! অহো দয়া! কথা বলিব? মনের কথা বলিব, সত্য কথা বলিব?

পরিপূর্ণ পাত্র আবার মুখে উঠিল, গলাধঃ হইল, জ্বলিতে জ্বলিতে পাকযন্ত্র পর্যন্ত যাইল, তখনই শেষ-পাত্রের শেষ। এজিদ মত্ততায় অধীর হইয়া মনের কপাট খুলিয়া দিয়াছে, অকপটে মনের কথা প্রকাশ করিয়া দশজনকে শুনাইতেছে। "আজ উচিত পথে চলিবে। সীমার মরিয়াছে, ভালই হইয়াছে। বেশ হইয়াছে, (হস্তের উপর হস্ত সজোরে আঘাত করিয়া) বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল পাইয়াছে। হোসেন আমার শত্রু, (তেজের সহিত) তা'র কী? সীমারের কী? রে পাষণ্ড সীমার! তোর কী? তুই তাহার মাথা কাটিলি কেন? যে ব্যক্তি টাকার লোভে মানুষের মাথা কাটে, তার ঘাড়ে কি মাথা থাকিবে? (পেয়ালার প্রতি চাহিয়া) তার মাথা কাটা পড়িবে না? জেয়াদ্ গিয়াছে, মন্দ কী? বিশ্বাসঘাতকের ঐরূপ শাস্তি হওয়াই উচিত, যেমন কর্ম তেমনি ফল। আগে করেছ￼, পাছে ভুগেছে, শেষে জাহান্নামে গিয়াছে। এজিদের কি? বাহাদুরি করিয়া শত্রুর হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিল কেন? সে হাতে মরণ নাই, সেই পরম সৌভাগ্য! ও যে বাহরাম নয়, হানিফার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা-আক্কেল আলী। আবার পাত্র-(নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) সৈন্যদের কথা কিছুই নহে। বেতনভোগী চাকর, টাকা দিয়াছি, জীবন লইয়াছি। এজিদের জন্যই আমার মরণ-কেন জয়নাবকে এজিদ্ চক্ষু তুলিয়া দেখিল? কেন আবদুল জাব্বারকে প্রতারণা করিল? কেন মাবিয়ার বাক্য উপেক্ষা করিল? কেন নিরপরাধে মোস্‌লেমকে হত্যা করিল? কেন হাসানকে বিষপান করাইল? যে আমায় ভালবাসিল না, যে জয়নাব এজিদকে ভালবাসিল না, এজিদ তাহার জন্য এত করিল কেন? স্ত্রী-হস্তে স্বামী বধ! মানিলাম, এজিদের মনে ইহকাল ও পরকাল আগুন

জ্বালাইয়া হাসান জয়নাব লাভ করিয়াছিল। হাসান মরিয়া গেল, এজিদের মনের আগুন জ্বলিতে থাকিল। জ্বলুক, আরো পুড়ুক জ্বলুক, শাস্তি ভোগ করুক। কিন্তু হোসেন কে? নিরাশ্রয়ক আশ্রয় দিয়াছিল, যত্নে রাখিয়াছিল। ছি! ছি! তাহারই জন্য সমর! ছি! ছি! তাহারই জন্য কারবালায় রক্তপাত। তাহাতেই-বা কী হইল? জয়নাব সেই প্রথম দর্শনেই এজিদকে যে চক্ষে দেখিয়াছিল আজিও সেই চক্ষে দেখিয়া থাকে, লাভের মধ্যে বেশির ভাগ ঘৃণা। থাক্-ও-কথা থাক্। হানিফার অপরাধ? আম তাহার মাথা কাটিতে চাহি কেন? তওবা! তওবা! আমি কেন তাহার প্রাণ লইতে চাহি! আর একটি কথা বড় মূল্যবান্, এজিদের বন্দিগৃহে জয়নাল আবেদীন নাই। থাকিবে কেন? সে সিংহশাবক শৃগালের কুটীরে থাকিবে কেন? সে বীরের বেটা বীর, তীর না ছুঁড়িয়া থাকিবে কেন?"

এমন সময় সেনাপতি ওমর আসিয় করজোড়ে বলিল, "বাদশা নামদার! প্রহরিগণ বলিতেছে, নিশীথ সময় প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ওত্বে অলীদ ছদ্মবেশে শিবির হইতে বহির্গত হইয়াছেন। রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল, তাঁহারা এখনো শিবিরে আসিলেন না। সন্ধানী অনুচরেরাও কোন সন্ধান করিতে পারে নাই, বোধ হয় তাঁহাদের কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে।"

এজিদ্ প্রসন্নমুখে, জড়িত রসনায়, আরক্তিম লোচনে বলিল, "পরকে-উঃ-পরকে ঠকাইতে গিয়াছিলেন, নিজেই ঠকিয়াছেন। আপনিও তো সেনাপতি। বলুন তো, ছলচাতুরি করিয়া কে কয়দিন বাঁচিয়াছে? সেনাপতি মহাশয়! একথা নিশ্চয় যে, তেজশূন্য শরীর, বলশূন্য হস ত, সাহসশূন্য বক্ষ, বুদ্ধিশূন্য মজ্জা, ইহারাই সম্মুখ সমরে ভীত হইয়া ছদ্মবেশে চোরের ন্যায় শত্রুগৃহে প্রবেশ করে এবং শৃগালের ন্যায় শঠতা করিয়া কার্যোদ্ধারের পথ দেখে। ওমর! ভয় কি? কোন চিন্তা করিয়ো না। নিশাও শেষ, যুদ্ধের শেষ-আমারও শেষ। আর যাহার যাহার শেষ তাহাও বুঝিতে পার। তাই বলিয়া দামেস্করাজ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন না। বিন্দুপরিমাণ শোণিত থাকিতে দামেস্করাজ নিরাশ হইবেন না। মারওয়ান মারা গিয়াছে-ক্ষতি কি? তুমিই সেনাপতি; যদি মারওয়ান যমপুরী না গিয়া থাকে ভালই, উভয়েই সেনাপতি-উভয়েই মন্ত্রী। যুদ্ধনিশান উড়াইয়া দাও, রণবাদ্য বাজিতে থাকুক। মারওয়ান-অলীদ শিবিরে আসিলেও যুদ্ধ, না-আসিলেও যুদ্ধ। দেখ ওমর! তুমি নামমাত্র সেনাপতি, আজ মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রা করিবেন! চিন্তা কী?"

অকস্মা ভেরী বাজিয়া উঠিল। এজিদ্-শিবিরে যাহারা জাগিয়াছিল, তাহারা শুনিল, ভেরী বাজাইয়া বলিতেছে, "শিবিরে রক্ষকদের কৌশলে আজ নিশীথ সময়ে তিনজন লোক ধৃত হইয়া মোহাম্মদ হানিফার শিবিরে নজরবন্দি মতে কয়েদ আছে! যদি কাহারো ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিলে ভিক্ষাস্বরূপ আমাদের প্রভু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন।"

শিবিরস্থ সকলেই ঘোষণা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। "আমাদের কেহই নহে! আমাদের শিব□রের তো কোন প্রভু নহে?" এইরূপ কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। এজিদ্ মহামতিও স্বকর্ণে ঘোষণা শুনিল।

ওমর বলিল, "মহারাজ! অনুমানে কী বুঝা যায়?"

"তোমাদের প্রধানমন্ত্রী আর ওত্‌বে অলীদ।"

"তবে তিনজনের কথা কেন?"

"বোধ হয় মন্ত্রীবরের সহিত কোন সেনা গিয়া থাকিবে, কি শিবিরের অন□য কেহ হইবে। কী চম∏ কার বুদ্ধি। হানিফার নিকট আমি ভিক্ষা করিব, ধিক্ এজিদে! অমন সহস্র মারওয়ান বন্দি হইলেও এজিদ্ কাহারো নিকট ভিক্ষা করিবে না। আমি প্রস্তুত, কেবল অস্ত্রধারণ করিতে বিলম্ব। ওমর! তুমি সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া এক শ্রেণীতে সমুদয় সৈন্য দণ্ডায়মান করাইয়া দাও। আজ হানিফার প্রাণবধ না করিয়া ছাড়িব না। এখনই যুদ্ধ নিশান উড়াইয়া রণভেরী বাজাইয়া দাও।"

ওমর অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। "কেবল অস্ত্র লইতে বিলম্ব"-এই বলিয়া এজিদ্ ওমরকে বিদায় করিল। কিন্তু সুরার মোহিনীশক্তিতে তাহাকে শয্যায় শায়িত করিল! সুরে! আজ অপাত্রের হস্তে পড়িয়া দুর্নামের ভাগী হইলে, কুখ্যাতির ধ্বজা উড়াইয়া দিলে, অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া ভদ্র সমাজে অস্পৃশ্য হইলে, দশ বার বলিব, তোমারই কল্যাণে, তোমারই কুহকে, মহারাজ এজিদ্ যুদ্ধসাজে সজ্জিত না হইয়া শয্যাশায়ী হইল। যুদ্ধের আয়োজনই বা কী চম∏ কার! সুরে! তোমারই প্রসাদে আজ এজিদের এই দশা! তুমি দূর হও, বীরের অন্তর হইতে দূর হও, জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর হৃদয় হইতে দূর হও-সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষীর চিত্ত হইতে দূর হও, সংসারীর নয়নপথ হইতে দূর হও-দূর হও-তুমি দূর হও! জগ∏ হইতে দূর হও।"

ঊনত্রিংশ প্রবাহ

মদ্যপায়ীর সুখে-দুঃখে সমান ভাব। সকল অবস্থাতেই মদের প্রয়োজন। মনকে প্রফুল্ল করিতে, মনের দুঃখ দূর করিতে; মনে কিছুই নাই অর্থা∏ কালি নাই, বালি নাই, ময়লা নাই, একেবারে সাদা-সে সময়ও মদের প্রয়োজন। গগনে শুকতারা দেখা গিয়াছে-প্রভাত নিকটে। এজিদের চক্ষে ঘুম নাই, ক্রমে পেয়ালা পূর্ণ করিতেছে, উদরে ঢালিতেছে। কিছুতেই মন প্রফুল্ল হয় না, আনন্দও জন্মে

না-মনের চিন্তাও দূর হয় না। ঐ কথা-ঐ ওমর আলীর নিষ্কৃতির কথা-জয়নালের নিরুদ্দেশের কথা-মধ্যে মধ্যে আবদুল্লাহ্ জেয়াদের খণ্ডিত শিরের কত কথা মনে পড়িতেছে,-পেয়ালা চলিতেছে। ক্রমেই চিন্তার বেগ বৃদ্ধি, পূর্বকথা স্মরণ। প্রথম সূচনা-পরে অনুতাপের সহিত চক্ষে জল। আবার পাত্র পরিপূর্ণ হইল। এজিদ্ পাত্রহস্তে করিয়া একটু চিন্তার পর উদরে ঢালিল,-জ্বলন্ত হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, মনের গতি মুহূর্তে পরিবর্তন হইল,-মুখে কথা ফুটিল। "কেন হেরিলাম? সে জ্বলন্ত রূপরাশির প্রতি কেন চাইলাম? হায়! হায়!! সেই এক দিন, আর আজ এক দিন! কী প্রমাদ! প্রেমের দায়ে কী না ঘটিল! কত প্রাণ-ছি! ছি! কত প্রাণ বিনাশ হইল! উহুঃ কী কথা মনে পড়িল। সে নিদারুণ কথা কেন এখন মনে হইল! আমি সীমার-রত্ন হারাইয়াছি, অকপটমিত্র জেয়াদ-ধনে বঞ্চিত হইয়াছি। এখন মারওয়ান, ওত্‌বে অলীদ এবং ওমর-এই তিন রত্ন জীবিত; কিন্তু শত্রুমুখে বক্ষঃবিস্তারে দাঁড়ায় কে? ওমর বৃদ্ধ, মারওয়ান বাক্‌চাতুরিতে পটু, বুদ্ধি চালনায় অদ্বিতীয়, অস্ত্রচালনায় একেবারে গণ্ডমূর্খ। বল-ভরসা একমাত্র ওত্‌বে অলীদ। অলীদেরও পূর্বের ন্যায় বলবিক্রম নাই, মস্‌হাব কাঙ্কার নামে কম্পমান। কাঙ্কার নাম শুনিলে সে কি আর যুদ্ধে যাইবে? যুদ্ধ কিসের? কার জন্য যুদ্ধ? এ যুদ্ধ করে কে? কি কারণে যুদ্ধ? জয়নাল আবেদীন কোথা-এ কথার উত্তর কি?"

আরো একপাত্র হইল। আবার কোন চিন্তায় মজিল, কে বলিবে? মুখে কথা নাই-নীরব! অগ্নির দাহনকারিতা, জলের শীতলত্ব, প্রস্তরের কাঠিন্য, আর মদের মাদকতা কোথায় যাইবে? আবার সাধ্যাতীত হইলেও সুরা মহাবিষ।

মায়মুনা ও জায়েদার অঙ্গীকার পূর্ণ পর্বোপলক্ষে, পাঠকগণ এজিদের সুরাপান দেখিয়াছেন। সে সময়ে এজিদের চক্ষে জল পড়িয়াছিল, এখন এজিদের চক্ষে জল নাই। বিশাল বিস্ফারিত যুগল চক্ষ□ এখন আর জল নাই। কিছু যে না-আছে তাহা নহে, তরলতায় বেশি প্রভেদ বোধ হয় নাও থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ণে একেবারে বিপরীত-টক্‌টকে লাল, জবাফুল পরাস্ত। তাহাতেই বলিতেছি, এজিদের চক্ষে জল নাই। যদি পড়িবার হয়, যদি এজিদের অক্ষিদ্বয় হইতে এইক্ষণে কিছু পড়িবার থাকে, তবে কী পড়িবে? সে রক্তজবা সদৃশ লাল চক্ষু হইতে এইক্ষণে কী পড়িবে? না-না-না, সে জল নহে! যে দুই-এক ফোঁটা পড়িবে সেই দুই-এক ফোঁটা জল নহে। জল হইবার কথা নহে। মর্মাঘাতের আঘাতিত স্থানের বিকৃত শোণিত-ধার, মর্মাঘাতের ক্ষত স্থানের রক্তের ধার দুই চক্ষু ফাটিয়া পড়িবে! জগ∏ দেখিবে, এজিদের চক্ষে জল পড়ে নাই। এজিদ্‌ও দেখিবে তাহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হয় নাই-সে বিশাল নেত্রযুগল হইতে আজ জলধারা প্রবাহিত হয় নাই। হৃদয়ের বিকৃত শোণিত-ধার চক্ষু দ্বারে বহির্গত হইয়া, সে পাপ-তাপ অংশের তেজ কথঞ্চি∏ পরিমাণ হ্রাস বোধ জন্মাইবার জন্যই বোধ হয়, যদি পড়িতে হয়, দ□ই-এক ফোঁটা পড়িবে। বিশাল বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় ঘোর

রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, চক্ষু তারা লোহিত সাগরে হাবুডুবু খেলিতেছে। আজ অপাত্রের হস্তে পাত্র উঠিয়াছে। সুরপ্রিয় অনন্তসুধা মূর্খ হস্তে পড়িয়া মহাবিষে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। আবার পেয়ালা পূর্ণ হইল। চক্ষের পলকে চক্ষুদ্বয় আরো লোহিত হইল। মস্তক অপেক্ষাকৃত ভারী, পদদ্বয় বেঠিক। মানসিক ভাব বিলীন, পশুভাব জাগ্রত। বাক্‌শক্তির শক্তি বৃদ্ধি, কিন্তু অযৌক্তিক-অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গতভাবেই পূর্ণ-মনে মুখে এক।

এজিদ্ বলিতেছে-সুরাপূর্ণ পেয়ালা হস্তে করিয়া বারবার পেয়ালার দিকে চাহিতেছে আর বলিতেছে, "এ স্বর্গীয় সুরা ধরাধামে কে আনিল? এ যন্ত্রণা নিবারক, মনোদুঃখাপহারক, মনস্তাপ-বিনাশক, প্রেমভাব উত্তেজক, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপক, ষড়রিপু সংহারক, নবরস উদ্দীপক, দেহকান্তি পরিবর্ধক, কণ্ঠস্বর প্রকাশক, এই নবগুণ বিশিষ্ট অমৃত ধরাধামে কে আনিল? মরি মরি! আহা মরি মরি! এ স্বর্গীয় অমৃত ধরাধামে কে আনিল? অহো করুণা! অহো দয়া! কথা বলিব? মনের কথা বলিব, সত্য কথা বলিব?

পরিপূর্ণ পাত্র আবার মুখে উঠিল, গলাধঃ হইল, জ্বলিতে জ্বলিতে পাকযন্ত্র পর্যন্ত যাইল, তখনই শেষ-পাত্রের শেষ। এজিদ মত্ততায় অধীর হইয়া মনের কপাট খুলিয়া দিয়াছে, অকপটে মনের কথা প্রকাশ করিয়া দশজনকে শুনাইতেছে। "আজ উচিত পথে চলিবে। সীমার মরিয়াছে, ভালই হইয়াছে। বেশ হইয়াছে, (হস্তের উপর হস্ত সজোরে আঘাত করিয়া) বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল পাইয়াছে। হোসেন আমার শত্রু, (তেজের সহিত) তা'র কী? সীমারের কী? রে পাষণ্ড সীমার! তোর কী? তুই তাহার মাথা কাটিলি কেন? যে ব্যক্তি টাকার লোভে মানুষের মাথা কাটে, তার ঘাড়ে কি মাথা থাকিবে? (পেয়ালার প্রতি চাহিয়া) তার মাথা কাটা পড়িবে না? জেয়াদ্ গিয়াছে, মন্দ কী? বিশ্বাসঘাতকের ঐরূপ শাস্তি হওয়াই উচিত, যেমন কর্ম তেমনি ফল। আগে করেছে, পাছে ভুগেছে, শেষে জাহান্নামে গিয়াছে। এজিদের কি? বাহাদুরি করিয়া শত্রুর হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিল কেন? সে হাতে মরণ নাই, সেই পরম সৌভাগ্য! ও যে বাহরাম নয়, হানিফার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা-আক্কেল আলী। আবার পাত্র-(নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) সৈন্যদের কথা কিছুই নহে। বেতনভোগী চাকর, টাকা দিয়াছি, জীবন লইয়াছি। এজিদের জন্যই আমার মরণ-কেন জয়নাবকে এজিদ্ চক্ষু তুলিয়া দেখিল? কেন আবদুল জাব্বারকে প্রতারণা করিল? কেন মাবিয়ার বাক্য উপেক্ষা করিল? কেন নিরপরাধে মোস্‌লেমকে হত্যা করিল? কেন হাসানকে বিষপান করাইল? যে আমায় ভালবাসিল না, যে জয়নাব এজিদকে ভালবাসিল না, এজিদ তাহার জন্য এত করিল কেন? স্ত্রী-হস্তে স্বামী বধ! মানিলাম, এজিদের মনে ইহকাল ও পরকাল আগুন জ্বালাইয়া হাসান জয়নাব লাভ করিয়াছিল। হাসান মরিয়া গেল, এজিদের মনের আগুন জ্বলিতে থাকিল। জ্বলুক, আরো পুড়ুক জ্বলুক, শাস্তি ভোগ করুক। কিন্তু হোসেন কে? নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছিল,

যত্নে রাখিয়াছিল। ছি! ছি! তাহারই জন্য সমর! ছি! ছি! তাহারই জন্য কারবালায় রক্তপাত। তাহাতেই-বা কী হইল? জয়নাব সেই প্রথম দর্শনেই এজিদকে যে চক্ষে দেখিয়াছিল আজিও সেই চক্ষে দেখিয়া থাকে, লাভের মধ্য বেশির ভাগ ঘৃণা। থাক্-ও-কথা থাক্। হানিফার অপরাধ? আমি তাহার মাথা কাটিতে চাহি কেন? তওবা! তওবা! আমি কেন তাহার প্রাণ লইতে চাহি! আর একটি কথা বড় মূল্যবান্, এজিদের বন্দিগৃহে জয়নাল আবেদীন নাই। থাকিবে কেন? সে সিংহশাবক শৃগালের কুটীরে থাকিবে কেন? সে বীরের বেটা বীর, তীর না ছুঁড়িয়া থাকিবে কেন?"

এমন সময় সেনাপতি ওমর আসিয়া করজোড়ে বলিল, "বাদশা নামদার! প্রহরিগণ বলিতেছে, নিশীথ সময় প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ওত্‌বে অলীদ ছদ্মবেশে শিবির হইতে বহির্গত হইয়াছেন। রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল, তাঁহারা এখনো শিবিরে আসিলেন না। সন্ধানী অনুচরেরাও কোন সন্ধান করিতে পারে নাই, বোধ হয় তাঁহাদের কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে।"

এজিদ্ প্রসন্নমুখে, জড়িত রসনায়, আরক্তিম লোচনে বলিল, "পরকে-উঃ-পরকে ঠকাইতে গিয়াছিলেন, নিজেই ঠকিয়াছেন। আপনিও তো সেনাপতি। বলুন তো, ছলচাতুরি করিয়া কে কয়দিন বাঁচিয়াছে? সেনাপতি মহাশয়! একথা নিশ্চয় যে, তেজশূন্য শরীর, বলশূন্য হস্ত, সাহসশূন্য বক্ষ, বুদ্ধিশূন্য মজ্জা, ইহারাই সম্মুখ সমরে ভীত হইয়া ছদ্মবেশে চোরের ন্যায় শত্রুগৃহে প্রবেশ করে এবং শৃগালের ন্যায় শঠতা করিয়া কার্যোদ্ধারের পথ দেখে। ওমর! ভয় কি? কোন চিন্তা করিয়ো না। নিশাও শেষ, যুদ্ধের শেষ-আমারও শেষ। আর যাহার যাহার শেষ তাহাও বুঝিতে পার। তাই বলিয়া দামেস্করাজ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন না। বিন্দুপরিমাণ শোণিত থাকিতে দামেস্করাজ নিরাশ হইবেন না। মারওয়ান মারা গিয়াছে-ক্ষতি কি? তুমিই সেনাপতি; যদি মারওয়ান যমপুরী না গিয়া থাকে ভালই, উভয়েই সেনাপত -উভয়েই মন্ত্রী। যুদ্ধনিশান উড়াইয়া দাও, রণবাদ্য বাজিতে থাকুক। মারওয়ান-অলীদ শিবিরে আসিলেও যুদ্ধ, না-আসিলেও যুদ্ধ। দেখ ওমর! তুমি নামমাত্র সেনাপতি, আজ মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রা করিবেন! চিন্তা কী?"

অকস্মা ভেরী বাজিয়া উঠিল। এজিদ্-শিবিরে যাহারা জাগিয়াছিল, তাহারা শুনিল, ভেরী বাজাইয়া বলিতেছে, "শিবিরে রক্ষকদের কৌশলে আজ নিশীথ সময়ে তিনজন লোক ধৃত হইয়া মোহাম্মদ হানিফার শিবিরে নজরবন্দি মতে কয়েদ আছে! যদি কাহারো ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিলে ভিক্ষাস্বরূপ আমাদের প্রভু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন।"

শিবিরস্থ সকলেই ঘোষণা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। "আমাদের কেহই নহে! আমাদের শিবিরের তো কোন প্রভু নহে?" এইরূপ কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। এজিদ্ মহামতিও স্বকর্ণে ঘোষণা শুনিল।

ওমর বলিল, "মহারাজ! অনুমানে কী বুঝা যায়?"

"তোমাদের প্রধানমন্ত্রী আর ওত্‌বে অলীদ।"

"তবে তিনজনের কথা কেন?"

"বোধ হয় মন্ত্রীবরের সহিত কোন সেনা গিয়া থাকিবে, কি শিবিরের অন্য কেহ হইবে। কী চম্‌ কার বুদ্ধি। হানিফার নিকট আমি ভিক্ষা করিব, ধিক্ এজিদে! অমন সহস্র মারওয়ান বন্দি হইলেও এজিদ্ কাহারো নিকট ভিক্ষা করিবে না। আমি প্রস্তুত, কেবল অস্ত্রধারণ করিতে বিলম্ব। ওমর! তুমি সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া এক শ্রেণীতে সমুদয় সৈন্য দণ্ডায়মান করাইয়া দাও। আজ হানিফার প্রাণবধ না করিয়া ছাড়িব না। এখনই যুদ্ধ নিশান উড়াইয়া রণভেরী বাজাইয়া দাও।"

ওমর অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। "কেবল অস্ত্র লইতে বিলম্ব"-এই বলিয়া এজিদ্ ওমরকে বিদায় করিল। কিন্তু সুরার মোহিনীশক্তিতে তাহাকে শয্যায় শায়িত করিল! সুরে! আজ অপাত্রের হস্তে পড়িয়া দুর্নামের ভাগী হইলে, কুখ্যাতির ধ্বজা উড়াইয়া দিলে, অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া ভদ্র সমাজে অস্পৃশ্য হইলে, দশ বার বলিব, তোমারই কল্যাণে, তোমারই কুহকে, মহারাজ এজিদ্ যুদ্ধসাজে সজ্জিত না হইয়া শয্যাশায়ী হইল। যুদ্ধের আয়োজনই বা কী চম্‌ কার! সুরে! তোমারই প্রসাদে আজ এজিদের এই দশা! তুমি দূর হও, বীরের অন্তর হইতে দূর হও, জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর হৃদয় হইতে দূর হও-সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষীর চিত্ত হইতে দূর হও, সংসারীর নয়নপথ হইতে দূর হও-দূর হও-তুমি দূর হও! জগ্‌ হইতে দূর হও।"

ত্রিংশ প্রবাহ/ ১

তমোময়ী নিশা, কাহাকে হাসাইয়া, কাহাকে কাঁদাইয়া, কাহারো সর্বনাশ করিয়া যাইবার সময় স্বাভাবিক হাসিটুকু হাসিয়া চলিয়া গেল। মোহাম্মদ হানিফার শিবিরে ঈশ্বর উপাসনার ধুম পড়িয়া গেল। নিশার গমন, দিবাকরের আগমন-এই সংযোগ বা শুভসন্ধি সময়ে, সকলের মুখে ঈশ্বরের

নাম-সেই অদ্বিতীয় দয়াল প্রভুর নাম-নূরনবী মোহাম্মদের নাম সহস্র প্রকারে সহস্র মুখে। নিশার ঘটনা, নিশাবসান না-হইতেই গাজী রহমান প্রধান প্রধান যোধ ও মোহাম্মদ হানিফার নিকট আদ্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন। সকলেই বন্দিগণকে দেখিতে সমু□ সুক।
আজ প্রত্যূষেই দরবার আড়ম্বরশূন□য। রাজদরবারে, সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাবে-ভ্রাতৃব্যবহারে-পদগৌরবে কেহই গৌরবান্বিত নহেন-সকলেই ভাই, সকলেই আত্মীয়, সকলেই সমান। ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিলেন। মোহাম্মদ হানিফা, গাজী রহমান, মস্হাব কাক্কা প্রভৃতি এবং প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সকলেই আসিয়া সভায় যোগ দিলেন।

ক্ষণকাল পরে একজন বন্দি সৈন্যবেষ্টিত হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইল।

গাজী রহমান গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "আপনি যেই হউন, মিথ্যা কথা বলিয়া পাপগ্রস্ত হইবেন না, এই আমার প্রার্থনা।"

বন্দি বলিলেন, "আমি মিথ্যা বলিব না।"

"সুখী হইলাম। আপনি কোন্ ধর্মে দীক্ষিত?"

"আমি পৌত্তলিক।"

"আপনার ধর্মে অবশ্যই আপনার বিশ্বাস আছে?"

"বিশ্বাস না থাকিলে ধর্ম কী?"

"মিথ্যা কথা কহা যে মহাপাপ, সকল ধর্মই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বলুন তো? কি উদ্দেশ্যে নিশীথ সময়ে এ শিবির দিকে আসিতেছিলেন?"

"সন্ধান লইতে।"

"কী সন্ধান?"

"শত্রু-শিবিরে যে সন্ধান পাওয়া যায়, সেই-ই ভাল।"

"আপনি কি এজিদ্-পক্ষীয়?"

"আমি দামেস্ক মহারাজের সেনাপতি। আমার নাম ওত্বে অলীদ।"

"ভাল কথা, কিন্তু আমার-"

"আর বলিতে হইবে না, আমি বুঝিয়াছি। আপনার সন্দেহ এখনই দূর করিতেছি। আমরা ছদ্মবেশী হইয়া আসিয়াছিলাম, এই দেখুন-উপরিস্থ এ বসন কৃত্রিম।"

ওত্বে অলীদ কৃত্রিম বসন পরিত্যাগ করিলেন। কারুকার্যখচিত সৈন্যাধ্যক্ষের বেশ-দোলায়মান অসি বাহির হইল। সভাস্থ সকলে স্থির চক্ষে অলীদের আপাদমস্তকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

গাজী রহমান পুনরায় বলিলেন, "আপনি আমাদের মাননীয়। আপনার নাম আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। আপনার অনেক বিষয় আমরা জ্ঞাত আছি। আপনি অতি মহ□ ! সেই মহ□ নাম যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার মত কার্য করিবেন।"

"বলুন! আমি যখন বন্দি, আমার জীবন আপনাদের হস্তে, এ অবস্থায় আমার নিজের কি ক্ষমতা আছে যে তদ্দ্বারা আমি আমার মহত্ব রক্ষা করিব। অলীদ এখন আপনাদের আজ্ঞানুবর্তী, আপনাদের দাস।"

"যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনই দেখিলাম। আপনার জীবন যখন আমাদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন, আর কোন চিন্তা নাই। ঈশ্বর আপনার সেই মহত্ব, সেই মান, সম্ভ্রম, জীবন সকলই রক্ষা করিবেন। আপনি আমাদের সকলের পূজনীয়।"

"আমি ভ্রাতৃভাবে পরাভব স্বীকারে এই তরবারি রাখিলাম। এ জীবনে আপনাদ□র বিনা অনুমতিতে এ হস্তে আর অস্ত্র ধরিব না, এই রাখিলাম!"

অলীদ গাজী রহমানের সম্মুখে অস্ত্র রাখিয়া দিল। গাজী রহমান বিশেষ আগ্রহে ওত্বে অলীদকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সমাদরে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সঙ্গীদ্বয়ের পরিচয় কি?"

"দুইজনের মধ্যে একজন আমার সঙ্গী, অপর একজনকে আমি চিনি না। যিনি আমার সঙ্গী, তাঁহার পরিচয় তিনিই দিবেন। যদি তাঁহার কোন কথায় সন্দেহ হয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি যাহা জানি অবশ্যই বলিব।"

গাজী রহমানের ইঙ্গিতে দ্বিতীয় বন্দি (মারওয়ান) প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল। সভাস্থ সকলের চক্ষু দ্বিতীয় বন্দির প্রতি, বন্দির চক্ষুও সকলের প্রতি। বন্দি চতুর্দিকে চাহিয়া

দেখিল, শান্তভাব; রোষ, ঘৃণা, অবজ্ঞার চিহ্নের নামমাত্র সভায় নাই। পদমর্যাদার গৌরব, ক্ষমতার ন্যূনাধিক্য পরিচ্ছদের জাঁকজমক, উপবেশনের ভেদাভেদ, কিছুমাত্র সভায় নাই। সকলেই এক, সকলেই সমান, সকলেই ভ্রাতা। ভ্রাতৃভাব মূলমন্ত্রে ইহারাই যেন যথার্থ দীক্ষিত। দেখিল সভাস্থ প্রায়ই তাহার অপরিচিত। ক্রমে সকলের চক্ষুর সহিত তাহার চক্ষুর মিলন হইল। আক্কেল আলীর (বাহরাম) প্রতি চক্ষু পড়িতেই রোষের সহিত ঘৃণা, উভয়ে একত্র মিশিয়া চক্ষুকে অন্যদিকে ফিরাইয়া দ□ল। সেদিকে চাহিতেই দেখিল, তাঁহারই প্রিয় সহচর অলীদ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া হানিফার দলে মিশিয়াছেন।

মারওয়ান মনে মনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, "এ কী কথা! বেশ পরিত্যাগ-দলে আদৃত-অস্ত্র সভাতলে-এ কী কথা!"

অলীদের প্রতি বারবার চাহিতে লাগিল। কিন্তু বীরবরের বিশাল চক্ষু অন্যদিকে,-সে চক্ষু মারওয়ানের মুখ আর দেখিতে ইচ্ছা করিল না। মারওয়ান কি করিবে, কোন উপায় নাই, যেদিকে দৃষ্টি করে, সেইদিকেই সহস্র প্রহরী। সেইদিকেই সহস্র শাণিত অস্ত্রের চাক্চিক্য!
মনে মনে বলিল, "তবে কি আর শিবিরে যাইতে পারিলাম না? তবে কি আর মহারাজের সহিত দেখা হইল না? হায়! হায়! তবে কি দামেস্কের স্বাধীনতা-"

মারওয়ানের মনের কথা শেষ না-হইতেই গাজী রহমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কোন্ ধর্মাবলম্বী?"

"ধর্মের পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন কি?"

"প্রয়োজন এমন কিছু নহে, তবে মোহাম্মদীয় হইলে আপনি অবধ্য, সহস্র প্রকারে আমাদের অনিষ্ট-চেষ□টা করিলেও আপনি ভ্রাতা-এক প্রাণ,-এক আত্মা, এক হৃদয়।"

"আমি মোহাম্মদের শিষ্য।"

"মিথ্যা কথায় কী পাপ তাহা বোধ হয় আপনার অজানা নাই; ধর্মমাত্রই মিথ্যার বিরোধী।"

"বিরোধী বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষার জন্য বিধিও আছে।"

"তবে কি আপনি প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলিবেন?"

"আমি মিথ্যা বলিব না। বিধি আছে, তাহাই বলিলাম।"

"বলুন, আপনি কে? আর কী কারণে রাত্রে শিবিরে আসিতেছিলেন?"

"আমি পথিক, চাকুরির আশায় আপনাদের নিকট আসিতেছিলাম।"

"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

"আমি মস্কাট হইতে আসিতেছি।"

"আপনার সঙ্গে যাঁহারা ধৃত হইয়াছেন, তাঁহারা কি আপনার সঙ্গী?"

"আমার সঙ্গী কেহ নাই, আমি তাহাদিগকে চিনি না।"

"এ কী কথা! অলীদ মহামতি কী মিথ্যা কথা বলিয়াছেন?"

"প্রাণ বাঁচাইতে কে-না মিথ্যা বলিয়া থাকে? আমি অলীদকে চিনি না। আমার পূর্বে যদি কেহ কোন কথা বলিয়া থাকেন, তবে তাহার কথাই যে সম্পূর্ণ সত্য, এ-কথা আপনাকে কে বলিল? এ বিশ্বাস আপনার কিসে জন্মিল?"

"কিসে যে তাঁহার কথায় বিশ্বাস জন্মিল, সে-কথা শুনিয়া আপনার প্রয়োজন নাই; কিন্তু আপনার কথায় আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। এখনই আপনাকে সত্য-মিথ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে পারি। কিন্তু তৃতীয় বন্দির কথা না শুনিয়া কিছু বলিব না। অনর্থক আমাদের অস্থির মনকে ভ্রমপথে লইয়া যাইবেন না।"

"আমি ভ্রমপথে লইতেছি না। আপনারা নিজে ভ্রম-কূপে পড়িয়াছেন।"

"সে সত্য, কিন্তু একটি মিথ্যাকে সত্য করিয়া পরিচয় দিতে সাতটি মিথ্যার প্রয়োজন। তাহাতেও শ্রোতার মনের সন্দেহ দূর হয় কি-না সন্দেহ। আপনার পরিচয় জানিতে আমাদের বেশি আয়াস আবশ্যক করিবে না, তবে তৃতীয় বন্দির কথা না শুনিয়া আপনাকে আর কিছুই বলিব না। কিন্তু আপনার প্রতি আমার বিশেষ সন্দেহ হইয়াছে।"

এই কথা বলিয়া ইঙ্গিত করিতেই প্রহরিগণ কঠিন বন্ধনে মারওয়ানের হস্তদ্বয় তখনই বন্ধন করিল। গাজী রহমান পুনরায় বলিলেন, "তৃতীয় বন্দিকে বিশেষ স□বধান ও সতর্ক হইয়া আনিবে, ক্রমেই সন্দেহের কারণ হইতেছে।"

সভামধ্য হইতে ওমর আলী বলিতে লাগিলেন, "মন্ত্রিবর! বন্দির আকার-প্রকার কথার স্বরে আমি চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু বেশের পরিবর্তে একটু সন্দেহ হইয়াছে মাত্র। বন্দির গাত্রের বসন উন্মোচন করিতে আজ্ঞা করুন। আমার নিশ□চয় বোধ হইতেছে, এই বন্দি এজিদের প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান। কাল অনেকক্ষণ পর্যন্ত ইহার সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে, হাসি-তামাশা করিতে বাকি রাখি নাই।"

গাজী রহমানের ইঙ্গিতে প্রহরিগণ মারওয়ানের সেই ছদ্মবেশ উন্মোচন করিতেই মহামূল্য মণিমুক্তাখচিত বেশের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। ওমর আলী, আক্কেল আলী (বাহরাম) প্রভৃতি যাঁহারা বিশেষরূপে মারওয়ানকে চিনিতেন, তাঁহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন-"মারওয়ান!-এই সেই মারওয়ান!"

গাজী রহমান বলিলেন, "কী ঘৃণার কথা! সর্বশ্রেষ্ঠ সচিবের এই দশা! মারওয়ানের মন এত নীচ, বড়ই দুঃখের বিষয়। ইহার সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথা বলিলেন না। দেখি, তৃতীয় বন্দির সত্যবাদিতা এবং এই মারওয়ান সম্বন্ধে তিনিই-বা কি জানেন। এইক্ষণে ইহাকে সভার এক প্রান্তে বিশেষ সতর্কভাবে রাখিতে হইবে।"

মন্ত্রীবরের আদেশে মারওয়ান বন্ধনদশায় প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া, সভার এক প্রান্তে রহিল।

এদিকে তৃতীয় বন্দি সভায় উপস্থিত হইল। সে কাহারো প্রতি দৃষ্টি করিল না। প্রহরিগণ যেদিকে লইয়া চলিল, সে সেইদিকে ঈশ্বরের নাম লইয়া চলিল। প্রহরিগণ গাজী রহমানের সম্মুখে লইয়া উপস্থিত করিল।

জয়নাল আবেদীনকে দেখিয়া দরবারের যাবতীয় লোকের মনে যে এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, সে ভাবের কথা কে বলিব□? সে কথা কে মুখে আনিবে? শত্রুর জন্য মন আকুল, একথা কে বলিবে? সকলের মনে ঐ ভাব-ঐ স্নেহপূর্ণ পবিত্র ভাব-কিন্তু মনের কথা মন খুলিয়া মুখে বলিতে কেহই সাহসী হইলেন না। মোহাম্মদ হানিফা জয়নালের মুখাকৃতি স্থিরনয়নে দেখিতে লাগিলেন। কত কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। বন্দির মুখাকৃতি, শরীরের গঠন দেখিয়া ভ্রাতৃবর হোসেনের কথা মনে পড়িল। জয়নালের নাম হৃদয়ে জ্বলন্তভাবে জাগিতে লাগিল।

গাজী রহমান বিশেষ ভদ্রতার সহিত বলিলেন, "আপনার পরিচয় দিয়া আমাদের মনের ভ্রান্তি দূর করুন।"

জয়নাল আবেদীন সভাস্থ সকলকে অভিবাদন করিয়া বিনয় বচনে বলিতে লাগিলেন, "আম□র পরিচয়ের জন্য আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। আমার প্রার্থনা যে, আর দুইজন যাঁহারা আমার সঙ্গে ধৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই স্থানে আনিতে অনুমতি করুন।"

গাজী রহমান একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বন্দিদ্বয় এই সভা মধ্যেই আছেন। তাঁহাদিগকে আপনার কি প্রয়োজন, তাহা স্পষ্টভাবে বল□তে হইবে।"

"আমার প্রয়োজন অনেক। তবে গত রাত্রে আমার সহিত যখন তাঁহাদের দেখা হয়, তখন একজনকে আমি বিশেষরূপে চিনিয়াছি। কিন্তু রাত্রের দেখা, তাহাতেই কিছু সন্দেহ আছে।"

"তবে কি আপনি তাঁহাদের সঙ্গী নহেন?"

"আমি কাহারো সঙ্গী নহি, আমি নিরাশ্রয়।"

গাজী রহমান অঙ্গুলি দ্বার□ অলীদকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখুন ঐ এক বন্দি।"

জয়নাল আবেদীন ওত্বে অলীদকে কার্বালার প্রান্তরে দেখিয়াছিলেন মাত্র; তাহাকে বিশেষরূপে চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমি ইহাকে ভালরূপে চিনিতে পারিলাম না। আমি যে পাপাত্মা জাহান্নামীর কথা বলিয়াছি, নিশীথ সময়ে সেই প্রস্তর-খণ্ডের নিকট যাহাকে দেখিয়াছি-চাকুরি করিতে যে মদিনা হইতে দামেস্কে আসিতেছে, তাহাও শুনিয়াছি-তাহাকেই আমার বেশি প্রয়োজন।"

গাজী রহমানের আদেশে প্রহরিগণ বন্ধন অবস্থায় মারওয়ানকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিল।

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "রে পামর! তোকে গত নিশীথেই চিনিয়াছিলাম। চিনিয়া কি করিব, আমি নিরস্ত্র!"

মারওয়ান বন্দি অবস্থাতেই বলিল, "আমি সশস্ত্র থাকিলেই-বা কী করিলাম! কী ভ্রম! কী ভ্রম! সুযোগ-সুবিধা মত তোমাকে পাইয়াও যখন আমার এই দশা, তখন আর আশা কি? কি ভ্রম!!"

"আরে নরাধম! ঈশ্বর কী না করিতে পারেন, তাঁহার ক্ষমতা তুই কি বুঝব□ পামর?"

"আমি বুঝি বা না-বুঝি মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। যদি চিনিতাম, যে তুমিই-"

সভাস্থ সকলে মহা চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিতেই, গোলযোগের সম্ভাবনা দেখিয়া জয়নাল আবেদীন বলিতে লাগিলেন, "সভাস্থ মহোদয়গণ! আমার পরিচয়-"

"আমার পরিচয়"-এই দুইটি শব্দ জয়নালের মুখ হইতে বহির্গত হইতেই সকলে নীরব হইলেন। সকলেই সমু□ সুকে জয়নালের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

জয়নাল বলিলেন, "আমরা এক সময়ে বন্দি-অথচ পরস্পর শত্রুভাব। ইহা কম আশ্চর্যের কথা নহে। অগ্রে এই পাপাত্মার পরিচয় দিয়া শেষে আমার কথা বলিতেছি। ইহার নাম জগ□ রাষ্ট্র। এই পাপাত্মার মন্ত্রণাতেই মহাত্মা হাসানবংশ একেবারে বিনাশ। প্রভু হোসেনের বংশও সমূলে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন। সে কথা এই দুরাচার নিজমুখে স্বীকার করিয়াছে। 'কী ভ্রম! কী ভ্রম!' ঐ ভ্রমই মঙ্গলের মূল কারণ। এই নরাধমই সকল ঘটনার মূল। সেই সকল সাংঘাতিক ঘটনার বিষয় যাহা আমি মাতার নিকট শুনিয়াছি, আর যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সংক্ষেপে বলিতেছি। আমি আপনাদের নিকট বিচারপ্রার্থী।"

ত্রিংশ প্রবাহ/ ২

সভাস্থ সকলে বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। জয়নাল গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এই নরাধম, এই পাপাত্মাই এজিদ্ পক্ষ হইতে আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া, মহাত্মা হাসানের নিকট মক্কা-মদিনার কর চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। এই পামরই হাসান বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে, পবিত্রভূমি মদিনার স্বাধীনতাসূর্য হরণ করিয়া চিরপরাধীনতার অন্ধকার অমানিশায় আবরণ করিতে, সসৈন্যে মদিনায় আসিয়াছিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মায়মুনার যোগে জায়েদার সাহায্যে হীরকচূর্ণ দ্বারা, মহাত্মা হাসানের জীবন অকালে বিনাশ করিয়াছে! এই দুরাচারই কুফা নগরের আবদুল্লাহ্ জেয়াদকে টাকায় বশীভূত করিয়া মহাবীর মোস্‌লেমের জীবন মিথ্যা ছলনায় কৌশলে শেষ করিয়াছে! এই নারকীই র্কাবালা প্রান্তরে মহা সংগ্রাম ঘটাইয়াছে। কৌশলে ফোরাত কূল বন্ধ করিয়া, শত সহস্র যোধকে শুষ্ককন্ঠ করিয়া বিনাশ করিয়াছে। কি দুঃখের কথা।-তীক্ষ্ণ তীর দ্বারা দুগ্ধপোষ্য বালকের বক্ষঃভেদ করাইয়া জগ□ কাঁদাইয়াছে। অন্যায় যুদ্ধে মহাবীর আবদুল ওহাবকে বধ করিয়াছে। কত বলিব, এই পাপাত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ বীর-"

জয়নালের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। পুনরায় করুণস্বরে বলিলেন, "আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর কাসেমের জীবনলীলা শেষ করিয়াছে। এই পাপাত্মাই পতিপরায়ণা সখিনা দেবীর আত্মহত্যার কারণ। আর কত বলিব। এই জাহান্নামী কাফের মারওয়ানই পুণ্যাত্মা পিতা প্রভু হোসেনের জীবন-"

জয়নালের মুখে আর কথা সরিল না,-চক্ষুদ্বয় জলে ভাসিতে লাগিল। মোহাম্মদ হানিফা হৃদয়-বেগ সম্বরণে অধ□র হইয়া-"হা ভ্রাতঃ হোসেন! হা ভ্রাতঃ হোসেন! বাবা জয়নাল! হানিফার অন্তরাত্মা শীতল কর বাপ!" এই কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জয়নালকে বক্ষে ধারণ করিলেন। শোকাবেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সভাস্থ আর আর সকলে-ক্রোধে, রোষে, দুঃখে, শোকে, একপ্রকার জ্ঞানহারা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া, সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি সেই মারওয়ান? এ কি সেই মারওয়ান? মার শয়তানকে। ভাই সকল, আর দেখ কী?"

গাজী রহমান বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও সভাস্থ সকলের সে উগ্রমূর্তি, সে বিকট ভাব পরিবর্তন করিতে পারিলেন না, কেহই তাঁহার কথা শুনিল না। শেষে মোহাম্মদ হানিফার কথা পর□যন্ত কেহ গ্রাহ্য করিল না। "মার শয়তানকে" বলিতে বলিতে পাদুকাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, অস্ত্রাঘাত, যত প্রকার আঘাত প্রচলিত আছে, বজ্রাঘাতের ন্যায় মারওয়ানের শরীরে পড়িতে লাগিল। চক্ষের পলকে মারওয়ান-দেহ ধুলায় লুটাইয়া শোণিত-ধারে সভাতল রঞ্জিত করিল।

মারওয়ান অস্ফুটস্বরে বলিল, "জয়নাল আবেদীন! আমি তোমার ভালও করিয়াছি, মন্দও করিয়াছি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। কিন্তু সম্মুখে মহা ভীষণ রূপ। এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি আমি কখনো দেখি নাই। আমাকে রক্ষা কর।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "মারওয়ান, ঈশ্বরের নাম কর। এ সময়ে তিনি ভিন্ন রক্ষার ক্ষমতা আর কাহারো নাই। জ্বলন্ত বিশ্বাসের সহিত সেই দয়াময়ের নাম মুখে উচ্চারণ কর। তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

মারওয়ান আর্তনাদসহকারে বিকৃতস্বরে বলিল, "আমি মারওয়ান, আমি মারওয়ান-দামেস্ক-রাজমন্ত্রী মারওয়ান। আমাকে মারিয়ো না। দোহাই তোমার, আমাকে মারিও না। অগ্নিময় লৌহদণ্ডে আমাকে আঘাত করিয়ো না। আমি ও অগ্নি-সমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারিব না। আমি মিনতি করিয়া দু'খানি পায়ে ধরিয়া বলিতেছি ও অগ্নি-সমুদ্রে আমাকে নিক্ষেপ করিয়ো না। দোহাই তোমার, রক্ষা কর। দোহাই তোমাদের, আমায় রক্ষা কর। আমি এজিদের প্রধানমন্ত্রী-আমাকে আর মারিও না। প্রাণ গেল-আমি যাইতেছি। ঐ আগুনে প্রবেশ করিতেছি-রক্ষা কর।"

বিকট চি□ কার করিতে করিতে মারওয়ানের প্রাণপাখি দেহপিঞ্জর হইতে অদৃশ্যভাবে উড়িয়া গেল। রক্তমাখা দেহ সভাতলে পড়িয়া রহিল।

মোহাম্মদ হানিফা, গাজী রহমান, ওমর আলী, মস্হাব কাক্কা প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! এখন আর চিন্তা ক□? এখন প্রস্তুত হও, যাহার জন্য এতদিন সঙ্কুচিত ছিলাম, যাহার জীবনের আশঙ্কা করিয়া এতদিন নানা সন্দেহে সন্দিহান হইয়াছিলাম, আজ সে জীবনের জীবন-নয়নের পুত্তলি,-হৃদয়ের ধন,-অমূল্যনিধি হস্তে আসিয়াছে। ঈশ্বর আজ তাহাকে আমাদের হস্তগত করাইয়াছেন, আর ভাবনা কি? এখনই প্রস্তুত হও। এখনই সজ্জিত হও। এখনই এজিদ্ধে যাত্রা করিব। শুন, ঐ শুন, এজিদ্-শিবিরে যুদ্ধের বাজনা বাজিতেছে। রহমানের স্বীকৃত বাক্য রক্ষা হইল। ঈশ্বরই চারিদিক পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বও আর সহ্য হইতেছে না। শীঘ্র প্রস্তুত হও। অদ্যই দুরাত্মার জীবন শেষ করিয়া পরিজনদিগকে বন্দিগৃহ হইতে উদ্ধার করিব।"

সকলে মনের আনন্দে যুদ্ধসাজে ব্যাপৃত হইলেন। মোহাম্মদ হানিফা জয়নালকে ওত্বে অলীদের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "এই অলীদ কোন সময় বলিয়াছিলেন যে, এজিদের জন্য অনেক করিয়াছি! হাসান-হোসেনের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছি। আমি উহা পারিব না। সেই কথা কয়েকটা আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। আমি সেই কারণেই ইহাকে মস্হাব কাক্কার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি। এই অলীদ যদি এ প্রকারে আমাদের হস্তগত না হইতেন, তাহা হইলেও আমি কখনোই ইহার প্রাণের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইতাম না। জানিত পক্ষে কাহাকেও আক্রমণ করিতে দিতাম না। এই মহাত্মা প্রকাশ্যে পৌত্তলিক, অন্তরে মুসলমান!"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "আর প্রকাশ গোপন, দ্বিভাবের প্রয়োজন কি?"

অলীদ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "হজরত! আমি অকপটে বলিতেছি, আপনি আমাকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করুন।"

জয়নাল "বিস্মিল্লাহ্" বলিয়া ওত্বে অলীদকে ইসলাম ধর্ম□ দীক্ষিত করিলেন। মুহূর্তমধ্যে অলীদের অন্তরে সে সত্যধর্মের জ্বলন্ত বিশ্বাস, "ঈশ্বর এক-সেই এক ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই"-অক্ষয়রূপে নিহিত হইল।

মোহাম্মদ হানিফা অলীদকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, নূরনবী মোহাম্মদের প্রতি অটল ভক্তি হউক, দয়াময় আপনাকে জান্নাতবাসী করুন-এই আশীর্বাদ করি।"

জয়নাল আবেদীনও অলীদের পরকাল উদ্ধারহেতু অনেক আশীর্বাদ করিলেন।

এদিকে মহাঘোর নিনাদে যুদ্ধ-বাজনা বাজিয়া উঠিল। সৈন্যগণ, সৈন্যাধ্যক্ষগণ, মরার আনন্দে সজ্জিত হইয়া শিবির-বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। ওমর আলী, মস্হাব কাঙ্ক প্রভৃতি মনোমত বেশ-ভূষায় ভূষিত ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, জয়নাল আবেদীনকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মোহাম্মদ হানিফা বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আজ সকলকেই ভ্রাতৃ সম্বোধনে বলিতেছি, আমাদের বংশের সমুজ্জ্বল রত্ন, ইমাম বংশের মহামূল্য মণি, মদিনার রাজা-প্রাণাধিক জয়নাল আবেদীনকে ঈশ্বর কৃপায় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভবিষ্য ভাবনা জয়নালের জীবনের আশঙ্কা, সদা চিন্তিত অন্তর হইতে প্রশমিত হইয়া বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে। এ নিদারুণ দুঃখ-সিন্ধু হইতে শীঘ্রই উদ্ধার পাইবার ভরসাও হৃদয়ে জন্মিয়াছে। আজ হৃদয়ে মহাতেজ প্রবেশ করিয়াছে, আনন্দে বক্ষঃ স্ফীত হইয়া বাহুদ্বয় মহাবলে বলীয়ান বোধ হইতেছে! ভ্রাতৃগণ! আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইল। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, প্রকৃতি আজ আমাদের সানুকূলে থাকিয়া অলক্ষিতভাবে নানাবিধ শুভচিহ্ন, শুভযাত্রার শুভলক্ষণ দেখাইতেছেন। নিশ্চয় আশা হইতেছে যে, এই যাত্রায় এজিদ্-বধ করিয়া পরিজনবর্গকে বন্দিগৃহ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব। ভ্রাতৃগণ! এই শুভ সময়ে এই আনন্দ উচ্ছ্বাস সময়ে, আমার একটি মনোসাধ পূর্ণ করি, জগ পূজিত মদিনার সিংহাসন আজ সজীব করি। আমাদের সকলের নয়নের, জগতের যাবতীয় ইসলাম চক্ষের পুত্তলি-হৃদয়ের ধন, অমূল্য মণিকে আমরা ভক্তির সহিত আজই শিরে ধারণ করি। ভ্রাতৃগণ! মনের হর্ষে প্রাণাধিক জয়নাল আবেদীনকে আজই এই স্থানে-এই দামেস্ক-প্রান্তরে মদিনার রাজপথে অভিষেক করি।"

সমস্বরে সম্মতিসূচক আনন্দধ্বনির প্রতিধ্বনিতে গগন আচ্ছন্ন করিল! মোহাম্মদ হানিফা 'বিস্মিল্লাহ্' বলিয়া রাজমুকুট, মণিমুক্তাখচিত তরবারি জয়নাল আবেদীনের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। ওমর আলী, মস্হাব কাঙ্কা, গাজী রহমান প্রভৃতি যথারীতি অভিবাদন করিয়া, ঈশ্বরের গুণানুবাদ সহিত জয়নাল আবেদীনের জয় ঘোষণা করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় প্রাচীন রাজগণ নতশিরে অভিবাদন করিয়া উপঢৌকনাদি জয়নালের সম্মুখে রাখিয়া অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিলেন। মদিনা এবং নানা দেশ বিদেশীয় সৈন্যগণ অবনতমস্তকে নবীন রাজার সম্মুখে অস্ত্রাদি রাখিয়া সমস্বরে মদিনা-সিংহাসনের জয় ঘোষণা করিলেন।

মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! এখন সকলেই স্ব-স্ব অস্ত্র পুনঃ ধারণ করিয়া, প্রথমে ঈশ্বরের নাম, তাহার পর ন রনবী মোহাম্মদ নাম এবং সর্বশেষে নবীন ভূপতির জয় ঘোষণা করিয়া বীরদর্পে দণ্ডায়মান হও।"

হানিফার কথা শেষ না-হইতেই গগনভেদী শব্দ হইল, ঈশ্বরের নামের পর, নূরনবী মোহাম্মদের প্রশংসার পর, "জয় মদিনা সিংহাসনের জয়-জয় নবীন ভূপতির জয়,-জয়নাল আবেদীন মহারাজের জয়" শব্দ হইতে লাগ□ল।

আবার মোহাম্মদ হানিফা বীরদর্পে বীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! এই অসিধারণ করিলাম, বীর বেশে সজ্জিত হইলাম,-আর ফিরিয়া না তরবারি কোষে আবদ্ধ করিব না। যতদিন এজিদ্ বধ, পরিজনগণের উদ্ধার না হয়, ততদিন এই বেশ-এই বীর বেশ অঙ্গে থাকিবে। আমিও আজ তোমাদের সঙ্গী, আমিও আজ সৈন্য, আমিও আজ জয়নালের আজ্ঞাবহ। সকলেরই আজ এই প্রতিজ্ঞা-ধর্ম প্রতিজ্ঞা। এই যাত্রাতেই হয় এজিদ্-বধ না হয় আমাদের জীবনের শেষ। দিবা হউক, নিশা আগমন করুক; আবার সূর্যের উদয় হউক,-এজিদ্-বধ। এজিদ্-বধ না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই বেশ-এই বীর বেশ। বিশ্রামের নাম করিব না, যুদ্ধে ক্ষান্ত দিব না, পশ্চা□ হটিব না-জীবন পণ,-হানিফার জীবন পণ,-এজিদ্-বধে সকলের জীবন পণ। আজিকার যুদ্ধে বিচার নাই, ব্যূহ নাই, কোন প্রকার বিধি-ব্যবস্থা নাই, মার কাফের, জ্বালাও শিবির।-কাহারো অপেক্ষা কেহ করিবে না, কাহারো উপদেশের প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখিবে না, আজ সকলেই সেনাপতি-সকলেই সৈন্য। সকলের মনে যেন এই কথা মুহূর্তে মুহূর্তে জাগিতে থাকে, মহাত্মা হাসান-হোসেনের পরিজনগণের উদ্ধারসাধন করিতে জীবন পণ,-দামেস্করাজ্য সমভূমি করিতে জীবন পণ।"

"ভ্রাতৃগণ! মনে কর, আজ আমাদের জীবনের শেষ দিন এবং শেষ সময়। শত্রুদল চক্ষে দেখা ভিন্ন আপন সহযোগী-সাহায্যকারী সৈন্য-সামন্তের প্রতি-এমন কি, স্ব-স্ব শরীরের প্রতি কেহ লক্ষ্য করিবে না। আজ হাসানের শোক, হোসেনের শোক, এই তরবারিতে নিবারণ করিব। আজ কাফের বধ করিয়া কারবালার প্রতিশোধ দামেস্ক-প্রান্তরে লইব। আজ কাফেরের দেহ-বিনির্গত শোণিতে লহুর নদী বহাইব,-মর□ভূমে রক্তের প্রবাহ ছুটাইব। শত্রুর মনোকষ্ট দিতে আজ কাহার বাধা মানিব না-কোন কথা শুনিব না। ঐ জাহান্নামী কাফের মারওয়ানের মস্তক কাটিয়া এক বর্শায় বিদ্ধ কর। পাপীর দেহ শতখণ্ডে খণ্ডিত কর। মস্তক এবং খণ্ডিত দেহ সকল বর্শাগ্রে বিদ্ধ করিয়া ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাও এবং মুখে বল, "এই সেই কাফের মারওয়ান, এই সেই মন্ত্রী মারওয়ান, এই সেই এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান।"

হানিফার মুখের কথা থাকিতে থাকিতে, মদিনাবাসীর কয়েকজন নবীন যোধ, অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুটিয়া আসিয়া, "এই সেই মারওয়ান, এই সেই মন্ত্রী মারওয়ান, এই সেই এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান, এই সেই নরাধম পিশাচ" ইত্যাদি শত শত প্রকার সম্বোধন করিয়া চক্ষের

নিমিষে মারওয়ানের দেহ-এক, দুই, তিন ইত্যাদি ক্রমে গণিয়া শত খণ্ডে খণ্ডিত করিলেন। বর্শার অগ্রে বিদ্ধ করিতে ক্ষণকাল বিলম্ব হইল না।

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আজ হানিফা এই অস্ত্র ধর□ল, পুনরায় বলিতেছি, ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এজিদ্-বধ না করিয়া এই অস্ত্র আর কোষে রাখিব না। ভ্রাতৃগণ! আমার অসহায় পরিজনদিগের কথা মনে রাখিয়ো, এই আমার প্রার্থনা। গাজী রহমান উপযুক্ত সৈন্য লইয়া জয়নাল আবেদীনসহ আমাদের পশ্চা□ আসিতে থাকুন। যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ফিরিব না। আর শিবিরের আবশ্যক নাই। বিশ্রাম-উপযোগী দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। জীবনরক্ষা হইলে আজই সুবিস্তৃত দামেস্করাজ্য লাভ হইবে। জয়নালকে সিংহাসনে বসাইতে পারিলে বিশ্রামবিলাস সকলই পাইব। আর যদি জীবন শেষ হয়, তবে কোন দ্রব্যে আবশ্যক হইবে না। ভাঙ্গ শিবির, লুটাও জিনিস।"

এই কথা বলিয়া মোহাম্মদ হানিফা অশ্বারোহণ করিলেন। সকলে সমস্বরে ঈশ্বরের নাম সপ্তবার উচ্চারণ করিয়া ঘোরনাদে মহারাজ জয়নালের জয়-ঘোষণা করিয়া দুই-এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মারওয়ানের খণ্ডিত দেহ একশত বর্শায় বিদ্ধ হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। শিবিরের বাহির হইয়া পুনরায় ভীমনাদে ঈশ্বরের নাম করিয়া এজিদ-বধে যাত্রা করিলেন। সম্মুখে শত শত বর্শাধারী সমস্বরে বলিতে লাগিল, "এই সেই কাফের মারওয়ান, এই সেই মন্ত্রী মারওয়ান, এই সেই এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান।" আর মুহূর্তে মুহূর্তে ঈশ্বরের নাম এবং নবীন রাজার জয়ধ্বনিতে দামেস্ক-প্রান্তর কম্পিত হইতে লাগিল।

এজিদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। মস্তক ঘুরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মনের বেদনাও আছে। শরীর অলস, স্ফূর্তিবিহীন, দুর্বল। নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতে পারে না। কিন্তু উপস্থিত ভীষণ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেই এজিদ্ সেই আরক্তিম নয়নে পরিশুষ্ক মুখে ব□কৃত মস্তকে শয্যা হইতে চমকিয়া উঠিলেন। অন্তর কাঁপিতে লাগিল। মহা অস্থির হইয়া শিবিরদ্বার পর্যন্ত আসিয়া দেখিলেন যে, মহা সঙ্কটকাল উপস্থিত। কোথায় মারওয়ান? কোথায় অলীদ? এ দুঃসময়ে কাহারো সন্ধান নাই। ওমর এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ আসিয়া অভিবাদনপূর্বক দণ্ডায়মান হইল। রাত্রের ঘটনার আভাস বলিতে সমুদয় কথা এজিদের মনে হইল। বীরদর্পে বলিতে লাগিল-"ওমর! তুমিই আজ প্রধান সেনাপতি। চিন্তা কী? মারওয়ান গিয়াছে, অলীদ গিয়াছে এজিদ্ আছে। চিন্তা কী? যাও যুদ্ধে। দাও বাধা-মার হানিফা। তাড়াও মুসলমান। ধর তরবারি! আমি এখনই আসিতেছি, আজ হানিফার যুদ্ধ-সাধ, জীবনের সাধ এখনই মিটাইতেছি।"

ওমর শিবিরের বাহিরে আসিয়া পূর্ব হইতে তুমুলরবে বাজনা বাজাইতে আদেশ করিলেন। মনের উ□ সাহে আনন্দে সৈন্যগণ বিষম বিক্রমে দণ্ডায়মান হইল। এদিকে এজিদ্ স্বসাজে,-মণিময় বীরসাজে সজ্জিত হইয়া শিবিরের বাহির হইয়া বলিল, "সৈন্যগণ! মারওয়ানের জন্য দুঃখ নাই, অলীদের কথা তোমরা কেহ মনে করিয়ো না। আমার সৈন্যাধ্যক্ষ মধ্যে বিস্তর অলীদ, বহু মারওয়ান এখনো জীবিত রহিয়াছে। কোন চিন্তা নাই। বীরবিক্রমে আজ হানিফাকে আক্রমণ কর। আমি আজ পৃষ্ঠপোষক। এজিদের সৈন্য-বিক্রম, হানিফার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসান দেখিয়াছে, কারবালা-প্রান্তরে হোসেন দেখিয়াছে, আর আমি আজ দামেস্ক প্রান্তরে হানিফাকে দেখাইব। মার হানিফা, মার বিধর্মী, তাড়াও মুসলমান। উহারা বিষম বিক্রমে আসিতেছে, আমরাও মহাপরাক্রমে আক্রমণ করিব। হানিফার যুদ্ধের সাধ আজ মিটাইব। সমস্বরে দামেস্ক-সিংহাসনের বিজয়-ঘোষণা করিয়া ক্রমে অগ্রসর হও।"

ত্রিংশ প্রবাহ/ ৩

এজিদ্ মহাবীর। এজিদের সৈন্যগণও অশিক্ষিত নহে-প্রভুর সাহসসূচক বচনে উত্তেজিত হইয়া বীরদর্পে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিল। আজিকার যুদ্ধ চম□ কার! কোন দলে ব্যূহ নাই, শ্রেণীভেদ নাই-আত্মরক্ষার ভাবেও কেহ দণ্ডায়মান হয় নাই। উভয় দলই অগ□রসর, উভয় দলেরই সম্মুখে গমনের আশা।

এজিদ্ সৈন্যদলের পশ্চা□ পশ্চা□ যাইতেছে এবং সুযোগ মত হানিফার সৈন্যদলের আগমনও দেখিতেছে-অগণিত সৈন্য, সর্বাগ্রে বর্শাধারী। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মানবশরীরের খণ্ডিত অংশ সকল বর্শায় বিদ্ধ এবং বর্শাধারিগণের মুখে এই কথা,-"এই সেই মারওয়ান, প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান, এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান।" এজিদ্ সকলই বুঝিল, মনে মনে দুঃখিতও হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে সে দুঃখ-চিহ্ন কেহ দেখিতে পাইল না, হাবভাবেও কেহ বুঝিতে পারিল না। সদর্পে বলিল, "সৈন্যগণ! মারওয়ানের খণ্ডিতদেহ দেখিয়া কেহ ভীত হইও না, হাতে পাইয়া সকলেই সকল কার্য করিতে পারে। শীঘ্র শীঘ্র পদ নিক্ষেপ কর, বজ্রনাদে আক্রমণ কর, অশনিব□ অস্ত্রের ব্যবহার কর। আমরাও গাজী রহমানের দেহ সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া শৃগাল-কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইব। কর আঘ□ত, কর আঘাত।"

যেমন সম্মিলন, অমনি অস্ত্রের বর্ষণ। কী ভয়ানক যুদ্ধ! কী ভীষণ কাণ্ড! প্রান্তরময় সৈন্য, প্রান্তরময় অস্ত্র, প্রান্তরময় সমর। উভয় দলেই আঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইল। অসি, বর্শা, খ র,

তরবারি সকলই চলিল। কী ভয়ানক ব্যাপার! যে যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে, সে তাহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। পরিচয় নাই, পাত্রাপাত্র প্রভেদ নাই! সম্মিলনস্থলে উভয় দলে যে বাধা জন্মিয়াছে, তাহাতে কোন পক্ষেরই আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা হইতেছে না। কেবল সৈন্যক্ষয়-বলক্ষয় হইতেছে মাত্র। ওমর আলী মস্হাব কাক্কা প্রভৃতি দুই-এক পদ অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু টিকিতে পারিতেছেন না। মোহাম্মদ হানিফা এখনো তরবারি ধরেন নাই, কেবল সৈন্যদিগকে উ সাহ দিতেছেন, মুহুর্তে মুহুর্তে ভৈরব নিনাদে দামেস্ক-প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। সৈন্যগণ সময় সময় "আল্লাহু আক্বার" শব্দ করিয়া গগন পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছেন।

এখনো মোহাম্মদ হানিফা তরবারি ধরেন নাই। দুল্‌দুলে কশাঘাত করিবার সৈন্য শ্রেণীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত মুহুর্তে মুহুর্তে ঘুরিয়া দেখিতেছেন। যেখানে একটু মন্দভাবে তরবারি চলিতেছে, সেই খানেই সেই হইয়া দুই-চারিটি কথা কহিয়া কাফের বধে উ সাহ দিতেছেন। কী লোমহর্ষণ সমর! কী ভয়ানক সমর! বিনা মেঘে বিজলী খেলিতেছে (অস্ত্রের চাক্‌চিক্য), হুহুঙ্কারে গর্জন হইতেছে (উভয় দলের সৈন্যগণের বিকট শব্দ)। অজস্র শিলার ঘর্ষণ হইতেছে (খণ্ডিত দেহ)! মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে (দেহ নির্গত রুধির)! কী দুর্ধর্ষ সমর!

বেতনভোগী সৈন্যগণ-ইহারা হানিফার কে, এজিদেরই-বা কে? হায় রে অর্থ! হায় রে হিংসা! হায় রে ক্রোধ! হানিফার সৈন্যগণ আজ অজ্ঞান; মদিনাবাসীরা বিহ্বল; পদতলে, অশ্ব পদতলে-নরদেহ, নরশোণিত। ক্রমেই খণ্ডিত দেহ, খণ্ডিত অশ্ব,-বিষম সমর।
দৈবাধীন ওত্‌বে অলীদ আর ওমরের যুদ্ধ কী চম কার দৃশ্য। এ দৃশ্য কে দেখিবে? ঈশ্বরের মহিমায় যাহার অণ মাত্র সন্দেহ আছে, সেই দেখিবে। কাল ভ্রাতৃভাব, আজ শত্রুভাব,-এ লীলার অন্ত মানুষে কী বুঝিবে? ওমর বলিল, "নিমকহারাম! নিশীথ সময়ে শিবির হইতে বাহির হইয়া শত্রু-দলে মিশিলে? প্রভাত হইতে হইতে আশ্রয়দাতা পালনকর্তা, তোমার চির উপকারকর্তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিলে? ধিক্ তোমার অস্ত্রে! ধিক্ তোমার মুখে! নিমকহারাম! ধিক তোমার বীরত্বে!"

ওত্‌বে অলীদ বলিলেন, "ভ্রাতঃ ওমর! ক্রোধে অধীর হইয়া নীচত্ব প্রকাশ করিয়ো না, যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া কটুবাক্য ব্যবহার করিয়ো না। ছি ছি! তুমি প্রবীণ-প্রাচীন। সময়-গুণে তোমারও কী মতিভ্রম ঘটিল? ছি ছি ভ্রাতঃ! স্থিরভাবে কথা বল, কথায় অনিচ্ছা হয়, অস্ত্রের দ্বারা সদালাপ কর।"

"তোমার সঙ্গে কথা কী? তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি নিমকহারাম, তুমি বীরকুলের কুলাঙ্গার!"

"দেখ ভাই ওমর! আমি বিশ্বাসঘাতক নহি, নিমকহারাম নহি, কুলাঙ্গারও নহি। মারওয়ানের সঙ্গে আমি বন্দি হইয়াছিলাম। পরাভব স□বীকারে আত্মসমর্পণ করিয়া সত্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। সেই একেশ্বরের জ্বলন্ত ভাব আমার হৃদয়ে নিহিত হইয়াছে, চক্ষের উপর ঘুরিতেছে; তাই বিধর্মীমাত্রই আমার শত্রু, দেখিলেই বধের ইচ্ছা হয়, কারণ সে নরাকার পশু যে নিরাকার ঈশ্বরকে সাকারে পূজা করে। আবার যাহার অধীনতা স□বীকার করিয়াছি, তাহার মিত্র-মিত্র, তাহার শত্রু-পরম শত্রু। আর কী বলিব তোমাকে গালি দিব না। তোমার কার্য তুমি কর, আমার কার্য আমি করি।"

দুইজনে কথা হইতেছে, এমন সময়ে এজিদ্ ওমরের নিকট দিয়া যাইতেই অলীদকে দেখিয়া অশ্ব-বল্গা ফিরাইল।

ওমর বলিতে লাগিল, "বাদশা নামদার! দেখুন আপনার প্রধান সেনাপতির বীরত্ব দেখুন।"

এজিদ্ দুঃখিতভাবে বলিতে লাগিল, "অলীদ! এতদিন এত যত্ন করিলাম, পদবৃদ্ধি করিলাম, কত পারিতোষিক দান করিলাম, কত অর্থ সাহায্য করিলাম, তাহার প্রতিফল, তাহার পরিণামফল বুঝি ইহাই হইল?"

"আমি নিমক হারামি করি নাই, কোন লাভের বশীভূত হইয়া আপনার শত্রুদলে মিশি নাই। শত্রু-শিবিরে যাইতেছিলাম-দৈব-নির্বন্ধে ধরা পড়িলাম। কি করি, পরাভব স্বীকার করিয়া সত্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। পরকালে মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতেই আজ কাফের বধে অগ্রসর হইয়াছি-অস্ত্র ধরিয়াছি।"

এজিদ্ রোষে অধীর হইয়া বলিল, "ওমর! এখনো অলীদ-শির মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য।"

এজিদ্ ওমরকে সজোরে পশ্চা□ করিয়া অলীদ প্রতি আঘাত করিল। কী দৃশ্য! কী চম□ কার দৃশ্য!!

অলীদ সে আঘাত বর্মে উড়াইয়া বলিল, "আমি আপনার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না। বিশেষ মহাবীর মোহাম্মদ হানিফা, যিনি আজ স্বয়ং যুদ্ধভার গ্রহণ কর□য়া সর্বপ্রধান সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছেন, তাঁহার নিষেধ আছে।"

এজিদ্ বলিল, "ওরে মূর্খ! একরাত্রি মূর্খদলের সহবাসে থাকিয়াই তোর দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে! স্বয়ং রাজা সেনাপতি! তবে বরিত হইল কে? রাজমুকুট শোভা পাইল কাহার শিরে? রাজা স্বয়ং যুদ্ধে আসিলে ক্ষতি কি? সেনাপতি উপ□ধি লইয়া স্বয়ং রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া থাকে রে বর্বর?"

"এজিদ্ নামদার! আমি বর্বর নহি। রাজা সেনাপতিপদ গ্রহণ করে না তাহা আমি বিশেষরূপে জানি। মোহাম্মদ হানিফা তাঁহার রাজ্যের রাজা, মদিনার কে?"

"মদিনায় আবার কোন রাজার আবির্ভাব হইল?"

মহাশয়, যিনি মদিনার রাজা,-তিনি দামেস্কের রাজা,-তিনি মুসলমান রাজ্যের রাজা-সেই রাজরাজেশ্বর, মহারাজাধিরাজ আজ রাজপদে বরিত হইয়াছেন। রাজমুকুট তাঁহারই শিরে শোভা পাইতেছে। রাজঅস্ত্র তাঁহারই কটিদেশে দুলিতেছে।"

"অলীদ, তোমার এরূপ বুদ্ধি না হইলে ভিখারীর ধর্ম গ্রহণ করিবে কেন? আমি শুনিয়াছি, মোহাম্মদ হ□নিফাকে মদিনার লোক রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। সমগ্র মুসলমান রাজ্য মোহাম্মদ হানিফার নামে কম্পিত হয়,-কেমন নূতন ধার্মিক?"

"ধর্মের সঙ্গে হাসি-তামাশা কেন? আপনার জ্ঞান থাকিলে কি আজ আপনি হানিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধডঙ্কা বাজাইতে পারিতেন? আপনি মন্ত্রীহারা, জ্ঞানহারা, আত্মহারা হইয়াছেন। অতি অল্প সময়মধ্যেই রাজ্যহারা হইবেন। আপনার জীবন হরণের জন্য মহাবীর হানিফা আছেন। আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যাহা তাহার কথা বলিলাম। বলুন, আজিকার যুদ্ধে স্বার্থ কী?"

"হানিফার জীবন শেষ, জয়নাল আবেদীনের বধ-মদিনার সিংহাসন লাভ। আর স্বার্থের কথা কী শুনিবে? সে স্বার্থ অন্তরে-হৃদয়ে চাপা।"
"ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলই অন্তরে চাপা থাকিবে। আর মুখে যাহা বলিলেন, তাহা কেবল মুখেই থাকিল। বলুন তো মহাশয়, জয়নাল আবেদীনকে কী প্রকারে বধ করিবেন?"

"কেন, বন্দির প্রাণবধ করিতে আর কথা কী?"

"তবে বুঝি রাত্রের কথা মনে নাই? থাকিবে কেন, কথাগ□লি সমুদয় পেয়ালায় গুলিয়া পেটে ঢালিয়াছেন?"

এজিদ্ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "হাঁ হাঁ মনে হইয়াছে; জয়নাল বন্দিগৃহ হইতে পলাইয়াছে। আমার রাজ্য-যাবে কোথা?"

"যেখানে যাইবার সেখানে গিয়াছে। ঐ শুনুন, সৈন্যগণ কাহার জয় ঘোষণা করিতেছে।"

"জয়নাল কি হানিফার সঙ্গে মিশিয়াছে?"

"আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন, মোহাম্মদ হানিফা আজ সেনাপতি। সৈন্যগণ সহস্রমুখে প্রতি মুহূর্তে নবভূপতির জয় ঘোষণা করিতেছে। আর কী শুনিতে চাহেন?"

এজিদ্ মহাব্যস্তে বলিল, "অলীদ! তুমি আমার চিরকালের অনুগত, অধিক আর কি বলিব, ঐদিকে যখন গিয়াছ, তখন মন ফিরাও হানিফার সৈন্যশিরেই তোমার অস্ত্র বর্ষিতে থাকুক। আর কি বলিব আমার এই শেষ কথা-আমি তোমাকে দামেস্ক রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীত্বপদ দান করিব।"

"ও-কথা মুখে আনিবেন না। আপনি আমার সহিত যুদ্ধ করুন, না হয় আমার অস্ত্রের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাউন। আমি জয়নাল আবেদীনের দাস, মোহাম্মদ হানিফার আজ্ঞাবহ। আপনার মন্ত্রী হইয়া লাভ যাহা, তাহা তো স্বচক্ষেই দেখিতেছেন। ঐ দেখুন, বর্শার অগ্রভাগ দেখুন, আপনার এক মন্ত্রী একশত মারওয়ান-রূপ ধারণ করিয়া বর্শার অগ্রভাগে বসিয়া আছে।"

এজিদ্ মহাক্রোধে বলিল, "নিমকহারাম, কমজা , কমিন আমার সঙ্গে তামাশা? ইহকালের মত তোর কথা কহিবার পথ বন্ধ করিতেছি।" সজোরে অলীদ-শির লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিল। অলীদ সে আঘাত বাম হস্তস্থিত বর্শাদণ্ড দ্বারা উড়াইয়া সরিতেই-ওমর অলীদের গ্রীবা লক্ষ্যে আঘাত করিল। বহুদূর হইতে ওমর আলী এই ঘটনা দেখিয়া নক্ষত্রবেগে অলীদের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, এজিদ্ ও ওমর উভয়ে অলীদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে।

ওমর আলী চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন, "এজিদ্! এদিকে কেন? মোহাম্মদ হানিফার দিকে যাও। সেদিনেও দেখিয়াছ, আজিও বলিতেছি, তোমার প্রতি কখনোই অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না। তোমার শোণিতে হানিফার তরবারি রঞ্জিত হইবে। যাও, সেদিকে যাও,-আজ-"

ওমর আলীর কথা শেষ হইতে-না-হইতেই ওমর অলীদ প্রতি দ্বিতীয় আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে এজিদ্ অলীদের অশ্বকে বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্যন্ত পার করিয়া দিল। অশ্ব কাঁপিতে কাঁপিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। ওমর এই সুযোগে অলীদের পৃষ্ঠে আঘাত করিল, বর্শাফলক পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থল হইতে রক্তমুখে বহির্গত হইল। অলীদ ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে শহীদ হইলেন।

ওমর আলী এজিদকে দেখিয়া একটু দূরে ছিলেন, অলীদের অবস্থা দর্শনে অসি সঞ্চালন করিয়া ভীমনাদে ওমরের দিকে আসিয়া প্রথমতঃ ওমরের অশ্বগ্রীবা লক্ষ্যে আঘাত করিতেই, বাজীরাজ

শিরশূন্য হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। বাম পার্শ্বে ফিরিয়া দ্বিতীয় আঘাতে এজিদের অশ্ব-মস্তক মৃত্তিকায় লুটাইয়া দিলেন। পশ্চা∏ ফিরিয়া দেখেন যে, ওমর এখনো সুস্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই; তৃতীয় আঘাতে বৃদ্ধ ওমরকে ধরাশায়ী করিলেন।

এজিদ ওমরের অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বল্লম হস্তে ওমর আলীর দিকে ধাইয়া যাইতেই, ওমর আলী সরিয়া গিয়া বলিলেন, "এজিদ এদিকে কেন আসিতেছ? যাও, হানিফার অস্ত্রাঘাত সহ্য কর গিয়া। ওমর আলী তোমার সৈন্য বিনাশ করিতে চলিল।"

দেখিতে দেখিতে ওমর আলী এজিদের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইলেন। এদিকে সিংহবিক্রমে ঘোর নিনাদে শব্দ হইতেছে, "জয়, জয়নাল আবেদীনের জয়! জয়, মদিনার সিংহাসনের জয়! জয়, নবভূপতির জয়!"

এজিদ ব্যস্ততাসহকারে চাহিতেই দেখিল যে, তাহার সৈন্যদলমধ্যে কোন দল পৃষ্ঠ দেখাইয়া মহাবেগে দৌড়িতেছে, কোন দল রণে ভঙ্গ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিপক্ষদলের আঘাতে অজ্ঞান জড় পদার্থের ন্যায় নীরবে আত্মবিসর্জন করিতেছে। আর রক্ষার উপায় নাই-কোথায় পতাকা, কোথায় বাদিত্রদল, কোথায় ধানুকী, কোথায় অশ্বারোহী, কোথায় অস্ত্র, কোথায় বেশভূষা-প্রাণ বাঁচানোই মূল কথা। এখন আর আশা নাই-এদিকে প্রহরী দ্বিতীয় অশ্বতরী যোগাইল। এজিদ ঘোড়ায় চড়িয়া দেখিল, রাজশিবির লুণ্ঠিত হইয়াছে, বিপক্ষদল অন্য অন্য শিবির লুণ্ঠন করিয়া আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইতেছে! মস্হাব কাক্কা, ওমর আলী, আক্কেল আলী প্রভৃতি তাহাদের পশ্চা∏ পশ্চা∏ যাইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী করিতেছে,-তরবারির আঘাতে শির উড়াইয়া দিতেছে। আবার জয়ধ্বনি, আবার সেই জনরব, এজিদ সেদিকে চাহিতেই দেখিল, অগণিত সৈন্য, সকলের হস্তেই উলঙ্গ অসি, মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বদণ্ডে অর্ধচন্দ্র, আর পূর্ণতারা-সংযুক্ত দীন মোহাম্মদী নিশান, শুভ্র মেঘের আড়ালে উড়িতে উড়িতে জয়নাল আবেদীনের বিজয় ঘোষণা প্রকাশ করিতে করিতে নগরাভিমুখে যাইতেছে। এজিদ্ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল মধ্যে মধ্যে জয় ঘোষণায় জয়নালের নাম শুনিয়া মনে মনে সাব্যস্ত করিল যে, নিশ্চয় জয়নাল এই সৈন্য-প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া নগরে যাইতেছে-রাজপ্রাসাদে যাইতেছে। এখন কোথা যাই, কী করি! হতাশে চত□ষ্পার্শ্বে দেখিতেই, দেখিল যে, সেই কালান্তক কাল-এজিদের মহাকাল, দ্বিতীয় আজরাইল-মোহাম্মদ হানিফা, রঞ্জিত কৃপাণহস্তে রক্তমাখা দেহে রক্তআঁখি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, 'কোথা এজিদ? কই এজিদ?' বলিতে বলিতে আসিতেছেন। এজিদ প্রাণভয়ে অশ্বে কশাঘাত করিল। মোহাম্মদ হানিফাও এজিদের দ্রুতগতি অশ্বের দিকে দুল্‌দুল্ চালাইলেন।

[উদ্ধারপর্ব সমাপ্ত]